কথা প্রসঙ্গে

১ম খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: +8801787898470
+8801915137084
+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্য্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBObEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খণ্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথাপ্রসঙ্গে

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্তা ও পাদটীকা সংযোজক :
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম সংস্করণ ঃ পৌষ, ১৩৫০
পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৪
৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ পৌষ, ১৩৯৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

Katha Prasange, Vol. I
6th edn. 1992
Compiled by Sri Sushil Chandra Bose

নিবেদন

সে আজ পঁচিশ বৎসরেরও আগেকার কথা। আইন ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে অধ্যয়নকালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া সহরে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গের বাণীর বক্তার সহিত দেখা হয়। প্রথম আলাপেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে কেমন লাগে?" কেন জানি না, কোন চিন্তা না করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, "আপনার সঙ্গে এই যে আমার প্রথম পরিচয়, তাহা বলিয়া তো মনে হইতেছে না; যেন মনে হইতেছে আপনার সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়, আপনি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।" তখন বুঝিতে পারি নাই, কাহার সহিত এরূপ প্রগল্‌ভতা করিতেছি। সেই প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার অত্যদ্ভুত জীবন-নাট্যের বৈচিত্র্যময় পটপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া স্বতঃই মনে হইয়াছে যে, মনুষ্য-জাতির ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া উন্নততর প্রবাহ-ধারায় বহাইবার জন্য যে পরমবিস্ময়কর ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, দেশ ও কালের ব্যবধানে আজ তাহারই আর এক অভিনব পুনরাবৃত্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি।

তখন যাহার অঙ্কুরোদ্গম মাত্র হইয়াছিল—তাহাই আজ পল্লবিত ও বিকশিত হইয়া অসংখ্য শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত বিরাট্ মহীরূপে পরিণত হইয়া স্নিগ্ধ পল্লবচ্ছায়ায় সংসার-দাব-দগ্ধ অসংখ্য নরনারীকে পরমাশ্রয় প্রদান করিতেছে; ভবিষ্যতে ইহা কী বিশাল রূপ পরিগ্রহ করিবে, কে তাহার কল্পনা করিতে পারে!

সেই প্রথম দর্শনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কত বিচিত্র কার্য্যকলাপ, কত গভীর অর্থপূর্ণ ভাব-ভঙ্গিমা, কত কথা, কত আলোচনা, কত জ্ঞানগর্ভ বাণীনিচয় যে অলিখিত রহিয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

প্রকাশিত বাণীসমূহ হইতে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, পরা ও অপরা বিদ্যা-গৌরবে তিনি নিখিল-শাস্ত্রজ্ঞানের মূর্ত প্রকাশ। তাহার কিয়দংশ মাত্র আজ প্রকাশ করিতে পারিয়া এই দীন সঙ্কলয়িতা কৃতার্থ।

সুদীর্ঘ আট বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্নের উত্তরে এই বাণীগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে এতদিন পর্য্যন্ত উহা মুদ্রিত করা সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই। বাণীর বিষয়গুলি স্ফুটতর হইবে মনে করিয়া মনীষীগণের সমজাতীয় উক্তিসমূহ পাদটীকারূপে প্রদত্ত হইল।

মানুষের অসূয়া ও অশিববুদ্ধি আজ যন্ত্রদানবের সহায়তায় দুর্নিবার হইয়া বিশ্বধ্বংসে উদ্যত। মানুষ আজ শিশুর মত অসহায়, পশুর মত মরণভীত। আজ এই প্রলয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে তাঁহার অমূল্য বাণীসমূহ মূঢ়, বিহ্বল, দিশাহারা ও ধর্ম্ম-গ্লানিভরা ভুবনে সর্ব্বপ্রকার বিরোধের অবসান ঘটাইয়া বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার পথে নিশ্চয়ই অনবদ্য পাথেয়-স্বরূপ হইবে।

যদি ইহা পাঠ করিয়া কেহ এই নবযুগের প্রথম প্রভাতে নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য যে মহাযুগচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ হন, তবেই দীন সেবকের এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

সৎসঙ্গ, পাবনা
সোমবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩

বিনীত
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

'কথাপ্রসঙ্গে' ১ম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল। জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় এই বিষয়গুলির প্রচার ও প্রসার মানুষকে বাস্তব জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলুক, এই আমাদের কামনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
দোলযাত্রা
১৩৯৩

প্রকাশক

অধ্যায়-সূচী

প্রথম অধ্যায় পৃঃ ১—৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায় **পৃঃ ৪৭—৬৯**

কেন—অন্যের বাঁচা-বাড়াকে উদ্দীপ্ত ক'রে নিজের বাঁচা-বাড়াকে অবাধ করাই বড় ধর্ম্ম ৬২—৬৩, সাপের বিষ যেমন ক্ষতিও করে, আবার অবস্থাবিশেষে রক্ষার কাজে লাগে, তেমনই বৃত্তিগুলিও ব্যবহার-অনুযায়ী সৎ বা অসৎ—আর তা' ঠিক ক'রে দেন বিচক্ষণ কবিরাজ ৬৩—৬৪, বিচক্ষণ তিনিই যিনি তাঁর ইষ্টের পরিপূরণ-প্রয়াসী হ'য়ে তৎকরণে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন ৬৪—৬৫, অনুরক্তি দুর্লভ নয়, অনুরক্তি আমাদের আছেই—সেই অনুরক্তিই আমাদের বৃত্তি-সর্ব্বস্ব ক'রে সর্ব্বনাশ করছে—সেই অনুরক্তিকে বিধিমাফিক প্রয়োগ করতে পারলেই সব ঠিক হ'য়ে উঠ্‌বে ৬৬—৭৯।

তৃতীয় অধ্যায় পৃঃ ৭০—৯৭

যাতে অনুরক্ত হ'য়ে নাম-ধ্যান করা যায় তাতেই অনুরক্তি বেড়ে যায় ৭০—৭১, আদিম আসক্তি, স্মরত বা Libido কী—এ যেন জীবের অস্তিত্বের একটা চুম্বক-অভিব্যক্তি—এর থেকে পর্য্যালোচনার ভিতর-দিয়ে আসে জ্ঞান—কি ক'রে নাম কোষগুলিকে সাড়াপ্রবণ করে—অনাহত নাদ ও জ্যোতিঃর অনুভব—মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি—ধ্যান-সমন্বিত জপই শ্রেষ্ঠ ৭১—৭৪, বহু আসক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠে আপ্রাণতাও আছে, সেটাকে কায়দা ক'রে ইষ্টে যুক্ত ক'রে নিলে মনন, চিন্তা, ধ্যান আসবে—তার সাথে কওয়া-করা জুড়ে নিয়ে জপের সঙ্গে চলতে পারলেই অফুরন্ত বৃদ্ধি চলবে—ইষ্টপ্রাণতা নাই অথচ সিদ্ধি চাই, তা' হয় না ৭৫—৭৭, বীজমন্ত্র হ'চ্ছে দ্রষ্টার প্রতীক—তাই প্রিয়পরমের সর্ব্বতোমুখী পরিপূরণী-শক্তি যে বীজমন্ত্রের অনুভূতির সহজাত, সেই মন্ত্রই জপ করতে হবে প্রিয়পরমের প্রতি অটুট টানের সঙ্গে ৭৭—৮২, শব্দ, জ্যোতিঃ, দর্শনগুলি হ'চ্ছে তারই মাপকাঠি, যাতে বোঝা যায় শরীর-নিহিত যন্ত্রগুলি কতখানি সাড়া-গ্রহণক্ষম বা দর্শনের উপযোগী হয়েছে ৮২—৮৩, এই জাতীয় দর্শনগুলি প্রথমে হঠাৎ মধ্যে-মধ্যে হ'তে-হ'তে ক্রমশঃ ঘন-ঘন হ'য়ে শেষটায় শরীর-বিধানকে যেন একটা স্থায়ী পরিবর্ত্তনের ভিতর নিয়ে যায় ৮৩, বিভিন্ন রকমের অনুভূতির পর্য্যায়ক্রমিকতার কথা ৮৩—৮৪, বোধ ও পর্য্যালোচনার ফলে যে জানা দাঁড়ায়, তাই অনুভূতি ৮৪, বিভূতি মানে বিশেষ ক'রে পর্য্যালোচনা, ব্যবহার ও অনুধাবনের ভেতর দিয়ে যে জানা দাঁড়ায় তাই, বিশেষরূপে পারদর্শী হওয়া—আর এই বিভূতি

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তি, ১৩৪২। প্রভাত-বায়ু শীতের শিহরণ-ভরা। শীতের কুণ্ঠা দূর করিয়া প্রভাত-অরুণ রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রার্থনান্তে আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের বাঁধের একপার্শ্বে অবস্থিত ছোট তাঁবুটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। আশ্রম-কর্ম্মিগণ উপাসনা শেষ করিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছে। তাঁবুটি আজ প্রভাতে অপেক্ষাকৃত জনবিরল—এরূপ প্রায়ই দেখা যায় না। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—মাঝে-মাঝে আলোচনাও চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। ভক্তি কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রেষ্ঠের উপর একটা নিরবচ্ছিন্ন ভাল-লাগার টানকেই ভক্তি বলে!*

---

* সা পরানুক্তিরীশ্বরে। —শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র ১।১।২

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥ —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৭১

সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ --ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ —শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১১-১২

এবংরূপা ধ্রুবানুস্মিতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে। —শ্রীরামানুজকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ১।৩
—'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রণেতা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীকৃত 'ভক্তিরসায়ন'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্ন। কী করলে ভগবানে ভক্তি হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তাঁকে ভালবাসি এমনতর ভাব রেখে মুখে ভালবাসার কথা বলা,—আর ভালবাসলে মানুষ সেই ভালবাসার বস্তুকে তৃপ্তি দেবার জন্য যেমন-যেমন যা-যা করে, শুধু তাই করলেই আপনিই ভক্তি ভেতর থেকে ক্রমে-ক্রমে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারা বের হবার মত বেরুতে থাকে। * আর, ঐ টান যার সাথে যুক্ত হয় তাকেই যোগ বলা যায়। † যোগী বললে আমি সাধারণতঃ বুঝে থাকি ভক্তিমান্ বা প্রেমী। ‡

প্রশ্ন। অন্তরে ভালবাসা নেই অথচ বাহিরে ভক্তি, ভালবাসা দেখাচ্ছে—কপটতা বা কৃত্রিমতা নয়-কি ?

---

*Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and even how dubious you may feel.

—William James

There is no better known or more generally useful precept * * * in one's personal self-discipline, than that which bids us pay primary attention to what we do and express and not to care too much for what we feel.

—William James—'Gospel of Relaxation'.

To wrestle with a bad feeling only pins our attention on it, and keeps it still fastened in the mind : whereas, if we act as if from some better feeling, the old bad feeling soon folds its tent like an Arab and silently steals away.

William James—'Talks to Teachers on Psychology'.

† যোগ কথাটা আসিয়াছে যুজ্ধাতু—যুক্ত হওয়া হইতে, তাই যোগ মানে attachment. পাতঞ্জলে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ যোগ বা attachment হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

‡ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। —গীতা ৬।৪৭

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। —গীতা ৮।১৪

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন। —গীতা ৬।২

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ বাইরে করা আর কওয়ার সাথে যদি ভাবার দরজাটাকে খুলে রাখা যায়, কৃত্রিমতার সাবাড় ওখান থেকেই।*

প্রশ্ন। কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, আপনি মুখে হরদম বলছেন আপনি তাঁকে ভালবাসেন, আর করছেনও তাই; এর সাথে-সাথে যদি আপনি ভাবতেও থাকেন তেমনতর কিংবা ঐ করা ও কওয়ার বিপরীত কিছু না ভাবেন, তাহ'লেই আস্তে-আস্তে দেখবেন, ভক্তি কেমন ক'রে গজিয়ে ওঠে—আর প্রত্যেক স্নায়ুতে-স্নায়ুতে বোধ করতে থাকবেন, কাউকে ভালবাসলে বুকখানা যেমন ক'রে ওঠে, ঠিক তেমনি হ'তে থাকবে; দেখবেন, আস্তে-আস্তে হয়তো প্রেমিক-পাগলও হ'য়ে উঠতে পারেন। †

প্রশ্ন। তাহ'লে কপট ভক্ত হই কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কওয়া আর করার মাঝখানে যদি কবাট প'ড়ে যায়, কিংবা করা আর ভাবার মাঝখানে যদি কবাট প'ড়ে যায়, ঐ পড়া-কবাটই আপনাকে কপট ক'রে তুলবে। ‡

প্রশ্ন। তাহ'লে যারা যা' নয় অথচ তার অভিনয় করতে পারে ভাল, তারাই তো ভক্ত হ'তে পারে?

---

* With devotion's visage, and pious action, we do sugar o'er the devil himself.

—Shakespeare

† Again, in order to feel kindly toward a person to whom we have been inimical, the only way is more or less deliberately to smile, to make sympathetic inquiries, and to force ourselves to say genial things. One hearty laugh together will bring enemies into a closer communion of heart than hours spent on both sides in inward wrestling with the mental demon of uncharitable feeling.

—William James

‡ I hope you have not been leading a double life, pretending to be wicked and being really good all the time. That would be hypocrisy.

—Oscar Wilde

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, তা' পারে বৈ-কি!—যদি ঐ কওয়া, করা আর ভাবার সাথে একতানতা থাকে। দেখুন, ছোটকালে একদিন শুনেছিলাম, এক বেশ্যা মা নাকি জয়দেবের বউ সাজতো। ঐ রকম থিয়েটার করতে-করতে একদিন তার কেমনতর হ'ল, সে ভগবান্-ভগবান্ ক'রে পাগল হ'য়ে উঠলো। রঙ্গমঞ্চের থিয়েটার সেই থেকে ফুরুলো—তুনিয়ামঞ্চের প্রান্তরে তার ভক্তি তাকে ভক্তির অভিনয়ে নিয়োজিত করলো। ক্রমে-ক্রমে সেও ভুলে গেল, সে কেমনতর ছিল; আর তার পারিপার্শ্বিক যা'-কিছু তার কথায়, প্রাণময়ী ব্যথায়, কাজে, সেবায় মুগ্ধ হ'য়ে তার চরিত্রের ওজস্বিনী-রসে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো। সে যে বেশ্যা ছিল প্রত্যেকে তা' জেনেও তার প্রতি আর তেমনতর ভাব আনতেই পারলে না। তার ইষ্ট তাকে হাত ধ'রে তুনিয়ার পরম-স্বর্গীয় ভোগের ভিতর-দিয়ে টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলেন। নরক নিভে গেল, স্বর্গ মুচকি হেসে তাকে আলিঙ্গন ক'রে তার সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে লাগলো। এমন কেন হ'ল, বোঝেন? কওয়া আর করা চলতে-চলতে ঐ ভাবের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। * অমনি সে আর তা' থাকলো না।

প্রশ্ন। এই রকম অভিনয় করতে-করতে লোকের পূজা পেয়ে, তার মন পূজা পাবার দিকে চ'লে গিয়ে আসল খেই হারাতে পারে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দূর শালা, পাগলা বেহুদ্দে নাকি! সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা রামের পিসী! যে ভালবাসে, সে কি আর ভাবে, আমি ভক্ত? † সে ভালবাসার কথাই কয়, ভালবাসলে যেমনতর করা

---

* From our acts and from our attitudes ceaseless inpouring currents of sensation come which help to determine from moment to moment what our inner states shall be. That is a fundamental law of psychology.

'Selected Papers on Philosophy'– William James

† Love never reasons, but profusely gives; gives, like a thoughtless prodigal its all and trembles then lest it has done too little.

—Hannah More

আসে তাই করে, আর তেমনিভাবে ভাবিত হয়। * লোকে বলে, সে ভক্ত। লোকে যা' বলবে সে তা' যদি নিজেকে নিজেই ব'লে ফ্যালে বা ভেবে ফ্যালে, তাহ'লে যার দরুন লোকে তাকে ভক্ত বলতো তার তো অপলাপ হবেই—তার তেমন করা-ভাবারও মিল থাকবে না। কায়দা ক'রে করতে গিয়ে অনেক বেফাঁস ক'রে ফেলবে। কারণ, সে তো মনে মনে ভাববে, লোকে তাকে কেমন ক'রে ভক্ত বলবে, তারই কায়দা-ফায়দা। কওয়া, করা, ভাবার ভিতরকার দরজা আপনা-আপনি প'ড়ে যাবে। আর এই পড়া-দরজা দেখে মানুষ টপ ক'রে ভাববে আর ব'লে ফেলবে—ক-প আর ট। তাহ'লেই দেখুন, কত তফাৎ হ'য়ে গেল। তাই, তার ভাগ্যে পূজার বদলে গোঁজাই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন। অনেকে ব'লে থাকেন, ভাব গোপন করলেই সেটা বেড়ে যায়,—আর যারা মুখে খুব বলে, তাদের ভেতরটা ফাঁকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ, তা' যায়,—যদি করা, কওয়া আর ভাবার ভেতর কোনও অবরোধ না রেখে কোনও একটা খুলে রাখা যায়। যেমন, কারও কওয়া কম, করা খুব বেশী হয়তো—কারও কওয়া-করা সমান—কারও করা কম, কওয়া বেশী। করা কম, কওয়া বেশী,—এটা কিন্তু বেশী

---

* ভক্তিকা মারগ ঝীনারে
নহিঁ অচাহ নহি চাহনা
চরনন লৌ লীনারে।
সাধনকে রস ধার মে
রহে নিস দিন ভীনারে।
রাগ মেঁ স্রত ঐ সে বসে
জৈসে জল মীনারে।

—কবীর

ভক্তির পথ অতি সূক্ষ্ম। তাহার চাওয়াও নাই, না-চাওয়াও নাই। তার ধ্যান সেই চরণে সম্পূর্ণ লীন। সাধনের রসধারায় সে নিশিদিন অভিষিক্ত। জলের মধ্যে যেমন মীন, তেমনি সে প্রেমের রাগে ডুবিয়া থাকে।

ভাল নয়কো। এতে মানুষের ভাব-সম্পদ গভীরতা লাভ করে না, তাই তারা ক্রমে বাস্তবতায় অনুপযুক্ত হ'য়ে ওঠে। আর কওয়া কম, করা বেশী,—এতে বরং ভাবের গভীরতা ঢের বেশী হ'তে পারে; কারণ, খুব ভাল ক'রে যা-ই করতে যাওয়া যায়, ভাবের সম্বেগও সেখানে তত লাগে। মোটের উপর, সাধারণতঃ করা, কওয়া ও ভাবার একতানতাই ভাল। এতে কোন-কিছু চাপা প'ড়ে নিভে যাওয়ার ভয় কম।

প্রশ্ন। ভক্তিমার্গে যদি বিপদ না থাকতো, তাহ'লে দেশে এত কপট ভক্তের ছড়াছড়ি কেন? আর, সেই কপট ভক্তির অনুসরণই তো আমাদের দেশে ধর্ম ব'লে আখ্যাত।

শ্রীশ্রীঠাকুর। লেখা নেই, পড়া নেই, ছিরু বিশ্বাস নাম। এক গাঁয়ে ছিরু বিশ্বাস নামে একজন হাকিম হয়েছিল। অনেকে দেখলে, ছিরু বিশ্বাসের জবর ক্ষমতা! সে মানুষকে জেলে দেয়, জরিমানা করে; তাকে দেখলেই লোকজন সেলাম দেয়। গাঁয়ের একজন যুবক ভাবলে, আমিও যে-মানুষ, ছিরু বিশ্বাসও তো তাই। ছিরু বিশ্বাসের এত বড় ক্ষমতা হ'ল, আর আমাকে কেউ কেয়ারই করে না! এ নিশ্চয়ই ছিরু বিশ্বাস নামেরই ক্ষমতা!

এই ভেবে সে ভাবলে, এতদিনে ঠিক ধরতে পেরেছি,—নতুবা সব শালা আমর মত, ছিরু বিশ্বাসের এত পদবী কেন? আমার মা-বাবা বেকুব—আমার নাম যদি ছিরু বিশ্বাস রাখতো তবে এমনতর দুঃখ-দুর্দ্দশায় প'ড়ে থাকতে হ'ত না। কত শালা আমাকেও ঐ ছিরু বিশ্বাসের মত সম্মান করতো! এত সব আপসোসের কথা ভেবে সে ঠিক করলে—যাক, মা-বাপ যা' করেছে তা' করেছেই; আমি আমার নামটাকে বদলে আজ থেকে ছিরু বিশ্বাস রাখবো। এই, তাহ'লেই ছিরু বিশ্বাস যেমন করে, তেমনি করতে পারবো। আমার ভেতরে কত শক্তি আছে দেখাবো। এই ব'লে বেকুব বেটা আরম্ভ করলে হাম্বি-তাম্বি, মার-ধর ইত্যাদি! পাড়ার লোকে থানায় খবর দিলে, দারোগা এল, পোঁদে চাবুক মারতে

লাগলো আর দারোগা বলতে লাগলো—ব্যাটা! লেখা নেই, পড়া নেই, ছিরু বিশ্বাস নাম। এখন তার আক্কেল হ'ল—লেখাপড়া না শিখে ছিরু বিশ্বাস হওয়া যায় না। *

তাই যখন ভক্তের সমৃদ্ধি দেখে তার লোভ সামলাতে না পেরে সোজা লাভের আশায়-আশায়, যা' ক'রে ভক্ত হয় তা না-ক'রে ভক্ত কবুলিয়ে নিজের প্রত্যাশাকে পূরণ করতে অধীর হ'য়ে ওঠে, তখনই ঐ দুর্দ্দশা এসে হাজির হয়—আর তাদের মুখের ধর্ম্মও অমনতর বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠে। † সোজা ভক্ত হওয়া বরং ঢের সোজা, কেরদানি ক'রে ভক্ত সাজার চাইতে। ‡ সেইজন্য তার ফল—দুর্দ্দশাও অত্যন্ত কঠিন।

প্রশ্ন। ভগবান্ বলতে কী বুঝবো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি যা'-কিছু—এক-কথায়, এ জগতের যা'-কিছু যাঁর প্রতীক বা প্রকৃতি,—তাঁকেই ভগবান্ বলা হ'য়ে থাকে।[১]

---

* If we cry like children, for the moon, like children we must cry on.
—Burke

Ability involves responsibility ; power, to its last particle, is duty.
—A. Maclaren

† A bad man is worse when he pretends to be a saint. —Bacon

Satan is the first man that practised falsehood under saintly show.
—Milton

‡ It is much easier, safer, and pleasanter to be the thing which a man aims to appear, than to keep up the appearance of what he is not.
—Cecil

১ ভগবান্—ভগ+বৎ (স্ত্য)=ভগবৎ ১মা ১ব।
ভগ=ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীর্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা।

প্রশ্ন। তাহ'লে যে বলা হয়—ভগবান্ রামচন্দ্র, ভগবান্ মনু, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান্ বুদ্ধ ইত্যাদি—এ-কথার মানে কী? এঁরা কি ভগবান্?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' কেন হবে না! যাঁদের, দুনিয়ার প্রত্যেকের মনন দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, অভিনিবেশ-সহকারে পরিদর্শনের অনুভব দ্বারা একাত্মবোধ, ধারণায় প্রতিষ্ঠালাভ হ'য়ে চালচলন, কথাবার্ত্তা, ব্যবহার, সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্য ইত্যাদি কর্ম্ম-প্রেরণা তদ্রূপ সহজ হ'য়ে উঠেছে, সেখানেই ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, সৌভাগ্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদিও সহজ জীবনে স্বাভাবিকভাবে মূর্ত্তিলাভ ক'রে দাঁড়িয়েছে; তাহ'লে তেমনতর জায়গায় তাঁকে ভগবান্ বললে তবে কি ভগবানত্বের অপলাপ করা হয়? *

প্রশ্ন। সাধারণতঃ আমরা ভগবান্ বলতে—বিশ্বের বা চারিদিকে যা'-কিছু দেখছি তার যিনি স্রষ্টা—তাঁকে তো বুঝে থাকি।

---

* নিরাকার কী আরসী, সাধোহী কী দেহ
লখা যো চাহৈ অলখ কো, তো ইন্‌হী মে' লখিলেহ।

—কবীর

If I should have a man who could detect the one in many, I would follow him as a God.

—Plato

The incarnation is a particular manifestation of Infinite Being on the plane of matter and the demonstration of the divine as essentially personal.

—Swedenborg

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ —গীতা ৯।১১

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।

A genuine self is constituted only by the coming to life of the infinite spiritual world in an independent concentration in the individual.

—Eucken's "Philosophy of Life"

Man does not merely enter into some kind of relation with the spiritual life, but finds its own being in it.

—Eucken's "Philosophy of Life"

শ্রীশ্রীঠাকুর। তিনি যদি নিজেকে প্রত্যেক যা'-কিছুতে সৃষ্টি ক'রে তাতেই সম্যগ্ভাবে অনুপ্রবিষ্ট থেকে থাকেন, * তাহ'লে অমনতর যিনি মানুষ-ভগবান্ তাতে তো আমরা আরো বোধ করতে পারি এমনতরভাবেই প্রকট আছেন। তবেই আমরা যদি সেই পরম-স্রষ্টাকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁকে অনুসরণ করি, তবে অতি সহজেই তাঁর ভেতরেই দেখতে পাব তাঁকে—আর এখন যা' দেখতে পাচ্ছি না এমনতর যা' তাঁকে ছাপিয়ে আরো তার যা'-কিছু আছে। † কারণ, তিনি আমাদের মস্তিষ্কে তাঁর চরিত্রগত সাড়াগুলি সংঘাত দিতে-দিতে এমনতরভাবে উত্তেজিত ক'রে তুলবেন, যাতে সে-বোধগুলি আমাদের মাথার ভূয়ো অনুসরণের ফলে গজিয়ে উঠে আরোতরভাবে বোধ করতে পারবো ; কেননা, তাঁর উদ্ভব যেখান থেকে যেমন-ক'রে, আমাদের প্রত্যেকের উদ্ভবও সেখান থেকে তেমন-ক'রে। তাঁতে আমাতে তফাৎ—তিনি মুখর-সাড়াপ্রবণ, আর আমরা তাঁর হিসাবে মূক-সাড়াপ্রবণ। ‡

---

* তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। —তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ২।৬।৬

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। —ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

তজ্জলান—তজ্জ, তল্ল,তদন—তাহা হইতে জাত, তাহাতে অবস্থিত, তাহাতেই লীন।

যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ
সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি। —বৃহদারণ্যক ২।১।২০

The first cause causes everything equal to himself

—Dionysius

† যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ —গীতা ১৫।১৮

‡ বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥ —গীতা ৪।৫

The vibration of light everywhere in this room. Why cannot we see it everywhere? You have to see it only in that lamp. God is an omnipresent Principle,—everywhere: but we are so constituted at present

প্রশ্ন। কিন্তু যা'-কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার স্রষ্টা তো মানুষ-ভগবান্‌কে কিছুতেই বলা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁকে যেমন-ক'রে যে-বিধিতে পর্য্যবসিত হ'য়ে এই বিশ্ব-দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেক ভাবে মূর্ত্ত হ'তে হয়েছে, প্রতিপ্রত্যেকের ভেতরেই আমান তিনিরই অমনতরভাবে থাকতে হয়েছে। তাহ'লেই সব প্রত্যেকের ভেতরেই তাঁর আমান ঐশ্বর্য্য নিয়ে যেমন ক'রে যেইরূপে থাকতে হয় তেমনি ক'রে তিনি সেখানে আছেনই। * যারই, বিশেষতঃ মানুষের মস্তিষ্কের সাড়াপ্রবণতা যতই যেমনি মুখর হ'য়ে ফুটে ওঠে, তখনই তেমনি দেখতে পাওয়া যায়,—যাঁর সংঘাতে সেই সাড়াপ্রবণতা যেমন ক'রে মুখর হ'য়ে উঠেছে, তার কাছে তিনিই সে-ই মূর্ত্ত এবং তাঁকে ছাপিয়ে যা'-কিছু তাঁর, তা' সব নিয়ে—সেই পরম-কারুণিক পরমেশ্বর যিনি যা'-কিছু সব হ'য়ে অগোচরের গোচরীভূত অবস্থায় তারই সম্মুখে। †

---

that we can see Him, feel Him, only in and through a human God. And when these great Lights come, then man realises God. And they come in a different way from what we come, we come as beggars; they come as Emperors, we come here like orphans, as people who have lost their way, and do not know it.

—Swami Vivekananda

* নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। —বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯

যস্মাৎ পরং নাপরম্ অস্তি কিঞ্চিৎ। —শ্বেত ৩।৯

মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিন্নান্যদস্তি ধনঞ্জয়। —গীতা ৭।৭

অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ। —ছান্দোগ্য ৬।৩।৩

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি। —ভাগবত ৩।২৯।৩৪

এই সকল ভূতকে বহুমান-সহকারে মনের সহিত প্রণাম করিবে। ভগবান্ ঈশ্বরই অংশের দ্বারা জীবরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন। —গীতা ১৫।৭

† অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। —গীতা ১০।৪২

সত্যিকার সরল অনুসরণের পাল্লা অভিনিবেশ ক্ষুরধার-ভুয়োদর্শনের ভেতর-দিয়ে ঐ অমনতর জানাকে অবলীলাক্রমে হাজির ক'রে দেয়, মানুষের বোধের ঐশ্বর্য্যকে বাড়িয়ে দেয়। *

প্রশ্ন। যার এরূপ সাড়াপ্রবণতা যাঁর সংস্পর্শে হয়, তিনি না-হয় তার ভগবান্ হ'লেন, কিন্তু সকলের ভগবান্ তো একজন আছেন যিনি সবার যা'-কিছু সৃষ্টি করেছেন ? তিনি তো এ ভগবান্ নন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা'-কিছু সব তার প্রতিপ্রত্যেকটি কারও কিছু বাদ দিয়ে কি তিনি আছেন ? যদি তা' না-ই থেকে থাকেন, তাহ'লে মানুষের তাঁকে জানার একমাত্র সম্বলই হ'লেন তিনি, যিনি তাঁকে অমনতরভাবে জেনেছেন ; কারণ, যা' মানুষের সাড়ার ভেতর-দিয়ে বোধগোচর হয় না, মানুষ তার কল্পনাও করতে জানে না বা পারে না। তাহ'লেই তাঁকে বোধ করতে হ'লে, এমনতর কিছু বা কাউকে চাই, যা' নাকি সাড়া দিয়ে আমাদের বোধশক্তিকে এমনতর উন্নত করতে পারে, যা'-হ'তে তৎসম্বন্ধীয় জানা আমাদের সাড়াগ্রহণ-ক্ষমতার ভেতর-দিয়ে বোধগোচর হয়। †

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ। —গীতা ৯।৪

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। —ঈশোপনিষৎ ৫

* মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। —গীতা ১৪।২৬

সর্ব্ব কর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্। —গীতা ১৮।৫৬

† I am the way, the truth and the life : no man cometh unto the Father, but by me.

If ye had known me, ye should have known my father also.

—St. John's Gospel, Ch. 14, Versa 6/7

I and my Father are one.

—St. John, Ch. 10, V. 30

আমরা শালারা যতই লাফালাফি করি না কেন, তর্কের কিলাকিলি করি না কেন, বক্তৃতার বহরের বিকট ঘর্ষণে আগুন জ্বালিয়ে দিই না কেন, ঐ তিনি ছাড়া আর কিছুতেই ঐ বোধ আমাদের আয়ত্তে আসবে না। তাহলেই ঐ যিনি তাঁকে অমনতরভাবে জেনেছেন, যাঁর জানার দর্শনের পাল্লায় তিনি ধরা পড়েছেন, ঐ তিনি যা' বলেন তাছাড়া আমাদের অন্যগতি আর কোথায়—তাঁকে জানতে হ'লে? * তবেই দুনিয়ার তাঁকে যারা জানতে চান তাঁর ভেতর-দিয়েই জানতে হবে। তখন তাঁর ভগবান্ পাওয়া যেমন ক'রে ঘটেছে, অনুসরণে অন্যেরও তেমন ক'রেই ঘটাতে হবে; তখন সবাই টের পাবে—সে-ভগবান্ সকলেরই, না কেবল তারই!

তাই নাকি পাতঞ্জল দর্শনের ভেতরে আছে "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নন্ ব'লে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-দিগেরও গুরু। ভগবান্ যীশু নাকি বলেছেন, "I am before Abraham was." তবে ঐ মানুষ চিরকালই সেই থেকে যান—যদিও অবস্থার ভেতর-দিয়ে, সময়ের ভেতর-দিয়ে, নানারকমে তারই প্রকট হ'তে পারে। যার দর্শনের পাল্লা অমনতরভাবে খুলে গিয়েছে সে কিন্তু পরিষ্কারই দেখতে পায়, এই তিনিই পূর্ব্বের সেই তিনিই—আমান যদিও, তথাপি আরও। আরও—এই হিসেবে, যে-সময় যেমন ছিলেন তা' থেকে এ-সময়ে যে-অবস্থার যেমনতর প্রয়োজন হয়েছে তা'-সমেত। †

---

* Jesus said unto them, 'If God were your father, ye would love me; for I proceeded forth and came from God.' —St. John, Ch. 8, V. 42

I am the door, by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. —St. John, Ch. 14, V. 9

† যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —গীতা ৪।৭।৮

'I come to fulfil, not to destroy.' —Bible

প্রশ্ন। তবে কি ভগবান্ রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ এমনি ক'রে সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বভূতে বিরাজমান ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই ! দেশলাই-এর কাঠির আগুন কি দুনিয়া ছারখার ক'রে দিতে পারে না—দুনিয়া অগ্নিময় ক'রে দিতে পারে না ?

প্রশ্ন। তাহ'লে দর্শনশাস্ত্রে যে-ভগবান্ নিয়ে আমরা তর্ক-আলোচনা ক'রে দাঁড় করাই, তার স্থান কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই তো ! হাওয়ার নাড়ু কোথায় দাঁড়ায় ! যা' ইন্দ্রিয়গোচর, যা' তার ভেতর-দিয়ে বোধ ও অনুভবের ইয়াদে এসে দুনিয়া ছাপিয়ে পড়ে না—গোচর-অগোচর সব নিয়ে—তাকে রাখা যায় কোথায় ? আমারও তো সেই ভাবনা ! *

---

* Hence, for me, the Absolute is a meaningless diagram, a superfluous complication of thought. Since the mind wholly cut off from contact with external reality, has no reason to suppose that such a reality exists, except in its own ideas. Every effort made by philosophy to go forth in search of it, is merely the metaphysical squirrel running round the conceptual cage.

—E. Underhill

How then may we know this Life, this creative and original soul of things, in which we are bathed ? Not by any intellectual means. The mind which thinks it knows Reality because it has made a diagram of Reality, is merely the dupe of its own categories.

—Bergson

If any one fear that in insisting so strongly that behaviour is the aim and end of every sound philosophy I have curtailed the dignity and scope of speculative function in us, I can only reply that in this ascertainment of the character of Being lies an almost infinite speculative task. Let the voluminous considerations by which all modern thought converges toward idealistic or parapsychic conclusions speak for me. Let the pages of a Hodgson, of a Lotze, of a Renouvier, reply whether within the limits drawn

প্রশ্ন। দেশে তো এইরূপ ভগবানের ধারণার প্লাবনই ব'য়ে যাচ্ছে! ভগবান্ বলতেই তো নিগু'ণ, নির্ব্বিকার, নিরুপাধিক ব'লে বুঝে থাকে!

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্লাবনের চোটে বিধ্বস্ততার একশেষ, স্নায়ুতন্ত্রী তো অসাড়, মাংসপেশীগুলি শুকিয়ে কাঠ হবার যোগাড়, মস্তিষ্ক তো হতভম্ব,

....

by purely empirical theism the speculative faculty finds not, and shall not always find, enough to do. But do it little or much, its place in a philosophy is always the same, and is set by the structural form of the mind. Philosophies, whether expressed in sonnets or systems, all must wear this form. The thinker starts from some experience of the practical world, and asks its meaning. He launchers himself upon the speculative sea, and makes a voyage long or short. He ascends into the empyrean, and communes with the eternal essences. But whatever his achievements and discoveries be while gone, the utmost result they can issue in is some new practical maxim or resolve or the denial of some old one, with which inevitably he is sooner or later washed ashore on the terra firma of concrete life again. —William James

এক নিগু'ণ ব্রহ্ম বেশ বুঝতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ-বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি। ঐ সকল ব্যক্তিবিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় তো বেশ বুঝতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না। —স্বামী বিবেকানন্দ

By what title is it that every would be universal formula, every system of philosophy which rears its head, receives the inevitable critical volley from one half of mankind, and falls to the rear, to become at the very best the creed of some partial sect? Either it has dropped out of its net some of our impressions of sense,—what we call the facts of nature—or it has left the theoretic and defining department with a lot of inconsistencies and unmediated transitions on its hands; or else, finally, it has left some one or more of our fundamental active and emotional powers with no object outside of themselves to react-on or to live for. Any one of these defects is fatal to its complete success.

—Reflex Action & Theism

ভেবে-চিন্তে হাত দিয়ে কিছু ক'রে পেটে দুটো অন্ন দেওয়ার কর্ম্মও তো এক রকম পাছবেড়ায় ঠেকেছে। বৃত্তিগুলি আমাদের প্রত্যেকের মাথায় শ্মশানে ভূতের নাচন নাচার মতন নাচছে। মানুষের অস্তিত্বের তো হাল-সে-বেহাল! আমি বলি, আরে শালা ভোজপুরী ষাঁড়, যাদের পরমপ্রিয় ভগবান্ শুধু আকাশেই মিলিয়ে থাকেন, তাদের বৃত্তিগুলি ভূতুড়ে প্লাবনে, বিচ্ছিন্ন নাচনে, বেহদ্দ কাঁদনে, নাকি-সুরে বেকুব মুদ্দতে চলবে না তো কি! * তাদের ঝুঁটি ধ'রে বেতিয়ে স্বার্থপুষ্টি করার ক্ষমতা তো আর কারও নেই—এমনি মানুষ-মূর্ত নারায়ণ ছাড়া। যদি সেই নারায়ণে আমাদের আসক্তি অপরিসীম তরতরে হ'য়ে তাঁকে আগলে ধরে, তবেই আমাদের জীবন ও বৃদ্ধি অবাধ ও অক্ষুণ্ণ হ'তে পারে; অস্তিত্ব চলতে পারে একটা বিরাট অনন্ত গতির পথ নিয়ে—চেতনা ও স্মৃতির সম্পদ-সহকারে। নইলে এই অস্তিত্বকে পোষণ করবে কে? এ তো শুকিয়ে মরবেই। বৃত্তিগুলো তাকে খাবে, আর পারিপার্শ্বিকে যেখানে যা-কিছু পাবে তাতে আবিষ্ট হ'য়ে সাবাড় করবে। † ভগবান্‌কে নির্গুণ ক'রে খাড়া করেছে তার গুণশালিত্বটুকুর অবহেলা ক'রে—ঐ শালার বৃত্তিভূতে-ধরা বেকুব মানুষেরা! বৃত্তি তো কা'কেও অনুসরণ করতে চায় না। তাদের বুদ্ধি তারা যাতে পুষ্ট হয়, যেমন-ক'রেই হোক, সেই ইন্ধন যোগাড় করা; অথচ মানুষের অস্তিত্বে চায় বড় অস্তিত্ব ধ'রে বড় হ'তে—তাই মানুষের ভেতর ভগবান্ পাবার ক্ষুধা। সে-ক্ষুধাকে তো আর অবহেলা করতে পারে না। তাই ঐ-রকম শুধু নিরাকার, নির্গুণ, আপনারা Absolute না কি

---

* Beware of the man whose God is in the skies. —G. B. Shaw

† নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ —গীতা ২।৬৬-৬৭

ক'ন—ইত্যাদির একটা বেপরোয়া ভড়ং দিয়ে নিজেদের যদৃচ্ছা স্বাধীনতা বজায় রেখে তাদের আত্মপুষ্টির খামখেয়ালি চলনে চলছে।

ওরে, তাতে অস্তিত্বের পেট ভরে কোথায়! যা' হবার তাই হয়। এমনতর চললে যা' হচ্ছে তা' হবেই, আর এ-হওয়া পরেও চ'লে একটা বিরাট বে-হওয়ায় সব সাবাড় ক'রে ফেলবে।

যা' ভাল বোঝ বাপু, তাই কর। আমরা গুণের ভিতর ডুবে আছি, গুণ নেই যা', তা' আমরা এখনও বুঝতে পারি না। আর, গুণ ধ'রে যদি গুণের পারে যাওয়া সম্ভব হয় তাই আমাদের পক্ষে সম্ভব—কেমন তা' নয়-কি? *

---

* যদি আমরা আর কোনরূপে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা কিম্ভূত-কিমাকার জীব গঠন করিয়া ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর বলিয়া মনে করি। গল্প আছে---এক আনাড়ি শিব গড়তে অনেক চেষ্টা করিয়া একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ ভগবান্‌কে নির্গুণ পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাবিতে যাই, তখনই সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়া থাকি। *** যাই বল না কেন, যতই চেষ্টা কর না কেন, ভগবান্‌কে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পার না। ঈশ্বর সম্বন্ধে—জগতের সকল বস্তুর সম্বন্ধে, খুব যুক্তিতর্ক-সমন্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, আর ভগবানের এই সকল মনুষ্য-অবতারের কথা সব ভ্রমাত্মক ইহা এমনভাবে প্রমাণ করিতে পার, যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয়; কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এইরূপ অদ্ভুত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা কি লব্ধ হয়? কিছুই নয়—শূন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বর মাত্র। এখন হইতে যদি কোন লোক এইরূপ অবতার-পূজার বিরুদ্ধে মহা যুক্তিতর্কের সহিত বক্তৃতা করিতেছেন দেখ, তবে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা কর, ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কী? সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বব্যাপিতা ও এতদ্বিধ শব্দে কি বোঝায়, তাহা তিনি ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বোঝেন? এ সকল শব্দের দ্বারা তাঁর মনে কোন ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থস্বরূপে এমন কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না, যাহাতে তাঁহার মানবীয় প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। এই বিষয়ে রাস্তার যে লোকটি একখানা পুঁথিও পড়ে নাই, তাহার সহিত ইঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। তবে সে লোকটা শান্তপ্রকৃতি, জগতে শান্তিভঙ্গ করে না; আর এই লম্বা-চওড়া বাক্য-ব্যয়কারী ব্যক্তি সমাজে অশান্তি ও দুঃখ আনয়ন করে। *** তাহার প্রতি কঠোরতার ভাষা প্রয়োগ না করিলে তাহাকে প্রলাপভাষী বলিতে হয়। তাহার ধর্ম্ম বিকৃতমস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কহীনগণেরই উপযুক্ত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রশ্ন। তা' তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি যে জীবন, যশ ও বৃদ্ধির কথা বলছেন, এ ভোগবাদ কি এ-দেশকে জাহান্নমে দেবে না? ভারতের চিরন্তন মায়াবাদ, ত্যাগবাদ তো ঐ দারিদ্র্যকে সম্পদ্ ব'লেই জানে—যার বিরুদ্ধে আপনি বলছেন। সেদিনও জাপানের আচার্য্য নোগুচি, ভারতের আধ্যাত্মিকতার প্রধান সম্পদ্ যে দারিদ্র্য—তার এত প্রশংসা ক'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-কোন বাদই হোক না কেন, গোড়ার মতলবই হচ্ছে ঐ কথা—ঐ জীবন, যশ ও বৃদ্ধি। * তুই শালা যদি নাই বাঁচলি, তোর বাদ-ফাদ

যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ 'তুমি' (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুনচো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি মা, আমি ছেলে; এ বোধ থাকবে। এই ভেদবোধ—আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মান্‌তে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর 'আমি' রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর, 'আমি' আর যায় না। আর তিনি ব্যক্ত হয়ে দেখা দেন। তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ ভেদবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ

* It is primarily an unselfing. The first birth of the individual is into his own little world. He is controlled by the deep-seated instincts of self-preservation and self-enlargement. The universe is organized around his own personality as a centre. Conversion, then is the large world-consciousness now pressing in on the individual consciousness. Often it breaks in suddenly and becomes a great new revelation. The person emerges from a smaller limited world of existence into a larger world of being..

'The Psychology of Religion'—Sturbuck

Creation, activity, movement is the essential quality of the real—is the Real; and life is an eternal becoming, a ceaseless changefulness.

—S. Alexender in 'Space, Time and Deity'

So far as man belongs to nature, his conduct is determined solely by the impulse to self-preservation, every movement must either directly

দিয়ে কি হবে ? বাঁচতে হলেই যা' যা' করলে বাঁচতে পারা যায় তাই করতে হয়। ক'রে বাঁচাটাকে রক্ষা করতেই হবে, তাকে পালন করতেই হবে—না-বাঁচার কাণ্ড কেরামতি ক'রে তুই কিছুতেই বাঁচতে পারবি নে। তাহ'লে বাঁচার ভিতর কী আছে বুঝে দেখ,—আছে চেতনা। * চেতনা কী বুঝিস্ তো ? সাড়া নেওয়া আর দেওয়ার ক্ষমতা। † আর দুনিয়ার প্রত্যেকের থেকে

---

or indirectly tend to the welfare of the individual. ......This by no means indicates a distinct separation of man from his environment. For even the mechanism of nature closely unites that which happens to the individual with that which happens around him ; the individual can progress only in so far as he is united with others ; he cannot advance his own well-being without advancing that of others.

—Rudolf Eucken

* I regard consciousness as fundamental, I regard matter as derivative from consciousness, we cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we postulate as existing requires consciousness.

—Prof. Plank

In an interview with J. W. N. Sullivan, Observer, 25th Jan. 1931.

† Consciousness springs out of the reaction and relation of the two. A self can become conscious of itself only in so far as it is limited, resisted, acted by a not-self, external to itself.

'Psychology'—H. Stephen

In the west it is to Schopenhaur that we primarily owe the conception of existence as being by its very nature a process of struggle and endeavour. Shaw and Butler regard struggle and endeavour as the means by which development is achieved and represent effort at one level of emergence as preparing the way for jump to higher.

The aspect of the universe depends on the constitution of the sense and on their degree of sensitiveness......Thus, the quality of an individual partly depends on that of his surface For the brain is moulded by the continual message it receives from the outer world.

'Man the Unknown'—Alexis Carrel

যেমনতর সাড়া পাস্ তোর বোধ হয় তেমনতর, তোর ভাবও হয় তেমনতর, আর টের পাস্ কেমনতর হ'য়ে চললে কী কায়দায়, ঐ যেগুলি সাড়া দিচ্ছে তোকে, তাদিগকে কাবেজে নিয়ে এসে পালন, রক্ষণ বা পোষণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারিস্ *—এক কথায় তোর কর্ম্ম চলে তেমনতরভাবে, যা' ক'রে নাকি তাদিগকে কায়দায় নিয়ে এসে তোর পালন ও পোষণের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারিস্। আর যা' দিয়ে এই পালন ও পোষণ হয় মানুষের, তাকেই সহজ কথায় বলে উপভোগ।

আর দেখ্, তোর ভেতর যে সাড়া-প্রবণতা আছে তাকে চেতিয়ে তোলার কর্ত্তাই হচ্ছে তোর চারদিক্ ব্যেপে যা'-কিছু দেখছিস সেই পারিপার্শ্বিক ; কারণ, তোর চারিদিক ব্যেপে ঐ পারিপার্শ্বিক যদি না-ই থাকতো, তোর চেতনা-জগৎই থাকতো না ; আর চেতনা থাকলেও তা জাগাবার প্রয়োজনই থাকতো না। † তুই আবার তোর পারিপার্শ্বিককে যেমনতরভাবে চেতিয়ে তুলবি, পারিপার্শ্বিকও

* স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্যই সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজন-হিতায় ভিন্ন অধিকাংশ কার্য্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্য্যন্তও অসম্ভব।

—বর্ত্তমান ভারত

† A consideration of these facts leads to the conclusion that all character are dependent upon the action of the environment upon some intrinsic properties of the cells, which properties are derived from fertilised ovum. 'Evolution & Heredity' by C. E. Walker, D.SC., M.R.C.P., L.R.C.P.

Unimpeded growth in the individual depends upon many contacts with other people, which must be of the nature of free co-operation.

'Principles of Social Reconstruction'—Bertrand Russel

The proper unit for biological investigation is not the living organism at all, but the organism plus its environment. The conception of life embraces the environment of an organism, as well as what is within the body.

—Prof. Haldane

Lecture delivered in Dublin University. 1930

তোকে তদনুরূপ সাড়া দিয়ে চেতিয়ে তুলবে। কারণ, তুই তো তোর পারি-পার্শ্বিকের একটা পারিপার্শ্বিক। বুঝলি তো?

তাহ'লেই দেখ্, এই পারিপার্শ্বিককে সেবার দ্বারা যেমনতর উন্নত ক'রে বাড়িয়ে তুলতে পারবি—পারিপার্শ্বিকের এ বাড়িয়ে-তোলা বা উন্নতির নিজে তুই যতই স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারবি, চারিদিকের পারিপার্শ্বিকের তখন একমাত্র স্বার্থই হ'য়ে উঠবে তোকে বাড়িয়ে তোলা। কারণ, তুই যদি না বাড়িস্, তাদের এই জীবনে বাড়াই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে! তা নয়? বুঝলি তো শালার পাগল? তাই, তুই এমনি ক'রে সেবায় তাদের বড় করতে-করতে যত তাদের অন্তঃকরণে চারিয়ে যেতে পারবি, তাদের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারবি,—ততই তোর হবে ব্যাপ্তি তাদের প্রত্যেকের ভেতর।* এই এমনতর ব্যাপ্তিকেই সোজা কথায় মানুষ যশ ব'লে থাকে। আবার দেখ্, এ-সেবায় ব্যাপ্ত হ'তে গেলেই, তাদিগকে উন্নত করতে গেলেই তাদের আনাচে-কানাচে কী অভাব আছে, জীবনকে অটুট করতে গেলে তার অন্তরায়গুলি কী আছে, তা' কি ক'রে নিরাকরণ করা যায়—তা তোকে ভাবতে হবে, ঢুঁড়তে হবে, বার করতে হবে, বাস্তবে পরিণত ক'রে তাদিগকে পরিবেষণ করতে হবে। তবেই তো তারা জীবনে অমনতরভাবে অটুট হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারবে! তা নয়? বুঝলি তো? শোন্ তাহ'লে—তাহ'লেই এমনতরভাবে যা তুই অর্জ্জন করবি, সেইগুলি হবে তোর পাওয়া—তার বা

In the first place, living organism exhibit what can only be represented as an innerdrive to reach their appropriate from and structure and when it is reached to maintain it. In the second, they exhibit a similar drive to reach and maintain the environment appropriate to their proper functioning.

—Guide to Modern Thought

* Ropper says a man's fame can be measured by the number of hearts who revere his memory, by the number of lips who has mentioned and still mention him with honour.

সেগুলির মনিব হ'য়ে উঠবি। মনিব কথা, ঈশ্বর কথা—এক কথা, তা বুঝিস্ তো? * কারণ যা' পেলি তুই অমনতর ক'রে, তার উপর রইল, তোর বেপরোয়া আধিপত্য ; কারণ, সেগুলির সম্বন্ধে তোর জানা এমনতর রইল, তুই সেগুলিকে যেমন ইচ্ছা তেমনি করতে পারিস্। আর অমনতর ক'রে সেবার আপ্রাণতার ভেতর-দিয়ে বাঁচার বেদম দমে তুই বহু বিষয়ে অনবরত বাড়তে লাগলি। আর এমনতর ক'রে বাড়াকেই সাধারণতঃ বৃদ্ধি বলে।

তবে দেখ্ শালা নেলাক্ষেপা, জীবন, যশ ও বৃদ্ধির গোড়ার খবর কী! তাহ'লেই বোঝ্, আমি যা' বলছি, এগুলি ভোগবাদ, না কী বাদ। তুই কি জানিস্ কখনও—মারবার জন্য কখনও কোন ধর্ম্ম তৈরী হয়েছে এ পর্য্যন্ত? মৃত্যুই তার প্রার্থনীয়, প্রতিপাদ্য? ধর্ম্মই হচ্ছে তা-ই, যাতে নাকি অর্থাৎ যা' করলে নাকি বাঁচা আর বৃদ্ধি পাওয়াটাকে অটুটভাবে ধ'রে রাখে। † বরং এ হ'তে পারে, মানুষ তেমন মরণ মরতে এখনই রাজি, যদি এমনতর কোন জ্যান্ত হদিস পায় যাতে নাকি—মানে, যে মরণে সে এমনতরভাবে স্মৃতি ও চেতনা নিয়ে, ঐ স্মৃতি-চেতনার উপভোগে অটুট, অবাধ, অবিরলভাবে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারবে। মরণের ভেতর কোথায়ও দেখেছিস্ দারিদ্র্য বা বড়লোকগিরি

---

* ঈশ্ (আধিপত্য করা) + কর্ত্তরি বর প্রত্যয় (শীলার্থে) করিয়া হইয়াছে ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি আধিপত্য করেন।

† ধৃ ধাতু (ধারণ করা, পোষণ করা) + কর্ত্তরি মন্ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে ধর্ম্ম অর্থাৎ যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে।

※ ধর্ম্মে বর্দ্ধতি বর্দ্ধন্তি সর্ব্বভূতানি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হীয়ন্তে তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥

—ভীষ্মবাক্য। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৮৮।১৭

শ্রীমৎ আচার্য্য শঙ্কর গীতা-ভাষ্যের মুখবন্ধে ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন -

"জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-হেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ জগতের স্থিতিকারণ, প্রাণিগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (মঙ্গলদায়ক) যাহা তাহাই ধর্ম্ম।

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

- বৈশেষিক দর্শন ১।১।২ সূত্র

কিছু আছে? দরিদ্রতায় যদি এই জীবন, যশ ও বৃদ্ধি অটুট ও অবিরলভাবে পোষণ লাভ করে, তবে তো তা' চাইবেই মানুষ—আর সেই তো হচ্ছে আদত বড়লোকগিরি! কষ্ট তো সেখানেই, যাতে নাকি মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অপলাপ হচ্ছে, তার উপায় থাকা সত্ত্বেও আঁকড়ে ধরতে পারছে না তারই হিংসায়; কারণ, জীবনের চেষ্টা বাঁচা আর পোষণ পাবার অন্তরায়গুলিকে হনন করা, সাবাড় করা; আর, তাই ক'রে অবাধ জীবন ও তার পোষণ লাভ করা। তাহ'লেই দেখ্ এ আর্য্যদের ধর্ম্মের ভেতর কী সম্পদ্ ছিল! সেটা দরিদ্রতা, না অঢেল জীবন, যশ ও বৃদ্ধির প্রতুলতা! তাহ'লেই দেখ্, ত্যাগ করতে হবে কী? যা' আমাদের এই জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল তাই, না, প্রতিকূল যা' তাই? না অনুকূল প্রতিকূল কিছুই নাই— কেবল কর ত্যাগ, আর তা' কেবল ত্যাগের জন্যই। * দেখ্ শালা, ধর্ম্ম কী কয়? ঋষিরা তবে অমৃত-অমৃত ব'লে এত চীৎকার করে কেন? † আমি নোগুচি-টগুচি কিছু জানি না—আমি বুঝি,

---

* Self-preservation is the first law of nature: self-sacrifice is the highest rule of grace.

—Mackenzie

তাই উপনিষদে আছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। ত্যাগের জন্যই ত্যাগ করা নহে। ত্যাগও ভোগের জন্যই।

† যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ ১৫

—কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ৩রা বল্লী

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"

—যাজ্ঞবল্ক্য প্রতি মৈত্রেয়ী-বাক্য। বৃহ ৪।৫।৪

যাহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, তাহাতে আমি কি করিব?

এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম। —ছান্দোগ্য ৪।১৫।১

"ঐ ব্রহ্ম অমৃত অভয়।"

পরম পৈতৃক দান এই জীবন তা' যদি পারি, যেমন ক'রেই হোক অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখি। তুই কী বলিস্? তোরা শালারা এমনতর ফোকলা মানুষ—ভাবতেও পারা যায় না। বাপ বড়বাপ ঋষি যাদের, তাদের এ নেলচে বুদ্ধি কী ক'রে হ'ল! তোদের দম সবগুলি কথার হুড়োহুড়িতে সব বেরিয়ে যেতে বসেছে। কাজে কিন্তু অষ্টরম্ভা—কোন্ দিন দাঁত সিটকে কোন্ ভাগাড়ে প'ড়ে থাকিস্ তার ঠিক নেই।

যদি বাঁচতে চাস্, যশে ব্যাপ্ত ও বৃদ্ধিতে উন্নত হ'তে চাস্, তবে তাই কর্ যাতে নাকি ওগুলি তোর অটুট থাকে; আর, তার অন্তরায়গুলিকে জান-কবুল ক'রে এমনতর নির্ঘাত বসানই দে, যাতে নাকি তারা কখনও কারও এ জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অবসাদ ঘটাতে না পারে। কাপড় বেঁধে লেগে যা! আর না পারিস্ তো, ঐ ভাগাড়ে যেয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সিটকে চেতনহারা হ'য়ে শিয়াল-কুকুরের মতন প'ড়ে থাকা কায়েমভাবে মজুতই আছে।

প্রশ্ন। তাহ'লে ধর্ম্ম বলতে গেরুয়া ধারণ ক'রে, নির্জ্জন বা গিরিগুহায় ব'সে সাধনা করা, যা' সাধারণে বোঝে, সেটা কি সবই ভুল? অনেকে তো বলেন যে, গিরিগুহায় ব'সে কঠোর সাধনা দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করলে তার ফল একদিন-না-একদিন দেখা যাবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভুল বা শুদ্ধ কিছু বুঝি না। যাতে এ জীবন ও বৃদ্ধি অর্থাৎ সৎ, চিৎ, আনন্দ বজায় রেখে নিরাবিলভাবে চলে, তাই করাই শ্রেয়ঃ—আর তা' না করাই ভুল। কারণ, কেউ তা' না চায়—এ পর্য্যন্ত আমি এমন কাউকে খুঁজে পাইনি। সৎ মানেই হচ্ছে—স্থিতি, থাকা বা অস্তিত্ব; আর চিৎ মানেই হচ্ছে—সাড়া নেওয়া আর দেওয়ার শক্তি, এক-কথায় বোধশক্তি, যা'-দিয়ে বোধ করা যায়—চেতনতা; আর, আনন্দ মানেই হচ্ছে *—সমৃদ্ধি, খুব ভাল ক'রে বেড়ে ওঠা, এই যা' বুঝি আমি। তাই আমাদের ভগবান হচ্ছেন

* আ-পূর্ব্বক নন্দ্ (সমৃদ্ধি)—ভাবে অ প্রত্যয় করিয়া হইয়াছে আনন্দ।

সচ্চিদানন্দময় পুরুষ। * আর, তাঁকে পাওয়াই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কাম্য ; কেননা, তাঁকে পেলে আমাদের ঐ সচ্চিদানন্দ অবস্থায় থাকা হবে। আর, তাতে থাকলেই আমরা তাই পাবো। তাই, ভগবান পাওয়ায় আমাদের এত আবেগ ও আকুলতা! তুমি শালা ঝোড়ে-জঙ্গলে যেয়েই হোক, আর বিরাট অট্টালিকায় ব'সে ভোগের ভিতর মসগুল হ'য়েই হোক, যদি তাই পাও তাহ'লে তুমি বাহাদুর। † বগল বাজিয়ে দুনিয়ায় অঢেল স্ফূর্ত্তি করতে করতে অনন্তকাল চলতে পারবে। আর, তা' না হয়, এমনতর যা' কর তার বিপরীত—সর্ব্বনাশ ঐ ভাগাড়ে হাতছানি দিয়ে ডাকবে,—তা' প্রতিমুহূর্ত্তেই টের পাবে, কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

গিরিগুহায় ব'সে পারিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে, সেবা দিয়ে তাদিগকে জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত না ক'রে, পালিয়ে মুক্তিলাভ ক'রে তুমি যে কিসে মুক্ত হচ্ছ তা' তো হরদমই নগদই তোমার হাতে এসে যাচ্ছে—এ আর কাউকে বোঝাতে হবে না। জীবন-হারানোর বেদনার যে কী

স যো মনুষ্যাণাং রাদ্ধঃ সমৃদ্ধো ভবত্যন্যেষামধিপতিঃ সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ স মনুষ্যাণাং পরম আনন্দঃ॥

—বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনুষ্যের মধ্যে ঋদ্ধিশালী সমৃদ্ধ সকলের অধিপতি, সমস্ত মানুষিক ভোগে সম্পন্নতম, তাহার যে আনন্দ, তাহাই মনুষ্যের পরম আনন্দ।

* ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্। —ব্রহ্মসংহিতা ১
সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম। —নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদ্ ১।৬
সর্ব্বপূর্ণস্বরূপোঽস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। - মৈত্রী ৩।১২

† যদি কেহ সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যান, তাঁহার ভাবা উচিত নহে যে যাঁহারা সংসারে থাকিয়া হিতচেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না। —স্বামী বিবেকানন্দ

বিলসন্তি মহাভোগৈর্বিশন্তি গিরিগহ্বরান্।
নিরস্তকল্পনা ধীরা অবদ্ধা মুক্তবুদ্ধয়ঃ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা

পরিত্রাহি চীৎকার! প্রতিক্ষণ যায়, আশঙ্কায় প্রাণটা শুকিয়ে অবশ হ'য়ে থাকে—বুঝি ঐ শোনা যায়, এই শুনলেম বুঝি এই আতঙ্কে! ধর্ম্ম যতই ঝাড়-জঙ্গল গিরিগুহায় গিয়ে ঢুকবে, আমাদের চিৎশক্তি কি ততই অসাড় হ'য়ে উঠবে না? ঝাড়-জঙ্গল ঝেঁটিয়ে বের করলে হয়তো তুমি কত লক্ষ-লক্ষ মানুষ পাবে, যাঁরা ধর্ম্ম নিয়ে নিথর হ'য়ে ব'সে আছেন, কিন্তু দুনিয়ার তাতে কি যায় আসে। * সে তো হাল-সে বেহাল; আর তুমি শালা ধর্ম্ম করতে জঙ্গলে যেয়ে ব'সে থাকলে, শুষে খেতে লাগলে তোমার পারিপার্শ্বিকের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফল। তারাও দিতে লাগলো এই আশায়—বুঝি তোমায় দিলে তাদের সর্ব্বতোভাবে ভালই হবে; কিন্তু পেলে অষ্টরম্ভা! ফক্কাবাজিতে তাদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ফল সব উবে গেল—ক্রমে এল ঘেন্না। সাধু-টাধু এসব পরিচয় তারা আর সইতেও পারে না, আদরও করতে পারে না। দুর্ব্বল যারা তারা স'রে দাঁড়ালো আতঙ্কে—ভাল করা দূরে থাকুক, কিছু খারাপ ক'রে না বসে ইত্যাদি—এই তো গেল ব্যাপার!

---

* সন্ন্যাসীরা কর্ম্মহীন নয়। তারাই হ'চ্ছে কর্ম্মের fountain-head; বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যারা এই ideal ভুলে' যায়—বৃথৈব তস্য জীবনম্।

—স্বামী-শিষ্য সংবাদ

The high estimate of spirituality may not rightly lead to a mean estimate of nature, to a conflict with nature such as has been the case in the realm of religion in the tendency to asceticism. For as certainly as our acknowledgement of an independent spirituality involves a subordination of nature, this subordination does not imply a mean estimate, still less a rejection. Asceticism which appears to be the attainment of a high level of spiritual life soon leads to an inward degeneration. For in asceticism the chief task is not the powerful development and courageous advance of spirituality, but simply a negation and suppression of sense.

—'Life's Basis & Life's Ideal' by Prof. Eucken

যদি দেখতো তারা,—জঙ্গলে বা পর্ব্বত-গহ্বরে গিয়ে কেউ ভগবান গৌতম বুদ্ধের মতন অঢেল ও আপ্রাণভাবে জীবসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সহজ একত্বের আবেষ্টনে প্রত্যেককে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতো—প্রত্যেকের জীবন, যশ ও বৃদ্ধির কথা ক'য়ে, লওয়াজিমা দিয়ে পরিবেশনে তাগদ সৃষ্টি ক'রে দিত,—তাহ'লে আর এ-রকম হ'তে পারতো না। তাই, ওসব আমি কিছু বুঝি না। তুমি কোথায়ও নিরিবিলি ব'সেই থাক, আর দুনিয়ায় এনতেয়ার ঘুরেই বেড়াও, তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক নিয়ে তাই পেলেই হ'ল, যাতে নাকি মানুষ জীবন ও বৃদ্ধিতে বা সচ্চিদানন্দে অঢেল হ'য়ে চলতে পারে; আর তাই করাই, তাই পাওয়াই ধর্ম্ম—এই যা' বুঝি আমি! *

প্রশ্ন। ভারতে তো অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী ও আজীবন নির্জ্জন সাধক রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা তো ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে! অনেকে বলেন, এঁরাই তো ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার গৌরবস্তম্ভ!

শ্রীশ্রীঠাকুর। জানি না, হয়তো কেউ হ'তে পারেন। মানুষ যেদিন তার পারিপার্শ্বিকের কাউকে দিয়ে, তেমন ক'রে তাদের আদিম চাহিদার খোরাক পাবে, সেদিন তো তারা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তাদের প্রাণের আনন্দ-সাড়াকে ঢেউয়ের মতন চারিদিকে ছিটিয়ে দিতে থাকবেই। কিন্তু যা' সাধারণতঃ দেখা যাচ্ছে, এ দেশটা তো আজকাল রৌরব-স্তম্ভ-গর্ব্বে এক-গাট্টা। জীবনের নামে মরণই তো দেখা যাচ্ছে এদের একমাত্র কাম্য। সর্ব্বনাশই এদের যোগ-সমাধি। এটা যা' চলছে সাধারণতঃ আধ্যাত্মিকতা, না মরণান্তিকতা—তা' ঠাহর ক'রে ওঠা কঠিন। আমি শালা ওসব কিছু

---

* প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে।

—শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরিক মীমাংসা ভাষ্য, ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ।

চরথ ভিক্ষবে চারিকং বহুজনসুখায়

লোকানুকম্পায় অর্থায় হিতায় সুখায় দেব-অনু-স্নানম্।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দেব-মনুষ্যদিগের অর্থ, হিত ও সুখের নিমিত্ত বহুজন-হিতার্থে বহুজন-সুখার্থে লোকানুকম্পার জন্য চর্য্যার চরণ করিবে।

—বুদ্ধদেব-সংযুক্ত নিকায়। ৪।১।৫

বুঝি-টুঝি না। আমার জান যাতে বেড়ে ওঠে, এই জান-বাড়ার পোষণ যা' দিয়ে হয়—মায় পারিপার্শ্বিকের—কারণ, পারিপার্শ্বিকের না হ'লে আমার হওয়া কিছুতেই হবে না; তাই, আমি চাই, আর তোমাদেরও বলি—আপ্রাণ ও উদ্দাম হ'য়ে তাই কর, যদি বাঁচতে চাও, বৃদ্ধি পেতে চাও। * সন্ন্যাসী মানে আমি বুঝি—আদর্শে যার মনপ্রাণ এমনতরভাবে ন্যস্ত, যাতে যেন তাঁর অস্তিত্বই তার নিজের অস্তিত্ব; আর, তার বৃত্তিগুলির স্বার্থ হ'চ্ছে, ঐ আদর্শ বা ইষ্টের একমাত্র স্বার্থ-সম্পাদন; আর, সহজ সেবাই হ'চ্ছে প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকে সেই ইষ্ট বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁতে উন্নীত ক'রে প্রত্যেকের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে তুলে আরো ক'রে দেওয়া—ব্যস! †

প্রশ্ন। শুনতে পাই, বেদান্তবাদীরা নেতি-নেতি ক'রে সাধনমার্গে অগ্রসর হ'য়ে থাকেন—সেটা তাহ'লে কী? তা' হয় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হবে না কেন? যদি সম্ভব হয় তাহ'লে হ'তে পারে। কিন্তু গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কী বলেছেন, জানেন তো?—

---

* এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা॥ —শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২।৩৫

ইহ সংসারে শরীরধারীর এইজন্ম সাফল্য যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা নিয়ত মঙ্গলানুষ্ঠান করা।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ৩।১২।৪৫

To live for oneself is irrational. Therefore since people existed, they have sought an aim of life outside themselves : and live for their child, their family, their tribe or for humanity.

—Leo Tolstoy

† ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। —গীতা ৮।৩

আবার—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্। —গীতা ১৮।৫৬

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

আর, গীতায় আছে ঐ-যে কী কথা—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

যাঁদের অসীম ইষ্টানুরক্তি আছে, ইষ্ট-নির্দ্দেশ অনুযায়ী বিচার-তৎপর হ'য়ে যাঁরা ইষ্ট-অনুপাতিক সাধনরত ;—তাঁদের পক্ষেই উহা অনেক সহজসাধ্য হ'য়ে থাকে, আর যাদের ইষ্ট-ফিষ্ট কিছু নেইকো, নিজে-নিজেই নেতি-নেতি আরম্ভ ক'রে দিয়ে বিচার-বিচর্চ্চার সাধনায় রত হ'য়ে থাকেন—তাঁর সাধনা তো প্রথম-প্রথম নিদ্রা-তুরীয় লাভ করতে-করতে আস্তে-আস্তে অল্প-বিস্তর মস্তিষ্ক-বিকৃতি, এক কথায়, পাগলত্বই লাভ ক'রে থাকে।

আমার মনে হয়, অনুরক্ত সাধক এক-একটা অবস্থায় উপনীত হ'য়ে যখন তাঁর গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের প্রতিপাদ্য বস্তু ব্রহ্ম কি ইহাই ?" গুরু তাঁকে বুঝিয়ে ব'লে দেন—"না, এ নয়।" এমনতরভাবে বিচারপরায়ণ চলনাকে নেতি-নেতি ক'রে সাধনা বলে। *

---

* যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি
জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা॥ ১ ॥ ইতি প্রথমোঽনুবাকঃ।
অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি
ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং
প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। তদ্বিজ্ঞায়। পুনরেব বরুণং
পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। তং হোবাচ
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত।
স তপস্তপ্‌ত্বা॥ ২ ॥ ইতি দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ॥
প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। ইত্যাদি

—তৈত্তিরিয়োপনিষদে ভৃগুবল্লীনাম তৃতীয় বল্লী।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের অস্তির ধাক্কা মানুষের ভেতরকার জন্মগত সংস্কার বা ঝোঁককে নানারকমে ক্রমাগত আঘাত দিতে-দিতে কত রকমের বৃত্তি সৃষ্টি ক'রে ধারাবাহিক মনের জাগরণ এনে দেয়; তাকে যদি এইপ্রকার যথাযথ-ভাবে ধাক্কা হ'তে বিরত রাখা যায়, তবে কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐরকম চ'লে ক্রমে ধাক্কায় সাড়া নেবার প্রকৃতি শিথিল হ'তে থাকে। তাতে মানুষ ক্রমে-ক্রমে জ্ঞানবুদ্ধিহারা বেকুব হাবাগঙ্গারাম মতন হ'য়ে ওঠে—একটা কিম্ভূতকিমাকার হ'য়ে দাঁড়ায়। * তখন নেতি-নেতি কয়ই বা কে, আর ত্যাগই বা করে কে? কিন্তু আদর্শ বা ইষ্টে আপ্রাণ অনুরক্তির সহিত একমাত্র তাঁরই তৃপ্তির জন্য যদি মানুষ তার দুনিয়া থেকে বিচার-বিবেচনা ক'রে যা'-কিছু আহরণ বা ত্যাগ করতে থাকে, তখন ঐ বৃত্তিগুলি তার আদর্শ-সূতোয় গাঁথা হ'য়ে, একটা পরম্পরা-অর্থযুক্ত হ'য়ে ভূয়োদর্শনের আলোকে, সবগুলি মুক্ত ও উদ্ভাসিত হ'য়ে অবিরাম গতিতে অনন্তের রাস্তায় আনন্দময় অবাধ গতিতে চলতে থাকে। †

মানুষ যখন তার সমস্ত বৃত্তিগুলি তার আদর্শের স্বার্থপুষ্টির জন্য

---

* Man is just as dependent upon friendly association with his kind for his mental well-being as he is upon food for his bodily health. Isolation entails not only unbearable misery but inevitable deterioration.

'Psychology of religion'—Sturbuck

† শ্রীভগবান্ উবাচ—

"যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তং সর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্ ॥
মল্লোকং স প্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মম তুল্যং প্রভাববান্।
যস্তু শান্ত্যাদি যুক্তঃ সন্ মামাত্মত্বেন পশ্যতি ॥
স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতং ব্রহ্ম কেবলম্।
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥" —শিবগীতা, ১৩ অধ্যায়

"মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি ॥" —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা

আপ্রাণভাবে ব্যবহার করতে পারে এমনতর ন্যাক তার হাতে এসে দাঁড়ায় তখনই হয় সে মুক্ত। মুক্তি মানেই হ'চ্ছে, তার বৃত্তিগুলি যখন নিজের অস্তিত্বটাকে বৃত্তি-অনুযায়ী টানে টেনে নিয়ে যা'-তা' করতে পারে না—সে তার বৃত্তিগুলিকে শাসন ক'রে অনায়াসে যখন তার আদর্শের পূজায় নিয়োজিত করতে পারে। * তাই, যখন মানুষ বাস্তবিকভাবে মুক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়, তার জীবনের প্রকৃত চলনা তখন থেকেই স্বরু হয়।

প্রশ্ন। আপনি যে বললেন, নেতি-নেতি করতে-করতে একটা কিম্ভূতকিমাকার বেকুব ভেবাগঙ্গারামের অবস্থা হয়—কিন্তু ঐ গীতাতেই তো আছে—

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫
যতো-যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ২৭।৬ষ্ঠ অঃ

শ্রীশ্রীঠাকুর। লেজা-মুড়ো বাদ দিয়ে শ্লোক পড়লেই তো আর গীতা পড়া হয় না! কী কথা থেকে কেমন ক'রে কী কথা আসে—সেটাও খতিয়ে দেখতে হয়! ঐ যে ঐ তার পূর্ব্বের একটা শ্লোকে আছে—

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪

---

* Salvation involves the transformation of the earthly into a divine man i.e., the replacement of the egoistic individual by the universal will.

—'Psychology of Religion'

যার থেকে যা' এসেছে, যে-কথা বলতে গিয়ে যে-কথা বলা হ'ল,—সে-সব ধুঁয়োয় উড়িয়ে দিয়ে অমনি শালা মনমত একটা খাড়া ক'রে নিলাম, আর হাত নেড়ে অজানদের ভেতর ব'লে তাদের ভাগাড়ে যাওয়ার রাস্তা বেশ ক'রে পরিসর ক'রে দিলাম, আর সাক্ষী রাখলাম গীতাকে যে ভগবান্ পুরুষোত্তম এই কথা বলেছেন। আদর্শ বা ইষ্টকে না ব'য়ে, তাঁর অনুসরণে নিজের চলাকে চালানোর হাঙ্গামা থেকে হয়তো রেহাই নিয়ে, হাতছানি দিয়ে ধর্ম্মকে ডেকে ট্যাঁকে গুঁজে, হামবড়াই-এর বহর এনতেয়ার ভাঁজতে ভাঁজতে, পারিপার্শ্বিক সব শালারা হয় মরুক, না হয় বাঁচুক, নিজের মাষ্টারীবাজি তো বহাল থাকলেই হ'ল—ব্যস! সর্ব্বনাশ তো তখন মিটিমিটি চাইতে-চাইতে, ঠাণ্ডা হাতে করমর্দ্দন করতে করতে বেহদ্দ পাগল করার নাজেহাল আগমনী-শিস দিয়ে গাইতে-গাইতে পেছন নেওয়া সুরু করলে।

যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়, ঠিক-ঠিক তেমন ক'রে তা' না করলে কিছুতেই তা' হবে না। এ বাবা বিধির মার, দুনিয়ার বা'র—ফষ্টি-মষ্টি কিছু খাটবার যো নেইকো!

যোগী মানেই বুঝবেন—যে যুক্ত, যার যোগ আছে অর্থাৎ কিছু বা কাহাতেও টান আছে,—এক-কথায় আসক্ত, কোন-কিছু বা কাহাতেও আসক্ত! * আসক্তি থাকলে ভাবা, করা, কওয়ায় মানুষের যেমন-যেমন যা'-যা' হয়, তাই করাই হ'চ্ছে

---

* যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং মধ্যেকচিত্ততা। —আদিত্যপুরাণ

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। —যাজ্ঞবল্ক্যঃ ১।৪৩

আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষ বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে। —বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৩১

ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥ —ভাগবত ৩।২৫।১৯

গীতায় ভগবানে চিত্ত-সংযোগই যোগ। ইহা ছাড়া যোগ একেবারেই অসম্ভব। তাই আছে—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ। ৭৪।৬

যোগী বা যুক্ত বা অনুরক্ত মানুষের লক্ষণ। একটা হাওয়ার পর মানুষের যোগ হয় না বা অনুরক্তি হয় না। এই অনুরক্তি হ'তে হ'লেই তার প্রথম উপাদানই হ'চ্ছে—একটা বাস্তব কিছু যা' মানুষের ভাল লাগে, আর এই ভাল-লাগাটা তার নিজের দিক দিয়ে জীবনীয় বোধ করে। * আর এর থেকেই মানুষ মাতাল হয়, গেঁজেল হয়, লম্পট হয়, আবার সাধুও হয়!

যারা মদ খায়, গাঁজা খায়, বেশ্যাবাড়ী গিয়ে লাম্পট্য ইত্যাদি করে তাদের জ্ঞানের পাল্লা এত নয় যে ঐগুলির ক্রিয়া যা' মানুষের শরীর ও মনের ওপর হ'তে থাকে, তা' তার বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার পক্ষে কী পরিণতি এনে দেয়,—বাস্তব উদাহরণ দেখে পর্য্যালোচনায় ঠিক ক'রে নিয়ে তার জীবন ও বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়ার চলনা সুরু করে। ভাবে—এখন তো লাগছে ভাল, পরে যা' হবার তা' হবে। কিন্তু যার একটু সাধারণ সহজ বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, সে কিন্তু সবটা দেখে নিজের মতন একটা পর্য্যালোচনায় কী ভাল, কী মন্দ বেছে নিয়ে, তার পক্ষে জীবনীয় যা'—একটা চাক্ষুষ বোধে ঠিক ক'রে নিয়ে তাতে আসক্ত হয় এবং তদনুযায়ী চলনা সুরু করে। তাই, শাস্ত্রে যেখানেই যোগ ব'লে কথা আছে সেখানেই বুঝতে হবে, সে-কথা বাস্তব কিছুতে যুক্ত হওয়ারই কথা। আর, এই যোগ হ'লেই মানুষের চিত্তবৃত্তিনিরোধ হ'তে সুরু করে; কারণ, যাতে আমার টান যত বেশী, আমার সাধারণ প্রবৃত্তিই হয় আমার সমস্ত বৃত্তি দিয়ে তাকে উপভোগ করি—আর তার বাধা যেগুলি, সেগুলিকে এমনতরভাবে বিনিয়ে

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবম্ আত্মানং মৎপরায়ণঃ। ৯।৩৪

যোগ কথাটাই আসিয়াছে যুজ্‌-ধাতু যুক্ত হওয়া হইতে—তাই যোগ মানে attachment.

* What we attend to and what interests us are synonymous terms.

—Wiliam James

The greatest pleasure of life is love.

—Sir W. Temple

আমার এই উপভোগের পথের কোনরকম বাধা না সৃষ্টি ক'রে বরং তার সাহায্য করে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে একটা স্বতঃ-উৎসারিত ঝোঁক আমাদের থাকেই। তাই শাস্ত্রে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"। চিত্তবৃত্তিগুলি নিরোধ ক'রে যোগ সৃষ্টি করা—এ বাবা লাখ জন্মেও হ'য়ে উঠবে না! * এ রকম চেষ্টা করলে বরং একটা বেলেল্লা পাগল হ'য়ে উঠতে পার। কিন্তু কোনকিছুতে যদি তোমার টান থাকে অর্থাৎ যুক্ত হও, ঐ টানই তোমার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে নিরোধ ক'রে, তোমার যুক্ত হওয়াকে আরোতর ক'রে জানার ঐশ্বর্য্যে তোমাকে সম্রাট ক'রে তুলবে। একটা যা'-তা' করলে একটা যা'-তা'ই হয়; কিন্তু যেমন ক'রে যা' করলে যা' হয়, তা' না করলে কিছুতেই তা' হবে না। আমি কই, এ আক্কেলকে কিছুতেই জলাঞ্জলি দিও না, বাবা—তাহ'লে হ্যাতা-ন্যাতা সব খোয়াবে।

প্রশ্ন। যোগের কথা যা' বললেন—আমাদের ভারতবর্ষে তো দেখি, যোগ ও ত্যাগ বা নিরোধ এই দুই রকমের সাধনাই পাশাপাশি যেন চ'লে আসছে। আর, এই ত্যাগবাদই তো ভারতের সাধনার বৈশিষ্ট্য ব'লে অনেকে মনে করেন—ইহার মীমাংসা কোথায়? আর, এই মনোভাব আসে কি ক'রে যাতে আপনি যে যোগের কথা বলছেন তাকে লোকে ভোগবাদ ব'লে ও অধর্ম্ম ব'লে মনে করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক গয়লার ২০।২৫টা গরু ছিল। তার দুধও যথেষ্ট হ'ত, বিক্রী ক'রে ছেলেপিলেকেও দিত, দরকার হ'লে পাড়া-পড়শীকেও সাহায্য করতো। তার ছেলের 'পর ছিল ঐ গরু চরানোর ভার। সে ব্যাটা গরু চরাতে-চরাতে ভাবলে যে, আমার এক-একটা গরু এক-এক রকম—আমার এই

---

* পাতঞ্জলে আছে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" অর্থাৎ যোগ বা অনুরক্তি হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

একখানা পাঁচনে সব গরুগুলিকে ঠেকানো মুশকিল! এক-একটা গরুর এক-একটা পাচন হ'লে সুবিধা হয়। এই ভেবে সে মাঠে গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে লাঠি তৈরী সুরু করলে। লাঠি-বানানো-ব্যাপারে এমন ম'জে গেল, চরছে যে গরুগুলি তার কথা মনে হ'লেও তেমন খেয়াল রাখতে পারলে না। ওদিকে গরুগুলি চরতে-চরতে কোথায় কোন্‌দিক্‌ দিয়ে কোন্‌ জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল, কিছুতেই আর হদিস করতে পারলে না। অবশেষে কাঁদতে-কাঁদতে তার বাবার কাছে যেয়ে বললে—আমি ভাল ভেবে এমনতর করতে গেলাম, আর বাবা, সব গরুগুলি আমার কোথায় চ'লে গেল, কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

তখন তার বাপ বেশী দুঃখিত না হ'য়ে বরং একটু সহানুভূতি নিয়েই বললে, "বাপু, এক পাঁচনেই লাখ গরু ঠেকানো যায়। যার যেমন দরকার, তেমনতর ঠক্কর মারলেই তো হয়! তোমার এই অতিবুদ্ধি সব বেসামাল ক'রে ফেলেছে। বাবা, শোন, আমি বলছি,—আর অমন কাজে যেও না। চল যাই, গরুর হদিস দেখি।"

আরে শালার পাগল, তুই যাতে আপ্রাণ আসক্ত হ'য়ে উঠিস্‌ তার অন্তরায় যাই-কিছু তোর সম্মুখে দাঁড়াক না কেন, তোর স্বতঃপ্রবৃত্তিই এই হবে—তাকে এড়িয়ে চলা বা মাড়িয়ে চলা,—নইলে যে তোর নিস্তারই নেই। ঐ উপভোগের নেশাই, অর্থাৎ যাতে তুই অনুরক্ত তাকে ভোগ করার নেশাই অন্তরায়গুলির বিরুদ্ধে এমন ক'রে দাঁড়াবে, তাতে শিখিয়ে দিতে হবে না যে অন্তরায়গুলি কেমন ক'রে কায়দায় আন্‌বি বা এড়িয়ে চলবি।

আর, যদি ঐ অন্তরায়গুলিকে এক-একটা ক'রে কায়দায় এনে তোর যোগকে সৃষ্টি করতে যাস্‌, তোর জীবনে যোগ আর হবে না, *

* Seek ye first of all the kingdom of heaven and everything will be added unto you.

—Bible

—সব গরু কোথায় পালাবে, সারা জীবন ঢুঁড়ে-ঢুঁড়েও তার হদিস খুঁজে পাবি না। যদি কখনও খুঁজে-খুঁজে হয়রান হ'স্, আর বাপের কথা মনে পড়ে, আর কাঁদতে-কাঁদতে আর্ত্তের মতন তাঁকে ধরতে পারিস, যদি বাপের তোর 'পর সহানুভূতি হয় তোর বেকুবি দেখে, তাহ'লে ঐ বাপের হেল্লায় হয়তো তোর গরুর খোঁজ হ'তেও পারে।

ভারতে ত্যাগবাদ কখনই ছিল না। * কোন্ পাগল তোদের এ কথা বলেছে ? ভারতের ভোগ এমনতর নিছক যে, সে চায় একদম বেপরোয়া হ'য়ে

* The Eastern Ideal is embodied in the one word Dharma. This ideal arose out of the religion, the fundamental teaching of which was unity. There is but one Existence, in which all beings are rooted. However varied the appearances, however different the forms, they are but branches from a single trunk. From this naturally followed the view, that each man was but a part of a whole : he was not isolated, he was not independent, he was a portion of a vast interlinked and interdependent order. He was not born free ; he was born into numerous obligations. Humanity, together with all animals and all immovable things, made a single whole, and each unit, entering into the composition of that whole was subordinate to and existed for the use of that whole. No man exists for himself and for his own separate ends, he exists for all and for the common ends···

Hence the Ideal of the Hindu was the Man Dutiful, the man who recognised all his obligations and lived as part of a great whole, not as an independent being. He recognised as the foundation of that social system the orderly distribution of social functions according to the qualities of the persons composing it, the fourfold organisation of castes, each with its own duty,

'Hindu Ideals'—Annie Besant

কষ্টৈষা বাগ্‌ভবেৎ সত্য মোক্ষো নাস্তি গৃহাদিতি।
অশ্রদ্দধানৈরপ্রাজ্ঞৈঃ সূক্ষ্মদর্শনবর্জ্জিতৈঃ ॥

অমৃতকে উপভোগ করতে। * আর, এই অমরণকে উপভোগ করতে হ'লে পরে, তার পথে যে-সব বাধা-বিঘ্ন আছে, যদি পারে, এরা সেগুলিকে ওদের চলার পথের ইন্ধন ক'রে নিতে চেষ্টা করে, নতুবা একদম ছেঁটে উড়িয়ে দিতে চায়। এদের অজ্ঞাত মরণ-উপভোগে কোন আসক্তি নেইকো। এরা চায় চিরচেতন হ'তে, অজর হ'তে, অমর হ'তে—আর, এই এমনতর অমরত্ব নিয়ে দুনিয়ার প্রত্যেককে তাতে উন্নীত করার অঢেল উপভোগে এন্তার হ'তে চায়। এই হ'চ্ছে ভারতীয় কৃষ্টির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এরা জড়কেও জ্যান্তের মত সম্বোধন ক'রে থাকে, যাকে সাধারণ লোকে অচেতন বা জড় ব'লে জানে—যেমন মাটি, জল, আগুন, এমন-কি কাঠ, পাথর ইত্যাদিও। এরা প্রত্যেকের ভেতর নিজের চৈতন্যকে ঢুকিয়ে দিয়ে যেমন-ক'রেই হোক নানান কায়দায় সবাইকে চেতন ক'রে তুলতে চায়। † আর বেহাল এমন তোরা—বলছিস্ ত্যাগবাদই নাকি ভারতের বৈশিষ্ট্য। তা' হবেও হয়তো! নৈলে কারু গোয়ালে একটাও গরু দেখতে

নিরাশৈরলসৈঃ শ্রান্তৈস্তপ্যমানৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
শমস্তোপরমো দৃষ্টঃ প্রব্রজ্যায়ামপণ্ডিতৈঃ ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৬৩।১০-১১

শ্রদ্ধাহীন, প্রজ্ঞাহীন, সূক্ষ্মদর্শন-বিবর্জ্জিত, প্রতিষ্ঠাশূন্য, অলস, শ্রান্ত, এবং নিজ কর্ম্ম দ্বারা সন্তাপিত, কাণত্বাদি দোষজন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অশক্ত অপণ্ডিতগণই প্রব্রজ্যাধর্ম্মে শমগুণের আতিশয্য দর্শন করিয়া থাকে।

* "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" —মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্। —কঠোপনিষৎ

† সত্তপুরুষ নূতন তন ধারা সাহিব সকল রূপ সারাহৈ।
বাগবগীচে খিলি ফুলবারী অমৃত লহরে হো রহি জারী ॥ —কবীর

পাওয়া যায় না! গরু তো গেছেই, দুধের লোভে এখন মানুষ নিয়ে টানাটানি!

প্রশ্ন। জীব ও ভগবানের প্রভেদের কথায় পূর্ব্বে ঐ যে বলেছেন যে প্রতি-প্রত্যেকের ভেতরই তিনি পূর্ণভাবে আছেন, তাহ'লে সাধারণ জীবও কি ভগবান্ হ'তে পারে? আবার শুনতে পাই, বৈষ্ণবেরা নাকি বলেন যে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ছেলে যেমন বিশেষ বিধি ও বিধানের ভেতর-দিয়ে বাপেরই একটা বিশেষ পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো, তেমনি জীবও ভগবানের একটা বিশেষ বিধানের ভেতর-দিয়ে একটা পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো। কখনও কেউ দেখেছেন, কোন ছেলের কোনদিন এমনতর প্রবৃত্তি হয়েছে, যাতে নাকি সে তার বাপ হ'তে চায়? কিন্তু প্রত্যেক ছেলেরই একই প্রবৃত্তি আছে,—তার বাপকে সর্ব্বতোভাবে জেনে, তার ইচ্ছা ও কর্ম্মগুলি সেধে, পরিপূরণ ক'রে, পুষ্ট ক'রে, তার ভেতর-দিয়ে তার বাপকে নানা রকমে উপভোগ করতে-করতে অমর হ'য়ে অনন্তের পথে চলতে। আর, সে এমনি ক'রে যত বড় রকমেই তার চলাকে

অর্থাৎ, সেই সত্য পুরুষ হইতে নিত্য নব-নব তনুধারা হইতেছে নিঃসৃত। সেই স্বামী সকলরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রাণ হইয়া আছেন সকল রূপের। সকল উদ্যান, সকল মালঞ্চ হইয়া যাইতেছে পুষ্পে পুষ্পে পুষ্পময়: আর অমৃত লহরীমালা হইতেছে প্রতিভাত।

অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১১

স যথা সৈন্ধবঘনো অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা
অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।

—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩

অর্থাৎ, যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তরে-বাহিরে সমস্তটা লবণময়, এইরূপ আত্মা অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র প্রজ্ঞানময়, প্রজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন-কিছু নাই।

জ্যান্ত ক'রে সমৃদ্ধ ক'রে যত বড় হ'য়েই না উঠুক, তার বাপকেও সে তেমনি-তেমনি ক'রে বড় রকমেই উপভোগ ক'রে উপভোগের আনন্দে উদ্দীপ্ত হ'তে থাকে। যত বড়ই হোক না কেন, আর তার বাপ যেমনই হোক না কেন, সে কিছুতেই তার বাবাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারে না। আর, এই যে নিঃশেষ ক'রে ফেলতে পারছে না, এইটেই হ'চ্ছে তার উপভোগের একমাত্র চাবিকাঠি। আর, সে যখনই তা' হারায় তখনই সব সাবাড়। তাই বৈষ্ণবেরা বলেছেন, জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। * যেমন ছেলে ছেলের বাবা হ'তে পারে না, কিন্তু তার নিজের ছেলের বাপ হ'তে পারে—আর এমনি বরাবর চলতে পারে। কিন্তু যে-ছেলেই বাপ হ'চ্ছে, সবাই সেই পিতৃত্বে সব-সময় পূর্ণই থেকে যাচ্ছে; প্রত্যেক ছেলের ঐ পিতৃত্বটুকুই হ'চ্ছে তার "পরভাব"। এই স্মৃতি নিয়ে বোধে মসগুল হ'য়ে যে-ছেলে সজাগ হ'য়ে দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সেই হ'চ্ছে বাস্তবিক "ঈশ্বর-ছেলে"। † যীশু যেমন বলতেন—"আমি এবং আমার পিতা একই। ‡ কারণ, তাঁর ভেতর যা'-কিছু ছিল, সবই ঐ পিতাই; আর, তাঁকে বাদ দিলে যীশু ব'লে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না—তা' তিনি নিটোলভাবে জেনেছিলেন।

---

* একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

—আদিলীলা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু॥ —আদিলীলা, ঐ

† Jesus said unto them, If God were your father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God.

—St. John, Ch. 8, V. 42

Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.

‡ I and my Father are one.

—St. John, Ch. 10, V. 30

If ye had known me, ye should have known my father also.

—St. John, Ch. 8, V. 19

তাই তিনি সব রকম বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হ'তেন, "আমি ঈশ্বরের সন্তান"! *

ঐটাই ছিল তাঁর সহজ ও সরল কথা, যদিও তাতে তাঁর পারিপার্শ্বিক নানান্‌ভাবে নানারকমে বিদ্রূপ করতে কসুর করেনি। যারা জীব-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের সম্মুখের জগতের আকর্ষণে পেছনকার যা'-কিছু,—যা' হ'তে তার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে,—ভুলে সাবাড় দিয়ে তারা অজান বেকুব হ'য়ে থাকে ; কারণ, তার যা' ভুল হ'য়ে গেছে, এমন তো কিছু পায়নি যা'-ধ'রে তার সংঘাতে ঐ হারানো স্মৃতিগুলি জাগিয়ে নিতে পারে। তাই, তাদের পক্ষে ঐ ঈশ্বর-সন্তান ছাড়া—ঐ পরভাব-সমৃদ্ধ সচিৎ সন্তান ছাড়া ঐ স্মৃতিকে সংঘাতে জাগিয়ে তুলতে পারে এমনতর আর কে আছে ? † তাদিগকে বেহদ্দ বেহালের হাত থেকে বাঁচাতে পারে এমনতর আর কে আছে ? তাই খৃষ্টানেরা বলে, "যীশুই মানুষের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা।"‡—তা তো হবেই ! যিনি বা যাঁরাই ঐ পরভাব-সমৃদ্ধ সচিৎ সন্তান, তাঁরাই যে ঐ বিস্মৃতি-নিষ্পেষিত পথহারা বৃত্তিস্বার্থপর জীবের একমাত্র অনন্তের পথে সজাগ চলার চেতন-কাঠি।

প্রশ্ন। তাহ'লে ব্রহ্মবাদী যারা, তারা যেমন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"

---

* I am the son of God.

—St. John, Ch. 10, V. 36

† Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life.

—Do. Ch. 14, V. 6

I am the door : by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

—Do. V. 9

I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

—Do. Ch. 12, V. 46

‡ No man cometh unto Father but by me.

—Do. Ch. 14, V. 6

বলেন, আবার বৈষ্ণবেরা বলেন, "জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস", এই দুই রকম ক'রে দেখায় সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যার একমাত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বুদ্ধি হয়েছে, অথচ দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যষ্টি ও সমষ্টি মুছে গেছে কিন্তু আর ভেসে ওঠেনি বা জেগে ওঠেনি, তাকে দিয়ে মানুষের কিছু পূরণ হ'তে পারে না বা তার সম্ভাবনা নেই। একটা পাগলের দামও যা', মানুষের কাছে তার দামও প্রায় তাই-ই। কিন্তু যার "সর্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম" এই জ্ঞান হয়েছে—তা' প্রত্যেক ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে, কেমন-ক'রে, কী-রূপ নিয়ে, বিধিমাফিকভাবে—সে মানুষের যে 'নরনারায়ণ' তার সম্বন্ধে কোন ভুল নেই।* কারণ, তাকে ধ'রে মানুষ নিজস্ব টানের জোরে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই বোধে বেড়ে উঠতে পারে। আর তার ঐ জ্ঞান, এই গোটা বা আস্ত মানুষটাকে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে সমুন্নত ক'রে, ওয়াকিব লাঠিয়ালের মতন, জ্ঞান ও গন্তব্যের নেশায় চড়ানি দিয়ে, উজ্জ্বল মদির চক্ষুর চাউনি নিয়ে অনন্তের পথে বেপরোয়া চলার আলোক দিতে পারে।

তাহ'লেই হ'ল, ব্রহ্মজ্ঞান যার জগতের প্রত্যেক যা'-কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে পর্য্যালোচনায় ব্রহ্মাভিষিক্ত ক'রেও যা'-কিছু প্রত্যেক তাই-কে যেমনটি তেমনি ক'রে খাড়া ক'রে দেখায় অর্থাৎ জীবত্বের ভিতরেও যার জীবত্বের মরকোচ (mechanism) প্রাঞ্জল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—জ্ঞান তার প্রকৃত ও প্রকৃতি হ'য়ে বাস্তবিকভাবে বাস্তবতায় তাকে সাজাহান ক'রে রেখেছে। আর, জীব-ব্রহ্ম বা জীব-কৃষ্ণের সার্থকতাই হ'চ্ছে,—বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের বিশিষ্ট মহামিলনে, সান্ত ও অনন্তের এই নিবিড় বাস্তব সঙ্গমে।

---

* ইঁহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। আমরা তাঁহাদের ভিতর-দিয়ে ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে দেখিতে পারি না। আমরা তাঁহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইঁহাদিগকে আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য।

এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবানকে দেখিবার আমাদের আর অন্য কোন উপায় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রশ্ন। কিন্তু 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বোধটা কেমন তা' তো ঠিক বোঝা গেল না! সাধারণতঃ সাধুটাধুদের মুখে শুনতে পাই, জীবজগৎ যা'-কিছু সব নিভে গিয়ে জ্যোতির্ম্ময় কুয়াসার মত যা' বোধ হয়, তাই ব্রহ্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ওগুলি হ'চ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানের অত্যন্ত কু-আশার ঝিলিমিলি, ঝিলের মরীচিকার ঝিমঝিমানি। শুনেছি, কোথায় ব'লে একটা মরুভূমি আছে, তার নাম সাহারা। সেই সাহারার পথে মানুষ যখন চ'লে অত্যন্ত গরমে বুক-গলা শুকিয়ে জল খাওয়ার অত্যন্ত আশায় বিভোর হ'য়ে এদিক্-ওদিক চায়, দেখতে পায়, কিছু দূরেই বিরাট জলরাশি থৈ-থৈ করছে। গ্রীষ্মকালে আমাদের এই পদ্মার বালুর চড়ার ভেতরেও অমনি অনেক দেখা যায়। মানুষেরা তাদের চলার পথ ছেড়ে দিয়ে জলের আশায় যখন ঐদিক পানে ছোটে, কেবলই দেখতে পায় —যেখানে জল পাবে ব'লে মনে করেছিল সেখানে জল নেই, জল আরও দূরে থৈ-থৈ করছে। এমনি চলতে-চলতে জল খাওয়া তার মরণে নিঃশেষ হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কিন্তু তাদের ভেতর যারা উটে চেপে যায়, ও-রকম গণ্ডগোলে বেঘোরে প'ড়ে তারা আর প্রাণ হারায় না। উট কিন্তু ঠিক জানে—জল কোথায়, কোন্ পথে গেলে তা' পাওয়া যেতে পারে। ঐ-অত্যন্ত কু-আশার মরীচিকা উটকে কিন্তু ভোলাতে পারে না। উটের চক্ষুতে মরীচিকা মরীচিকাই।

উটকে যারা অবলম্বন করেছে, ছাতিফাটা তৃষ্ণায় বিধ্বস্ত হ'য়েও যারা উটকে ছাড়েনি, হয়তো একটু দেরী হ'তে পারে—উট কিন্তু তাদের জল পাইয়ে দিয়েই থাকে। সাহারার পিপাসার্ত্তদের উটই হ'চ্ছে একটা বিশেষ জল পাওয়ানোর জ্যান্ত যান।

মানুষ যখন তারই ইষ্ট বা আদর্শে জীবন ও বৃদ্ধির ক্ষুধায় আর্ত্ত হ'য়ে, আপ্রাণ আঁকড়ে ধ'রে তাঁর চলায় নিজের চলাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলে,

চির-চেতন অমৃতপ্লাবী ব্রহ্ম নিজ-দেহে একদিন-না-একদিন তার জ্ঞানগোচর হ'য়েই ওঠে। *

ত্বরাকাঙ্ক্ষা, জলদিবাজি, বিব্রতি ও বিধ্বস্তির হাতছানিতে প্রলুব্ধ না হ'য়ে বৃত্তিগুলিকে ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ ক'রে, যে যত বগল বাজিয়ে সেবা ও যাজনমুখর হ'য়ে করার কোলাহলে চলতে থাকে কায়মনোবাক্যে, তার পাওয়াটা ততই শত বেহালের ভেতর-দিয়েও সন্তর্পণে দখিনা হাওয়ার মতন ঝির-ঝির ক'রে এগুতে থাকে।

মানুষ যতই প্রত্যেক যা'-কিছুর ভেতরে প্রত্যেক উপাদান-কারণকে,—ইষ্টস্বার্থ হ'য়ে তাঁর পূজায় তৃপ্তির উপকরণ-সংগ্রহের আকুলতায় পাঁতি-পাঁতি ক'রে, হদ্দ-বেহদ্দভাবে, সংগ্রহে ব্যস্ত হয়, ততই তার পর্য্যালোচনা চেতনতায় জ্যান্ত হ'য়ে প্রত্যেক যা'-কিছুর ভেতরে বিভিন্ন যা'-কিছুর কারণ বিধিমাফিক দেখতে পায়। আর, এমনি দেখতে-দেখতে তার চলার ক্রমে, এমন একটা বিশেষ জানায় উপনীত হয়, যা'-নাকি তাই সব নিয়ে তারই ইষ্টে মূর্ত্ত—আর, এই অবস্থায় সে দেখতে পায়, নানারকমে নানাভাবে ঐ একই ইষ্ট, যার জন্যে তার এত যা'-কিছু সব। সবের ভিতরে সবভাবে তিনি সজাগ হ'য়ে—মায় সে শুদ্ধ—আর, তার প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু সব দিয়ে প্রত্যেকে এবং সবে বাস্তব রকমে তিনি—সেই ইষ্টই বিদ্যমান। † আর, এই-ই হ'চ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানের বা সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের প্রথম পাল্লা; আর, তখনই "যাঁহা-যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা-তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে"—এই প্রতীতি জন্মে।

---

* সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

গীতা, ১৮।৫৬

† সুখ দুখ বঁহা কুছ নহি ব্যাপৈ
দরশন্ আঠৌ জাম।
নুরৈ ওঢ়ম নুরৈ আসন
নুরৈকা সিরহান॥

নাক সিটকিয়ে তাল-বেতালে একটা যা'-কিছু করলেই কি ব্রহ্মবোধ হয়? ইষ্ট-টানের তোড়ে আমাদের এই মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানে মায় শরীরের কোষগুলি যখন অনুবীক্ষণের আতসী-কাচের চাইতেও আরোতর সাড়াগ্রহণপর হয়, তখন থেকেই ঐ সব হ'তে সুরু করে। এ শুধু কল্পনার দেখা নয়কো, এ বাস্তবে। তাই শাস্ত্রকারেরা বলেছেন এমনতর অবস্থাকে—বিজ্ঞানভূমি।* বিজ্ঞানভূমি মানে হ'চ্ছে যে-অবস্থায় দাঁড়িয়ে যা'-কিছুকে বিশেষভাবে জানা যায়, আর যা' হ'তে আমার এই বিক্ষিপ্ত দুনিয়া সুচারুভাবে কার্য্যকারণ-পারম্পর্য্যরূপে গ্রথিত হ'য়ে সার্থকতা লাভ করে, একসূত্রে পুঁতির মালা গাঁথার মতন হ'য়ে, †—সেই ইষ্ট নর-নারায়ণই জাজ্জ্বল্য অমৃতাশীর্ব্বাদে, অভয়হস্তে, আলিঙ্গন ল'য়ে আমারই শ্রীভগবান্‌ হ'য়ে সম্মুখে দাঁড়ান।

প্রশ্ন। আচ্ছা, "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে" তার মানে কি এই যে, প্রতি-বস্তুতে ইষ্টের মুখচ্ছবি দেখতে পায়—না আরও কিছু?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ যে বললাম প্রতীতি জন্মে; তার মানে হ'ছে—দুনিয়ার চারিদিক থেকে পারিপার্শ্বিক যে সাড়া দেয়, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের ভাবভঙ্গী রকমারি যা'-কিছু, ঐ ইষ্ট বা আদর্শের ভাবভঙ্গীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বস্তু ও ইষ্টের একটা সমসূত্র-অবস্থিতি (co-ordination) চিন্তার ভেতর এনে দেয়। আর, তাতে ইষ্ট-বিষয়ক চিন্তার ভেতর-দিয়ে বস্তু-বিষয়ক অবস্থিতির ধারণার

কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো
সতগুর নূর তমাম॥

* তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

ব্রহ্মৈব পর এব যঃ অশনায়াদ্যতীতো বিজ্ঞানময়ঃ।

—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য

"বিজ্ঞানমানন্দং।" ইতি শ্রুতিবচন।

† ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।

—গীতা, ৭।৭

সহিত পর্য্যালোচনা চলতে থাকে,—তার ফলে আপনা-আপনি জানার পাল্লার মধ্যে যতটুকু বিশ্লেষণ আর সংশ্লেষণ ঘটতে থাকে। আর, এমনতর ঘটার ফলে আসে একটা বোধ; আর সেই বোধটা জানার আকার ধারণ ক'রে, অন্যান্য বস্তু-বিষয়ক স্মারক সাড়ার-সংযোজন ঘটাতে-ঘটাতে, ঐ জানাটা করায় ফেঁপে উঠে, আরো আর আরোভাবে ইষ্ট বা আদর্শকে বহুরকম উপভোগের ভেতর-দিয়ে, ক্রমপ্রজ্ঞার আলিঙ্গনে, মানুষের আসক্তি নিবিড়ভাবে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে থাকে।

মানুষের মস্তিষ্কে তার বৃত্তির ভেতর-দিয়ে বস্তুসংঘাত-পারম্পর্য্যে জানার মালা, আদর্শসূত্রে গাঁথুনি পেয়ে দীপালীর মত অন্তর ও বাহিরকে উজ্জ্বল ক'রে মহিমময় জ্ঞান বা জানার আলোতে জ্বলতে থাকে—যাতে নাকি এমনি-ক'রে মানুষের দিশেহারা চলন ঘুচে যেয়ে, কি করলে কি হয় তা' জেনে, নিঃসন্দেহে, অবলীলা-ক্রমে অনন্তের পথে চলতে পারে। অবশ্য এসব ব্যাপার যখন ঘটে,—চারিদিক-কার পারিপার্শ্বিক সাড়ার ঝাঁকুনি দিয়ে তার মুগ্ধ প্রাণের ইষ্টস্মৃতিকে যখন জাগিয়ে দেয়, তার অনুরক্তি—ইষ্টকে যেমনতরভাবে অন্তরে উপভোগ-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছে—তেমনতরভাবে সবটাই—মায় মুর্ত্তিশুদ্ধ চিত্তে চেতন হ'য়ে ওঠে। আর, এমনি-করেই তার উপভোগের বহর ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের ভেতর-দিয়ে নিবিড় চুম্বনে চলতে থাকে; আর, এই নিয়মেই মানুষের ইষ্টে টান যত বাড়ে, মস্তিষ্কের কোষগুলি তার তত সূক্ষ্ম-সাড়াগ্রহণক্ষম হ'তে থাকে—আর, সে ততই জগতের সূক্ষ্মতম প্রদেশকেও অনুভব করতে থাকে। আর, এই হ'ল "যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা ইষ্ট স্ফুরে" বৈষ্ণবদের এই বাক্যের মুদ্দোত।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তবে শুনতে পাই যে প্রত্যেক বস্তুতে আমার ইষ্ট আছে—এইভাবে চিন্তা করতে-করতে নাকি ইষ্টস্ফুরণ হয়, এভাবে নাকি বৈষ্ণবেরা সাধন ক'রে থাকেন? এ-রকম কসরতে কিছু হয় নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। "জল নাই, থল নাই, বাহুত নামলো চরে!" কতকগুলি মুসলমান ছেলেপিলেরা দেখলে—বাবা, কাকা, ভাই, এরা পলো ঘাড়ে ক'রে নিয়ে

যেয়ে চরে কোন জলার ভেতর থেকে নানারকম মাছ মেরে নিয়ে এল। এই দেখে কতকগুলি তাদের ছেলেপিলে, ন্যাংটা পোঁদে বেড়ায় যারা, ভাবলে—এই পলো নিয়ে চরে চাপ দিলেই বুঝি মাটি ফুঁড়ে মাছ বেরোয়। দুই-চার জন যুক্তি করলে, বললে—ভাই, চল, আমরা মাছ মেরে নিয়ে আসি। এই ব'লে বাড়ী থেকে পলো চুরি ক'রে নিয়ে, পাঁচ-সাত জন মিলে দুপুর রোদে চরে বালির ভেতর পলো দিয়ে অনবরত চাপ দিতে লাগলো। এদিকে ছেলেদের মায়েরা তাদের ছেলেদের না দেখে ভাবনায় অস্থির হ'য়ে উঠলো; আর দেখলে বাড়ীতে পলোও নেই—ভাবলে, হয়তো তারা জলায় মাছ মারতেই গেছে—এখনই হয়তো ক'টা ডুবে মরবে! এই ভেবে কয়েকজন মায়েরা খুঁজতে-খুঁজতে ছুটলো কোথায় তাদের ছেলেরা কী করছে দেখতে। তারপর দেখতে পেলে—দুপুর রোদের ভেতর ঐ দুর্দ্দান্ত গরমে তাদের ছেলেরা ঐ বালির ভেতর বালিতে পলো দিয়ে চাপছে—দুই-একটা পলো ভেঙ্গেও গিয়েছে। তার-পর রেগে ছেলেদের ভেতর প'ড়ে বেদম পিটুনি আর কি! আর বলতে লাগলো, "জল নেই, থল নেই, বাহুত নামলো চরে"—এই ব'লে কাউকে কিল, কাউকে চড়!

এও তো এমনতর প্রায়। যা' করলে টান হয়, যা' করলে টান বাড়ে, আদর্শে প্রাণ আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, তা' কিছুই নেই; চোখ কটমটিয়ে গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায়, বেড়াল-ছাগল-কুকুরে কল্পনা করতে লাগলে যে ইষ্ট দেখছে—ক্ষেপা নাকি! * এ বেকুবের জ্ঞান। এ বেকুবী পাওয়ায় চক্ষু ছানাবড়া ছাড়া আর কি হবে! তাই যদি হ'ত, দিন লাখ-লাখ মানুষের দু'-চারদিন এৎফাঁক ক'রে ও দাঁত-মুখ সিটকে, তাড়াং-তাড়াং চক্ষু ক'রে, কল্পনায় এদিক-ওদিক

---

* মীরা কহে "বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা।"

জ্ঞান কর্ম্মে যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেমামৃত রস॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

তাকিয়ে ইষ্ট দেখলেই হ'য়ে যেত! টান ছাড়া, আপ্রাণ অনুরক্তি ছাড়া, এই টানের যোগ ছাড়া ভগবান্‌কে কেউ কি কখনও কাবেজে আনতে পেরেছে?

মীরাবাঈ-এর অতি-প্রচলিত গীতি-পদাবলীর ভেতর একটা ঐ যে আছে—

নিত্‌নাহনে সে হরি মিলে তো
জলজন্তু হোই।
ফল-মূল খাকে হরি মিলে তো
বাদুড় বাঁদরাই॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো
বহুত বৎস-বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে
নাহি মিলে নন্দলালা॥

আর গীতায় আছে—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।
* * *
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ।"

২

১৫ই পৌষ—রাত্রি প্রায় সাত ঘটিকা। দুই দিন যাবৎ খুব শীত পড়িয়াছে, মাঝে-মাঝে কনকনে হাওয়া বহিতেছে। বড়দিনের ছুটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্দর্শনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ রহিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর ভিতর তক্তপোষের উপর অর্দ্ধশায়িত। বৈদ্যুতিক আলোতলে আমরা সকলে উপবিষ্ট।

প্রশ্ন। আপনি বলেছেন, মুক্তি হ'লেই সত্যিকার চলনা সুরু হয়—তাহ'লে মুক্তিটা কী? সাধনাই তো মুক্তির জন্য শুনতে পাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের বৃত্তিগুলি, যারা নাকি মানুষের বাইরের নানাপ্রকার সাড়ায় প্রলুব্ধ ক'রে নানা ধাঁজে, নানান অবস্থার ভেতর নিয়ে, বেদম নানান রং-এ রঙিয়ে, ঘাড় ধ'রে অজস্রপ্রকার অবস্থায় তুলছে, ডুবুচ্ছে, চুবুচ্ছে—আর তারই ফলে, মানুষের সম্মুখে তার জীবন-বর্দ্ধন-উপযোগী ভোগসম্ভার যা'-কিছু আছে তা' তো ভোগ করতে পারছেই না, বরং মানুষকে তারা হরদম নানা বেকায়দায় ফেলে খেয়ে ফেলতে চায়—চায় কেন, খেয়েই ফেলে। এই বৃত্তিগুলিকে মনীষীরা সাধারণতঃ ছয় ভাগে ভাগ করেছেন। তারা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য। আর, ওরা এমনতর করে ব'লেই এদের নাম রিপু বলা হয়। এরাই হ'চ্ছে ষড়রিপু।

রিপু মানেই হ'চ্ছে শত্রু—যা'-নাকি মানুষকে বিধ্বস্ত করে, অপদস্থ করে, এমন-কি মৃত্যু ঘটায়।

মানুষের ভেতরকার আদিম আসক্তি * সাধারণতঃ এদের ভেতর-দিয়েই, এদের মাফিক ভোগের লওয়াজিমায় ব্যস্ত হ'য়ে, তাহারই সংগ্রহে নানা রকমে ফেঁপে উঠে তারই জন্য মানুষকে আপ্রাণ ক'রে তোলে। আর, এই মানুষ কখনও কামুক হয়, কখনও ক্রোধী হয়, কখনও লোভের তাড়নায় পাগল হ'য়ে কত-রকমে কত-কী করে! মোহ মানুষকে দিগ্‌বিদিক-বিবেচনাহারা ক'রে চোখ বেঁধে সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়! মদ মানুষকে অবিবেচক মত্ততায় অবলুপ্ত ক'রে ফেলে! মাৎসর্য্য আবার এর ভেতর হামবড়ায়ের হাত-নাড়ায় মানুষের সামনে তাকে একটা বিরাট বেহুদে প্রতিপন্ন ক'রে অবজ্ঞায় নোংরা আটশেলে তার স্থান নির্দ্দেশ করে।

তাই, এদিগকে ঐ আদিম আসক্তির হিল্লে থেকে ছিনিয়ে, সেই আসক্তিকে মানুষ যখন এমনতর শ্রেষ্ঠে—যিনি মানুষের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে আরো উন্নতির পথে চালাতে পারেন, আর তাই যাঁর স্বার্থ—নিয়োজিত ক'রে, যুক্ত ক'রে ঐ বৃত্তিগুলিকে যখন তাঁরই স্বার্থে অর্থাৎ ঐ শ্রেষ্ঠের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে স্বার্থবান ক'রে তুলে তাতে উদ্দাম ও আপ্রাণ ক'রে তৎকর্ম্মে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করতে পারে অর্থাৎ বৃত্তিদের কোন খেয়াল, কোন ইচ্ছা, কোন পছন্দ, কোন প্রবৃত্তিই ঐ তাঁরই স্বার্থ-ব্যতিরেকে, এমন-কি, ঐ স্বার্থই আত্মস্বার্থ অনুভবে যখন কেবল ও একান্ত হয়, মানুষের মুক্তি তখন থেকেই সত্যিকার রূপ নিয়ে দুনিয়াকে সর্ব্বপ্রকারে সম্মোহিত ক'রে হাজির হয়। তাহ'লেই মুক্তি মানেই

---

* আমাদের সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক এই অর্থেই "আদিম আসক্তি" এই কথাটি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে libido বলা যাইতে পারে। Libido কথাটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে Prof. Jung বলিয়াছেন, "We are to emphasise the original unity of all instincts : and the energy expressed in all of them is called Libido."

হ'চ্ছে এই—ঐ বৃত্তিদের ধাঁধা থেকে একদম রেহাই ক'রে তাদিগকে যখন ইষ্টস্বার্থে স্বার্থবান্ ক'রে ভোগ করা যায়—তাই। * আর, মানুষের যখন এই মুক্তি সত্যিকার হ'য়ে চরিত্রে আবির্ভূত হয়, তখনই সুরু হয় তার অনন্তের পথে অসীম ভগবানে সহজ ও সার্থক চলনা। †

আর্য্যঋষিরা চিরদিনই এই মুক্তিকে মুক্ত ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ মুক্ত হ'লে কাঠ-পাথর হ'য়ে যায় না—বরং সম্পূর্ণরূপে পটু, দক্ষ, কর্ম্মক্ষম হ'য়ে ওঠে। ‡

---

* ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ —৫।১০ গীতা

কখন কিছুতে যখন তোমাকে বিচলিত করতে পার্‌বে না তখন তুমি মুক্ত।
—বিবেকানন্দ

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥ —শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫।৩২-৩৩

যে-দ্রব্যের কারণে যে-রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দ্রব্যের সেবনে সে-রোগের উপশম হয় না। কিন্তু যদি সেই দ্রব্যকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রণালীতে দ্রব্যান্তর দ্বারা ভাবিত করিয়া লওয়া যায়, তবেই তদ্বারা রোগের শান্তি হয়। সেইরূপ এই যে তাপত্রয়গ্রস্ত ভবরোগ, ইহার উৎপত্তি বৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে। স্বীয় সৎ বা অসৎ বৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপশম হয় না। কিন্তু সে-কর্ম্ম যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তবে ঈশ্বরের দ্বারা ভাবিত সেই কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিতাপের উন্মুলন সাধিত হয়।

মুক্ত বা আত্মদর্শন মানে কি জড়ের মত? এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মত—হ'য়ে বসে থাকা? * * * সেজন্য শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর সাধক ভূতে-ভূতে আত্মদর্শন করে, অভিন্ন জ্ঞানে সেবাপর হয়।
—বিবেকানন্দ

† মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ —১৪।২৬ গীতা

‡ জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে-ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এবমেবাভিপশ্যন্ যো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ —জীবন্মুক্ত গীতা

প্রশ্ন। শুনতে পাই, মুক্ত হ'লে আর কর্ম্ম-টর্ম্ম থাকে না। আপনি তো বলছেন আরও কর্ম্ম ঠ হয়—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা তো ঠিকই! মুক্তি হ'লে আর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ কর্ম্ম থাকে না।* এমনতর মুক্ত হ'তে গেলে পরে, মানুষ যে-জানাকে আহরণ করে, সেই জানার আগুনে তার ঐ বৃত্তি-পুষ্টি-করা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি পুড়ে-টুড়ে ছাই-পাঁশ হ'য়ে যায়। সে ভাবে—অযথা এমনতর সর্ব্বনাশা বেকুবী কর্ম্ম দিয়ে শুধুশুধি কেন বিধ্বস্তির স্রোতে মরণ-পাথারে ভেসে যাব? নানারকম এৎফাঁকি বুদ্ধি

---

* শিষ্য। তবেই ত এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশয় যে, জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ না কর্‌লে ঠিক-ঠিক পরার্থে কাজ করা যায় না।

স্বামীজী। শাস্ত্রে ঐ কথা বলেছে।

—স্বামী-শিষ্য সংবাদ

শ্রীরাম উবাচ :—

ভগবন্ করুণাবিষ্ট সদয় ত্বং প্রসীদ মে।
স্বরূপলক্ষণং মুক্তেঃ প্রব্রূহি পরমেশ্বর ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ :—

সালোক্যমপি সারূপ্যং সার্ষ্ট্যং সাযুজ্যমেবচ।
কৈবল্যং চেতি তাং বিদ্ধি মুক্তি রাঘব পঞ্চধা ॥ ৩
মাং পূজয়তি নিষ্কামঃ সর্ব্বদা জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথেপ্সিতান্ ॥ ৪
জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্ যস্তু সর্ব্বকামবিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমানরূপঃ সন্ মম লোকে মহীয়তে ॥ ৫
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
সোঽপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬
যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তৎ সর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্ ॥
মল্লোকং স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মমতুল্যং প্রভাববান্ ॥ ৭
যস্তু শান্ত্যাদিযুক্তঃ সন্ মামাত্মত্বেন পশ্যতি।
স জায়তে পরং জ্যোতিরদ্বৈতং ব্রহ্ম কেবলম্ ॥
আত্মস্বরূপাবস্থানং মুক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ ৮

—শিবগীতা, ১৩ অধ্যায়

দিয়েও মানুষ অনেক সময় খানিকটা মুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু ভক্তি মানুষকে সর্ব্বতোভাবে চিরমুক্ত ক'রে দিতে পারে।* আর, সে মানুষের অজ্ঞাতসারে ব্যতিব্যস্ত প্রাণের টানে বেলেহাজ অবস্থায় এনে তাকে সর্ব্বতোভাবে বৃত্তি-বাঁধন-হারা ক'রে অনন্ত ইষ্ট-উপভোগের উদ্দাম ঝর্ণায় নিয়ে ফেলে প্রেমের অফুরন্ত পাথার ক'রে দিতে পারে। তাই গানে আছে, "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই।" †

প্রশ্ন। বৃত্তি তো সৎ-অসৎ সব রকমই আছে, এ-মুক্তি কি সৎ, অসৎ সব থেকেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তি-মাফিক সৎ, অসৎ যা'—তা' সব থেকেই মানুষ মুক্ত হয়, ভক্তি যখন তাকে বৃত্তির হাত থেকে বাঁধনহারা ক'রে দেয়। ‡

---

* মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি ?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ —গীতা ১৮।৫৫

† ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১৬
মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দোহার গতি।
স্থাবর দেহ দেব দেহ যৈছে অবস্থিতি ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

‡ কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ-কামী সকলি অশান্ত ॥

—মধ্যলীলা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥
যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ-পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১৪উ।১০৯-১১০

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ —গীতা ৯।২৮

কারণ, মানুষ তখন নিজের স্বার্থই বিবেচনা করে—ইষ্টের স্বার্থ সম্পাদন করা। আর, ইষ্ট বাদ দিয়ে সে তখন নিজের ভালও চায় না, মন্দও চায় না। তখন বৃত্তি নাজেহাল আর কি—বহুরূপীর মতন নানাবেশে তাকে প্রলুব্ধ করতে কত এতফাঁক ক'রে তার সম্মুখে হাজির হয়! সে কিন্তু ইষ্টস্বার্থের মাপকাঠি সব সময় তার বিবেচনার হাতে রেখে দেয়; যা-ই যেমনভাবেই তার সম্মুখে আসুক না কেন, সে কিন্তু ঐ মাপকাঠি দিয়ে তাকে না মেপে কখনই ছাড়ে না; আর তাতে যদি সে সন্তুষ্ট হয়, তখন সে তার খুশি-মাফিক, সুবিধা-মাফিক, তা' নিয়ে চলে; এমন-কি দয়াদাক্ষিণ্য, সেবা, ভালবাসা, পরোপকার ইত্যাদি যাই-কিছু হোক না কেন,—যদি সে টের পায়, এগুলি তার ইষ্টের কোন রকমেই সুবিধে সৃষ্টি করবে না,—সে তাতেও অবলীলাক্রমে একদম বে-রাজী।

সে সব-সময়েই চায় সর্ব্বতোভাবে সবের ভেতর তার ইষ্টপ্রতিষ্ঠা—ইষ্টের জীবন, যশ ও বৃদ্ধি,—যা'-নাকি তাঁকে আরো ক'রে আগলে ধরে, অটুট ক'রে রাখে, উদ্দাম তৃপ্তিতে অঢেল চলনে তার ইষ্টে অমৃত বর্ষণ করে। আর, তাই হ'চ্ছে তার নানারকমের ভেতর-দিয়ে, নানারকমে তার দুনিয়া দিয়ে ইষ্ট-উপভোগ। এ উপভোগের নেশা সে কিছুতেই ত্যাগ করতে রাজী নয়—এমন-কি ভগবত্তাও যদি এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবেও সে হলদোল খায় না। তখনই যেন ভগবত্তা বাধ্য হ'য়ে তার ইষ্টে ভগবান্ আবির্ভাবে আভিভূর্ত হন—লাখ দুনিয়ার চরম মীমাংসা নিয়ে। তাই বোধ হয় গানে আছে, ভক্তির এ বেঘোর বেকায়দা দেখে তিনি বলেছেন "আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।"

প্রশ্ন। বহুজনের হিতই তো ধর্ম্ম ব'লে জানি; তাহ'লে দেশের বহু বড়-বড় লোক যে বহুজন-হিতায় কর্ম্ম করছেন—তা' কি প্রকৃত ধর্ম্ম নয়?

মুক্তি অর্থে একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—শুভ বন্ধন হইতে যেমন, অশুভের বন্ধন হইতেও তেমনি মুক্তি। সোনার শিকলও শিকল, লোহার শিকলও শিকল। আমার আঙ্গুলে একটি কাঁটা ফুটিয়াছে, আমি আর একটি কাঁটা দ্বারা কাঁটাটি তুলিলাম। তোলা হইয়া গেলে দুইটি কাঁটাই ফেলিয়া দিলাম। দ্বিতীয় কাঁটাটি রাখিবার দরকার নাই, কারণ উভয়টিই কাঁটা ত বটে।

'কর্ম্মযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর। তুমি বহুজনের হিত করবে কি ক'রে? যাই করতে যাবে, ঐ বৃত্তি বা প্রবৃত্তি দিয়েই তো? আর, ঐ বৃত্তিগুলো তো তাদের নিজের ভোগ-ইন্ধন সংগ্রহে আপ্রাণ; আর, সেগুলি যোগাড় করবে—তোমার অস্তিত্বে নিহিত রয়েছে ভগবানের যে আত্মবিচ্ছুরণী শক্তি, সেই আসক্তিকে তারা তোমার অস্তিত্ব থেকে চুরি ক'রে নিয়ে, তোমায় তাদেরই পেট ভরাবার উপাদান-সংগ্রহে নিয়োজিত ক'রে। তাহ'লেই তারা ভালই করুক আর মন্দই করুক, নানারকমে তোমাকে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো ক'রে নিঃশেষে সাবাড় ক'রে যে দেবেই! তাই, যতক্ষণ তুমি বৃত্তি-আসক্তি-সম্পন্ন আছ, ততক্ষণ তোমার পক্ষে কি করা সম্ভব? * যাই করতে যাবে, ঠকা তোমাকে কাবু করবেই করবে। আর, ইষ্টস্বার্থ-লোলুপ হ'য়ে যখনই তুমি ঐ বৃত্তিদিগকে জুতো মেরে তাঁরই কাজে বাগাতে বাধ্য করবে, তখনই হবে তোমার সত্যিকার স্বার্থপুষ্টি; কারণ, ওরা বেপরোয়াভাবে তোমাকে নিয়ে যা'-তা' করতে পারবে না। তখন করার আগে যত বাধাই যেমনতর-ভাবেই আসুক না কেন, তোমার ঐ ইষ্টস্বার্থ-আকৃতিই শক্তিরূপে ফেঁপে উঠে সব নিঃশেষ ক'রে দেবে।

কৃতকার্য্যতা আসবেই, কারণ, তা' তোমার চাই-ই—না-পেলেই তোমার নয়! তাহ'লেই বোঝ, লোকহিত করতে গেলেই প্রথমেই চাই অটুট ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ হওয়া—আর, এই হ'চ্ছে করায় কৃতকার্য্য হওয়ার একমাত্র গুপ্তমন্ত্র।

প্রশ্ন। আচ্ছা, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলেছিলেন, "চাপরাশ নইলে কী কাজ করবি?" তা' কি এই ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতা?

---

* যে-লোক শিক্ষা দেবে, তার চাপরাস্ চাই। না হ'লে হাসির কথা হ'য়ে পড়ে। আপনারই হয় না, আবার অন্য লোক; কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে ল'য়ে যাচ্ছে! (হাস্য)। হিতে বিপরীত হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবেই কার কি রোগ বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়।

আর তুমি কে যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো; তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে সকলের হিত ক'র্‌তে পারো। নচেৎ নয়।

—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই? এই চাপরাশ আচ্ছা ক'রে বুকে বেঁধে বিধি-মাফিক করার ভেতর-দিয়ে যেই চললে, দুনিয়া তোমায় এস্তেয়ার সেলাম ঠুকবে—সেলাম নিয়ে আর থলকুল পাবে না।

প্রশ্ন। তা'হলে জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, যেমন নেপোলিয়ন, লেনিন, হিটলার প্রমুখ প্রত্যেকেই কি ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন? আর, সেইজন্যই তাঁরা বড় হয়েছেন? তাঁদের জীবন দেখে আমরা তো তা' বুঝতে পারি না!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইষ্ট মানেই হ'চ্ছে—শ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছিত ও অভিলষিত—যাঁকে পূজা করতে, স্তুতি করতে প্রাণটা তৃপ্তিতে আনন্দে ফেঁপে ওঠে। তাই, যাঁরাই দুনিয়ায় যেমনভাবেই বড়লোক হয়েছেন, তাঁদের গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে,—তাঁরা তাঁদের ইষ্টে, তা' যাহা বা যিনিই হউন—তাঁতে অটুট ও আপ্রাণ। তাঁরাই তাঁদের প্রিয়ের ঈপ্সিত যা', বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে, পূজায় তাঁকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে, নৈবেদ্য দেওয়ার প্ররোচনায় অচেল হ'য়ে, যা'-কিছু করবার, ঝড়ের মতন ক'রে গিয়েছেন। আর, এই করার ভিতর করেছেন,—সব-দিয়ে তাঁরই ঐ প্রিয়, বাঞ্ছিত, অভিলষিতের দীপ্ত প্রতিষ্ঠা।*

আমরা তো ও-সব খোঁজ-খবর নেব না! বড় হবার নেশায় লেজামুড়ো বাদ দিয়ে, করাগুলি নকল ক'রে তাই করতে গিয়ে, হাড়মুড় ভেঙ্গে নাজেহাল হ'য়ে

---

* My greatest love was for my mother. To displease her was my one fear.

—Benito Mussolini

Adolf loved his mother passionately. Throughout his life Hitler has been subconsciously proving to his mother, the only woman he has loved, his right to independence, success and power.

—John Gunther

It is clear to the point of triteness that most of the great men of the world had remarkable mother and that the development of their son's oedipus complex was of paramount importance in their character and careers.

—Inside Europe

অবশেষে আপসোসে নিয়তির ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে, হা-পিত্যাশ চাউনি চেয়ে, মরণের কোলে ঘুমিয়ে পড়া! ও বাবা, ও-সব কিছুতেই হবার যো নেইকো!

যার ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠে আসক্তি যত-বড় বেগবতী, তার আহরণ ও সংগঠন তত বিরাট—আর, এই ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠ যত শ্রেষ্ঠ-পূরণ,—তার আহরণ-সংগঠনের সহিত চলনাও জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে তত এস্তার ও নিবিড়।

প্রশ্ন। আচ্ছা, বৃত্তিগুলি শুষ্ক ক'রে তোলাই কি ধর্ম্ম? দেশের যাঁরাই একটু-আধটু ধর্ম্ম করেন, তাঁদেরই তো দেখে মনে হয়, কেমন শুষ্ক ও নিরুদ্ধবৃত্তি, ক্ষীণ জীবন ধারণ ক'রে চ'লেছেন; ভাল করারও ক্ষমতা নেই, মন্দ করারও সাধ্যি নেই—একটা নিশ্চেষ্ট জড়ত্ব!

শ্রীশ্রীঠাকুর। আদর্শ-স্বার্থ-পরায়ণ যাদের বৃত্তিগুলি নয়, বাস্তবিকভাবে প্রত্যক্ষভাবে, তারাই অস্বাভাবিকভাবে বৃত্তির খোরাক জুগিয়ে তাদিগকে অপটু ক'রে তুলে বেপরোয়া বদহজমিতে তাদিগকে ক্ষীণ ও শুষ্ক ক'রে ফেলে। কারণ, ঐ বৃত্তির ভেতর-দিয়ে, বৃত্তি নিয়োজিত ব্যাপারে, মানুষ—তার টানের ভেতর-দিয়ে অস্তিত্ব চুঁইয়ে—ক্রমশঃ ক্ষীণ, অবসন্ন অলসতায়, হতাশায় মরণে গা ঢেলে দেয়। তার ফলে বৃত্তির অবস্থা কী হয়, তা' তো বুঝতেই পারেন! মানুষের বৃত্তিগুলি তো তার অস্তিত্বকে অবলম্বন ক'রেই নিজের আত্মরক্ষা ক'রে। যা' দিয়ে সে রক্ষা পাচ্ছে তা' যতই নিঃশেষ হয়, তার কর্ম্মও তত নিঃশেষের দিকেই চলে। কুলগাছে আলোকলতা তো দেখেছেন? সোনালী রঙের আলোকলতা রূপালী গর্ব্বে কেমন ঢলঢলে হ'য়ে কুলগাছকে আঁকড়ে ধ'রে মানুষের চোখ-মোহান ভঙ্গীতে কেমন শোভা পায়! ওর খোরাক কিন্তু ঐ কুলগাছের পোষণীয় রস; ও-কিন্তু সেই কুলগাছকে—যাকে আশ্রয় ক'রে অত রূপালীবেশে দাঁড়িয়ে মানুষের চোখ ঝলসায়—তাকে কিন্তু তার অর্থাৎ ঐ কুলগাছের পোষণোপযোগী কিছুই দেয় না, তারা কেবল খেয়েই যায়। তার ফলে, অতি অল্প দিনের ভেতরেই কুলগাছও সাবাড়, সঙ্গে-সঙ্গে ও'-ও সাবাড়। ও যদি ওর অত রূপ দিয়ে ঐ কুলগাছের পোষণ-গর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে তাতেই মত্ত হ'য়ে থাকতো, ঐ কুলগাছের জীবন, যশ ও বৃদ্ধি যদি একমাত্র ওর কাম্য হ'ত—ওর রূপের, বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার বাহার যে কত বেড়ে যেত তার ইয়ত্তা নেই!

মানুষের বৃত্তিগুলিও হ'চ্ছে ঠিক তাই—ঐ আলোক-লতার মতন। বৃত্তি আছে, তাই মানুষের বাহারও আছে। আর, বৃত্তি যদি মানুষের অস্তিত্বকে বৃত্তিস্বার্থপর ক'রে তোলে, তাহ'লে মানুষের অবস্থা ঐ কুলগাছের মতনই হ'য়ে দাঁড়ায়—তা' তার বৃত্তি-ফিত্তি সব নিয়েই। আর, বৃত্তি নিয়ে মানুষের অস্তিত্বটা যদি, যা'-দিয়ে তার জীবন, যশ ও বৃদ্ধি এন্তার হয়, শুধু সেই স্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তার যে কী বাহার, আলোক-লতা যদি তা' হ'ত, তার অবস্থা ভেবেই বুঝতে পারেন। তাই, মানুষের বৃত্তিগুলি যদি ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হ'য়ে, তাঁরই পরিপূরণ-বুদ্ধি নিয়ে ঐ ধান্ধায়ই জীবনকে চালিত করে, তবে তাকে আর রোখে কে? সে-যে এখনই অমৃতের আবহাওয়া নিয়ে দুনিয়ার 'পর প্লাবনের মত ঢ'লে পড়বে, তার কি সন্দেহ আছে? তাঁতে মুগ্ধ, তাঁকে ভাল লাগে—এইটুকু যা'-কিছু; দেখতে-দেখতে উতোল জলের মতন জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে উত্তাল হ'য়ে দাঁড়াবে, এর আর কি কোন সন্দেহ আছে? দুনিয়ায় এরকম হওয়াটা আমরা যে কত শুনেছি, দেখেছি—তার ইয়ত্তা নেই।

তাই বলছি, ওতে বৃত্তি তো শুকায়ই না বরং ন্যায্য পরিপোষণে সমৃদ্ধ হ'য়ে মানুষকে চাঁদের মত ঢলঢলে ক'রে তার স্নিগ্ধতায় প্রত্যেককে স্নিগ্ধ, সুস্থ ও স্বচ্ছ ক'রে তোলে। যত-সব বেকুব মাধবরা ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ না হ'য়ে, এই আপনাদের কথার মতনই বৃত্তিগুলি শুষ্ক হ'য়ে যাবে এই ভয়ে শিউরে উঠে একদম গলাবাত্তি করে। ফলে, ফেরতা চা-বাগানের কুলির মতন পোঁদ ঘেসরাতে ঘেসরাতে অবসন্ন বুকখানা নিয়ে মরণের উপকূলে হাজির হয়—ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে দুনিয়ার দিকে, শুধু অস্তিত্বটাকে ফিরিয়ে পেতে। *

---

* These are not men but hungers, thirsts, fevers and appetites walking. How is it people manage to live on, so aimless as they are? After their

আবার, যারা শক্তি-লোভী হ'য়ে, নিজেদের ছোটত্বকে একটা বড়ত্বে পর্য্যবসিত ক'রে, দুনিয়াকে তাক-লাগাবার টানে ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ তো হ'লেই না, বৃত্তিগুলিকে কটমটিয়ে নিরোধ করলে, প্রাণ আসে কি যায়, তাদের অবস্থা—জলের শামুক, জল নেই এমনতর ডাঙায় পড়লে পরে তার দুরবস্থা যেমনতর—ঠিক তাই। তার মুখের ঢাকনি খোলার দফা তো নিকেশ—শুঁড়-টুঁর বের ক'রে কোন-রকমে যে চলবে তার দফাও নিকেশ! তার খোলার উপর বেদম স্থূর্য্যিমামার দয়া প'ড়ে, ঘেলুগুলি শুকিয়ে জীবনবাতি চড়বড় করতে-করতে আত্মরসে কাঠভাজনে ভাজা হ'য়ে সহজ অবস্থায় এক রকম কয়লা আর কি—ফলে, থাকে শুধু খোল! যদি দেখার ভুলে কোন মানুষ তাকে মাড়ায়, নেহাৎ ভাগ্যি না থাকলে কেটেকুটে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাতেই কি শুধু রেহাই—প্রায়ই দেখা যায় পুঁজের টনটনানি! একবার ও-অবস্থায় পড়লে চোখের বাবার সাধ্যি নেই যে আর নজর না রাখে,—ঐ সাধু-খোলস শামুকের ওপর। †

তাহ'লেই বুঝুন, ধর্ম্ম কী—বৃত্তিস্বার্থ-পরায়ণ হওয়া, না ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ না হ'য়ে সেগুলিকে নিরোধ করা, না তাদের এন্তার ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ ক'রে তোলা?

---

pepper-corn aims are gained, it seems as if the lime in their bones alone hold them together and not any worthy purpose.

—Ralph Waldo Emerson

The bodies of almost untold numbers, living their onesided, unbalanced lives, are every year, through these influences, weakening and falling by the wayside long before their time. Poor, poor houses! Intended to be beautiful temples, brought to desolation by their ignorant, reckless, deluded tenants.

—Poor Houses

† The emaciated bewildered ascetic, reduced to the dimmest spark of life, equally incapable for lack of energy, of committing good or evil, is not a demi-god but a shrunken creature of what man ought to be,—so at least does common sense pronounce.

—James H. Leuba

প্রশ্ন। বৃত্তিগুলি যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি—এগুলিকে আদর্শে স্বার্থ-পরায়ণ ক'রে তোলার মানেই বা কি? আর, তুলতে পারা যায়ই বা কি-ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শুনেছি, কলকাতায় নাকি ট্রাই মারার দল আছে। তার একজন মেম্বারের সাথে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বললে—মানুষের যদি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির কোন ইচ্ছা থাকে, কিংবা রাতারাতি বড়লোক হ'বার কোন বুদ্ধি থাকে, এমন-কি তার কোনও এমনতর চাহিদা থাকে যার জন্য সে যা'-তা' করতে পারে এমনতর কিছু, কোন মানুষের সাথে আলাপ-টালাপ ক'রে যদি সে বুঝতে পারে তবে সে নাকি নির্ঘাত তাকে ট্রাইয়ে ফেলতে পারে।* সে তা' জেনে তার প্রয়োজন ও পাওয়ার উপকরণ এত জ্বলজ্বলে ক'রে তার সম্মুখে ধরে, তাতে সেই মানুষ তাকে বিশ্বাস না ক'রেই পারে না। এমন-কি, এই মানুষ তাকে এমনতর বন্ধু ভেবে ফেলে, ঐ-সব সম্মুখে ধরার পর সে লাখ রকমে তাকে যদি তা' হ'তে নিবৃত্ত হ'তে বলে, প্রত্যেকবার বলার সাথে-সাথে সে তার চাহিদা ও পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ফেঁপে উঠবে চারগুণ; উল্টো ঐ মানুষ তাকে ভরসা ও বাহাদুরি দিয়ে উত্তেজিত ক'রে তুলবে। আর, এই রকম ক'রে চলাই হ'চ্ছে, তা'কে ট্রাই দিয়ে, তার টাকাকড়ি যা' আছে তা' স্বেচ্ছাক্রমে লুট করার খুব সোজা ও সুন্দর উপায়!

এমনতর ক'রে সে বহু টাকা উপায় ক'রেছিল। কিন্তু এতে তার ক্রমে-ক্রমে বিবেকে বড়ই বাধতে লাগলো; শেষে আমার কাছে এসে হাজির। একদিন খুলে তার ব্যথার কথা সমস্ত আমাকে বললে। আমি তাকে আমার যা' বলবার ব'লে বুঝিয়ে দিলাম সাধ্যমত—সেও খুশি হ'য়ে বেশ চলতে লাগলো।

---

* ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥ —মনু ২।৯৯

যেমন কোন জলপূর্ণ চর্ম্মপাত্রে একটি ছিদ্র থাকিলে তদ্দারা সমুদয় জল বহির্গত হইয়া যায়, সেইরূপ সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহার একটি ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হয়, তাহার আর সমুদয় ইন্দ্রিয় সংযত থাকিলেও সমস্ত প্রজ্ঞা বিলুপ্ত হয়।

সে বলে—যদি কোন চাহিদা কারও প্রবল থাকে, সব চাহিদাই যাকে সমর্থন করে ঐ বুদ্ধি-শুদ্ধি তার ফেঁপে উঠে আশা ও ভাবের ছলছলে জলে সাঁতার কাটতে থাকে, ঠিক যেন পুঁটিমাছ। এই হ'ল বৃত্তি-স্বার্থপর বুদ্ধির চলতি-চোস্ত ছোট্ট একটু জরিপ।

মানুষ ঐ অমনতর ভাবেই যদি সে তার সমস্ত বৃত্তি নিয়ে বৃত্তিগুলিকে এমনতর রকমে চালনা করে, যাতে তার ইষ্টের প্রতিষ্ঠা, তার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির পরিপোষণ ইত্যাদি হয়—এই যে ঝোঁক বা ন্যাককেই বৃত্তিগুলিকে ইষ্ট-স্বার্থ-পরায়ণ করা বলে।

মনে করুন, আপনার কাম-রিপু আছে। সে-রিপু দিয়ে যদি দেখতে পান, আপনার ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কোনরকমে হ'তে পারে কিংবা তার প্রতিষ্ঠার ভেতর-দিয়ে জীবন, যশ ও বৃদ্ধির উপকরণ সহজ হ'তে পারে, তখন হয়তো ঐ রিপুকে ন্যায্যতঃ যেমন ক'রে তা' সম্ভব হয় তা' করতে লাগলেন ; তখন ঐ কাম আপনাকে তো মুগ্ধ করতেই পারলে না, কামলোলুপ তো করতেই পারলে না,—অথচ তাকে যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে আপনি জীবন ও বৃদ্ধির পোষণীয় কিছু সংগ্রহ ক'রে নিলেন ;—ক্রোধ, লোভ ইত্যাদিরও তেমনতর।

মনে করুন ঐ ট্রাইদার মেম্বারের কথা। সে কিন্তু তার সমস্ত বৃত্তি দিয়ে যোগাড় করতে মজবুত সবার বৃত্তির উপর হাত ঘুরিয়ে, নানা কায়দা-বেকায়দায় তার স্বার্থ-সম্পাদনের উপকরণ যা'-কিছু বাইরে প্রত্যেকের কাছে যা' আছে। সে টের পায়—আর সে নিজে বেশ ক'রে টের পেয়েছে, মানুষের বৃত্তিগুলিকে কেমন ক'রে লেলিয়ে দিয়ে তার নিজের চাহিদাকে পরিপূরণ করতে হয়। কারণ, সে বাঁধা আছে তার ঈপ্সিত যা', চাহিদা যা' তার কাছে এত কঠোর-ভাবে যে, যে-কোন রকম ক'রেই হোক, সে পারিপার্শ্বিক থেকে তার চাহিদাকে কুড়িয়ে নেবেই। আর, এগুলি তার জানার একমাত্র কারণই হ'চ্ছে, তার ঈপ্সিতের উপর তার এত টান যে সে কখনও তা' থেকে এক পা-ও টলে না। তাই, তার বৃত্তিকে ট্রাই দিয়ে কেউ—সে তার চাহিদা-পরিপূরণের কঠোর আকাঙ্ক্ষায় যা' সংগ্রহ করেছে—তা' বের ক'রে নিতে পারে না। সে তার বৃত্তিগুলিকে হরদম এমন ক'রে নিয়ন্ত্রণ করছে—যেখানে যেমনতর ভঙ্গীতে, যা' ক'রে, যা' ক'য়ে তার উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে। এটা তার ঐ চাহিদার

টান, জীবনে সহজ ক'রে দিয়েছে। সে এমনতর রাগ করে না, যে-রাগে তার চাহিদা আহরণের অন্তরায় হয় ; এমনতরভাবে কোথাও কামুক হয় না, যে-কামে তার ঐ চাহিদা আহরণের কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি করতে পারে ; এমনতর লোভে সে কখনও লোভী হ'য়ে দাঁড়ায় না, যে-লোভে তার ঐ চাহিদা যোগাড়ের কোন-রকম ব্যত্যয় ঘটাতে পারে। বরং যে-জায়গায় যেমনতর, সেই জায়গার হিসাবে এমনতরভাবে সে তার বৃত্তিগুলিকে লাগায়, যাতে টপ ক'রে তার এসব কাজ হাসিল হতে পারে।

এইগুলি হ'চ্ছে কেন ? এ তার ঐ ঈপ্সিত বা চাহিদা-পরায়ণতারই ফল। আর, সে যদি ঐরকম চাহিদা-পরায়ণ না হ'ত, সে নিজে যে কত লোকের ট্রাইয়ের বস্তু বা বিষয় হ'ত, তার ইয়ত্তা নেই। ইষ্টস্বার্থপরায়ণ কামের আরও অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মহাভারতে আছে—শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের বিবাহ, যার ফলে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়েছিল ! অর্জ্জুনের কিন্তু মনেও ছিল না যে সে চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছে। যখন বভ্রুবাহন তার ছেলে ব'লে পরিচয় দিলে, তাকে বরং সে ঠাট্টাই করেছিল, যাতে বভ্রুবাহন অতো উদ্দাম হ'য়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাকে পরাজয় করলে।

প্রশ্ন। এতদিন জানতাম, ধর্ম্ম-সাধনায় সৎবৃত্তিগুলিরই প্রয়োজন। আপনি তো বলছেন, সব-বৃত্তিগুলিকেই ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ ক'রে তোলা যায় ! তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সৎ মানেই হ'চ্ছে বাঁচন ও বৃদ্ধি-পাওন ;* যা'-কিছু দিয়েই হউক, এই বাঁচন ও বৃদ্ধি-পাওন পোষণ পায়, পুষ্টি পায়, তাই সৎ।

* সৎ এই কথাটি আসিয়াছে অস্ (থাকা) + অৎ (শতৃ, র্তৃ) হইতে। যাহার অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা আছে, অর্থাৎ যে বা যাহা অস্তিত্বের অনুকূল তাহাকে 'সৎ' আখ্যা দিই। আবার যাহার অস্তিত্ব আছে তাহারই বিকাশ আছে—তাই, যাহা-কিছু বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল তাহাকেই আমরা সৎ বলিয়া থাকি।

ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে এই বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে উন্নত করা, অবাধ করা, অবিরল করা। মানুষের যা'-কিছু যখনই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রত্যেকটি প্রত্যেকের মতন থাকে, কেউ কাউকে সাহায্য করে না, প্রণালীবদ্ধ হয় না, তখন তা'-দিয়ে মানুষের থাকাটাই বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হ'য়ে ওঠে। আবার, যখনই সেগুলি কেন্দ্রস্বার্থ হ'য়ে, প্রণালীবদ্ধ হ'য়ে পরস্পরকে পরস্পর এমনতরভাবে সাহায্যপটু হয়, যাতে-নাকি প্রত্যেকের থাকাই প্রত্যেকের থাকাকে অটুট ও অবাধ ক'রে তোলে, তখনই তার যা'-কিছু সব নিয়ে, একটা স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত সুবিধানে পরিণত হয়। তখন থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া, তার একটা বিরাট অস্তিত্ব ঘোষণা ক'রে পারি-পার্শ্বিক থেকে পোষণ-বর্দ্ধনের উপকরণ সংগ্রহ করতে-করতে চলতে থাকে।

তাই, তোমার যে-কোনও বৃত্তি থাক্ না কেন, সবগুলিই যদি ইষ্টস্বার্থপরায়ণ হয়, তাহ'লেই সে-সব বৃত্তি তোমার সৎবৃত্তি নিশ্চয়! আর, তোমার ভেতর যদি লাখ সৎ বৃত্তিও থাকে, তা' যদি ইষ্টে প্রণালীবদ্ধ হ'য়ে প্রত্যেকটি প্রত্যেকের অস্তিত্বকে আরো-ক'রে ফুটিয়ে না তোলে, সুনিয়ন্ত্রিত কোন বিধানে স্বতঃ-পর্য্যবসিত না হয়, তবে তা' সবগুলিকে জেনো—অসৎ বৃত্তি। * কারণ, সেগুলি তোমার এবং তুমি যা'দিগকে নিয়ে একটা বিধানে পরিণত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ, তা' সব ভেঙ্গে-চুরে টুকরো-টুকরো ক'রে মরণ-মিলনে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে।

তাই, ও বৃত্তি-ফিত্তির সৎ-অসৎ ব'লে কিছু নেইকো। সৎ-অসৎ তাদের নিয়ন্ত্রণে, তার ব্যবহারে। তুমি তোমার কোন বৃত্তিকেই তাচ্ছিল্য করতে পার না, মেরে ফেলতে পার না বা রেখেও শুকিয়ে ফেলতে পার না। যাকেই তা' করবে, তোমার অস্তিত্ব পরিপোষণ না পেয়ে ততখানি নেমে যাবে। সে-নামার

---

* কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান-তমঃ-ধর্ম্ম॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। আদিলীলা

ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম সেই মহাতমঃ॥ ঐ ঐ

ফলে, তোমার মরণও আসতে পারে। আবার, তাদিগকে যদি অস্তিত্ব-পোষণোপযোগী ক'রে নিয়ন্ত্রিত না কর, তারা যদি দুনিয়ার কোন উত্তেজনায় বিশ্লিষ্টভাবে নানারকমে উত্তেজিত হ'য়ে আপনা-আপনি প্রত্যেকে চলতে থাকে, তাতেও তোমার অস্তিত্ব বা বেঁচে-থাকা সাবাড়ের পথে এগুবে, সন্দেহ নাই। তাই ওগুলি পূর্ব্বে যেমন বলেছি, তেমনতর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেককে ইষ্টস্বার্থপরায়ণ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে ধর্ম্ম—জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অমৃতনিষ্যন্দিনী উপকরণ।

প্রশ্ন। তবে যে অনেকে বলেন যে প্রয়োগ বা উপায় সৎ না হ'লে লক্ষ্য সৎ হবে কি ক'রে? যেমন ধরুন, সত্য ব'লে একটা জিনিস তো আছেই, আর এই সত্যকেই তো মানতে হবে অনেকে বলেন—আর তাই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ছায়া ব'লে তো একটা জিনিস আছেই, তবে সেটা আলো আর কায়া যতক্ষণ আছে। সত্য মানেই হ'চ্ছে সৎ-এর-ভাব, আর এই সৎ-ই হ'চ্ছে থাকা আর বৃদ্ধি-পাওয়া। আর, এই থাকা আর বৃদ্ধি-পাওয়াকে যত-রকমে যা' পরিপোষণ করে, পরিবর্দ্ধন করে, পরিসেবন করে, তাই সত্য। ঐ বাঁচা, বৃদ্ধি-পাওয়াকে অবহেলা ক'রে এমন-কিছু, অথচ তার অস্তিত্ব আছে ছায়ার মতন,—কায়ার সাথে বা আলোর সাথে যার সম্বন্ধও নেই এমনতর কিছু দিয়ে, ঐ থাকা ও বাড়ার কিছুতেই কোন কাজে আসে না; আর তা',—যাদের থাকা-বাড়াই একমাত্র ধর্ম্ম—তাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই অসৎ—তাই অবজ্ঞার বিষয়। অসত্য ব'লে যদি কিছু থাকে তবে তাই তা'—এই বুঝে চললেই চলনা আর ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠবে না! এ করলেই ফল যুক্তি-ফুক্তি দিয়ে তা' বুঝতে হবে না। আর, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যদি কিছু থাকে তাহ'লে জানবেন এই-ই।

অন্যের বাঁচা, বৃদ্ধি-পাওয়া আমাদের কাছে এত মিষ্টি কেন তা' জানেন? কারণ ঐ আমার চারিদিকে যারা বেঁচে আছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের বাঁচন ও বৃদ্ধি-পাওনই আমার বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে অনবরত উদ্দীপ্ত ক'রে তারই ভরণ-পোষণ করছে ব'লে। সম্মুখে একজন যদি কেউ মরে, আমরা এত ভেঙ্গে পড়ি

কেন জানেন? ঐ মরণ আমাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে সন্ত্রস্ত ক'রে মরণ-বিভীষিকায় তৎক্ষণাৎ একটা কঠোর নাড়া দেয়—যেন থেকেই অনেকটা ম'রেই গেছি, যেন আমার অস্তিত্বই খানিকটা ভেঙ্গে ম'রে গেল! দুর্ভাবনায় অধীর হ'য়ে উঠলাম,—ভাবতে লাগলাম, দেখতে লাগলাম আবার পুনরায় কী করলে এমনতর মরণ আর না ঘটে—আমার এবং আর-কারোও। তাই, অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে সুনিয়ন্ত্রণে, সেবায় উদ্দীপ্ত ক'রে, অবাধ ক'রে নিজের বাঁচাকে উদ্দীপ্ত, অবাধ করাই হ'চ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম—এর-বড় ধর্ম্ম নেইকো!

প্রশ্ন। এই হিসাব-নিকাশ ক'রেই তো বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার দিক-দিয়েই সত্যমিথ্যাগুলি বেঁধে নেওয়া আছে। তবে আবার এই মিথ্যা ও অসৎগুলিও ব্যবহার-বিশেষে যে সত্য হ'য়ে উঠতে পারে, এ বিচারই বা করবে কে, আর বুঝবেই বা কেমন-ক'রে কখন কোন্ অবস্থায় কোন্‌টা সত্য হ'য়ে উঠেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাপে কামড়ে দিলে যে তুমি মর, দেখেশুনে তোমার বাঁচার ক্ষুধাই সেটা তো ঠিক ক'রে নিয়েইছে। ওটা তো সত্যি হ'য়েই তোমার কাছে দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু বিঘোর সান্নিপাতিক বিকারে যখন তোমার অস্তিত্ব হলদোল খেয়ে মরণের বিকট মুখে ধুঁকবে তখন ঐ সাপের বিষই যে তোমার জীবন-রক্ষক! আর কি-ক'রে ব্যবহার করলে তা' হ'তে পারে, এ-কথা ব'লে দেয় সেই বিচক্ষণ কবরেজ। বেঘোরে প'ড়ে শ্রদ্ধাবান হ'য়ে যখনই তাঁকে তুমি ডাকলে—তোমার বাঁচবার আশায়—সে এসে সাপের বিষকে সূচিকাভরণে তোমার মাথায় এমন ক'রে ঢুকিয়ে দিলে, কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই তুমি ধন্যবাদে অঢেল হ'য়ে ব'লে উঠলে—বাঃ! কবরেজ মশাই, শালা সাপ যে আমাকে এমনতর করবে, তা' তো আর আগে বুঝিনি! তোমার কি অদ্ভুত জানার কৌশল! কেমন, তাই নয়?

তখন ঐ অত্যাচারী সাপকেও রেখে যাতে তোমার ধ্বংস না আনতে পারে এমন ক'রে কি-ক'রে তোমার এবং তোমার মত বিধ্বস্ত আর কারোও বাঁচার কাজে লাগাবে তাই কি ভাবতে সুরু করলে না? হয়তো বললে—ভাই, সাপ-টাপ আর মেরো-টেরো না। ও' দেখলে যত ভয় হয়, ওর উপযুক্ত

ব্যবহারে এমন-কি মরণ-ভয়ও নষ্ট হ'য়ে যায়। কবরেজ মশাই আমাকে হাতে-কলমে এটা দেখিয়েছেন। যাক ভাই, মেরো-টেরো না, কায়দা-টায়দা ক'রে রেখে দাও; তোমার, আমার ও দশজনের একদিন কাজে লাগবেই লাগবে।

প্রশ্ন। কিছু বিচক্ষণ কবরেজ ছাড়া আর কেউ যদি এ-রকম করতে যায়, তাহলে তো মরণ নিশ্চয়! কে বিচক্ষণ কবরেজ, তাই-বা কি করে বুঝবো?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমরা সাধারণতঃ বিচক্ষণ বলি কা'কে? তাঁদিগকেই বিচক্ষণ বলি,—যাঁরা ক'রে শিখেছেন, ঠেকে শিখেছেন কোন-একটা অনুসরণের হেল্লায় দাঁড়িয়ে। তবে যিনি বা যাঁরাই অনুসরণ করতে-করতে পর্য্যালোচনায় যাঁর অনুসরণ করছেন তাঁর প্রতিষ্ঠার আবেগে পারিপার্শ্বিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে, তাঁর পূজার উপকরণ, নৈবেদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে, পরিশ্রমকে সার্থকে উপনীত ক'রে তৃপ্তিলাভ করেছেন,—তিনি বা তাঁরাই তো সত্যিকারের বিচক্ষণ!

তুমি যদি মা কিংবা বাবাকে আপ্রাণ অনুসরণ ক'রে থাক, আর তোমার পারিপার্শ্বিকের ভেতর থেকে তাঁদের প্রতি ভক্তি বা ভালবাসার টানের ক্ষুধায় তাঁরা যাতে তুষ্ট হন, পোষিত হন, তোমার পূজায় পাতি-পাতি খুঁজে তাঁর তৃপ্তির সম্ভার নৈবেদ্য-নিবেদন দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, তারই জন্য তোমার উদ্দাম আবেগ তরতর ক'রে একটা তৃপ্তির ব্যবস্থা নিয়ে কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠে; এই কর্ম্মঠ পর্য্যালোচনা তোমাকে যে অনুভূতি এনে দেয়, তোমার বাঁচার বিরুদ্ধে যা' তাদিগকে জয় ক'রে, তাদিগকে অঢেলভাবে উপভোগের আকৃতিতে, জীবন-বর্দ্ধনকে উন্নত ও অবাধ ক'রে রাখবার প্রচেষ্টায়, তোমাকে উক্তভাবে চলার ভেতর-দিয়ে যে অনুভূতি এনে দেয়,—সেই অনুভূতিই হ'চ্ছে তোমার বিচক্ষণতা।

অবশ্য, তুমি তোমার পিতামাতার যে ঐকান্তিক হ'য়ে আছ, ঐ ঐকান্তিক টানের ভেতর-দিয়েও তুমি পেয়েছিলে,—তাঁদের নিজের পারিপার্শ্বিকের ভেতর-দিয়ে অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পর্য্যালোচনায় যে অনুভূতি বা জ্ঞান তাঁরা লাভ করেছিলেন,—আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ তা'। আর, এটা যে পেয়েছিলে, তাঁরা তোমার

কাছে শ্রেষ্ঠ ব'লেই ; কারণ, তোমার জীবনের আগে তাঁরা জীবন পেয়েছিলেন, এবং তাঁদের জীবনের ভেতর-দিয়েই তোমার জীবনের উদ্ভব। তাই, তাঁরা নিঃসন্দেহেই সর্ব্বতোভাবে তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ। আর, তাঁরা তোমার কাছে এমনতর শ্রেষ্ঠ চিরকালই থাকবেন, তুমি দুনিয়ার কাছে যত বড়ই হও না কেন ; কারণ, তোমার মাথাতে সব রকমেই তাঁরাই বিদ্যমান। তুমি বিচক্ষণতায় পৃথিবীর গুরু হ'তে পার, কিন্তু লাখ বিচক্ষণ হ'লেও তাঁরা তোমার চিরন্তনের গুরু। কারণ, তোমার ঐসব বিচক্ষণতা, যা' তুমি পেরেছ লাভ করতে তাঁদের পূজার আকুতিতে পারিপার্শ্বিক-জগতে তোমার জীবনের ভেতর-দিয়ে—সে-সবই তাঁদেরই বিচক্ষণতা-নিংড়ান জিনিস ছাড়া আর কিছুই না!

তবেই এ-কথা ঠিক, তাঁকেই আমরা বিচক্ষণ ধ'রে নিতে পারি, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠকে পরিপূরণের ক্ষুধায়, বুভুক্ষুর মত পাঁতি-পাঁতি খুঁজে তাঁরই তৃপ্তি, পোষণ ও বর্দ্ধনের নৈবেদ্য জুটিয়েছেন—নিজের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে বিচক্ষণতায় উন্নত, অবাধ ক'রে, ঐ শ্রেষ্ঠেরই প্রতিষ্ঠায় পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেকের ভেতর, যাঁরা তাঁরই সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে, তাঁকেই একমাত্র স্বার্থ-কেন্দ্র ক'রে জীবন, যশ ও বৃদ্ধির ক্রমোন্নতিতে অধিরূঢ় হ'চ্ছেন। কেমন, তা' নয় কি? এই হ'ল বিচক্ষণতার ব্যাখ্যা, আমি যা' জানি।

আমরা যদি এই বিচক্ষণ বা শ্রেষ্ঠের অনুসরণ না করি, তবে ছোবলে কর্ম্ম যে সাবাড়, সে-বিষয়ে দুইমত আর কোথায় হবে? তবে জানার সবচেয়ে সোজা পন্থাই হ'চ্ছে, বিচক্ষণে বেদম ও অটুট অনুরক্তি।*

* তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—গীতা ১০।১০

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

—গীতা ২।৬৬

প্রাজ্ঞঞ্চ বীরঞ্চ বহুশ্রুতঞ্চ তং ধৈর্য্যশীলং ব্রতমন্তমার্যং।
সুমেধসং সৎপুরুষং ভজেত নক্ষত্রমার্গং ত্বিব চন্দ্রমাহি॥

—ধর্ম্মপদম

৫

প্রশ্ন। কিন্তু এই বিচক্ষণে বেদম ও অটুট অনুরক্তি তো দুর্ল্লভ! তবে আপনি যা' বলছেন, ধর্ম্ম বা সৎ-অসতের বিচার বা প্রয়োগ-কৌশল সাধারণের জন্য নয় তাহ'লে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমার বাবার এক চাকর ছিল। মোটের উপর সে মন্দ মানুষ ছিল না। কিন্তু কোন কাজ করবার কথা বললেই সে বলতো—আমি জানি না; কখনও বলতো—আমি গায়ে জোরই পাই না। বিয়ের গল্প পেলে সে মহোল্লাসে তাতে যোগ দিত। এই রকম দেখে বাবা ঠিক ক'রে নিলেন—ওকে কাজ করাবার একমাত্র ওষুধ ওর বিয়ের কথা। বিয়ের কথা বললেই বলতো, "কর্ত্তা, পঞ্চাশ বৎসর বয়েস হ'ল, কেউ কি আমার সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে ? আমার কুষ্ঠী-ফুষ্ঠী নেই—লোকে বলে, আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়েস হয়েছে। আমার কিন্তু তা' মনে হয় না; যদি খুব বেশীও হয়, আমি আন্দাজ করি বত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর হ'তে পারে।" বাবা বলতেন, "ওরে, আমিও তাই ভাবি, আর দেখতে এত সুন্দর তুই, অনেক বিদ্বান মানুষ এমনতর নয়; তোর বুদ্ধিশুদ্ধিও তো কত ভাল,—কেমন কায়দায় এক লহমায় কত কাজ ক'রে ফেলাস্।" "হাঁ কর্ত্তা, তা' একটু-একটু পারি বটে, আমার সাথে কাজ ক'রে কি কোন ব্যাটা পারে ? অমুক বাবুর আমাকে ছাড়া একটুকুও চলতো না। অমুক বাড়ীর কাছে একজনের একটা পরমা সুন্দরী মেয়ে ছিল, আমার চেহারা-টেহারা দেখেই হোক বা কাজকর্ম্ম দেখেই হোক, আমাকে কিন্তু চোখের আড়াল করতো না; আমার কিন্তু তা' দেখে বড়ই লজ্জা করত।" বাবা বলতেন, "হাঁ, হাঁ, তুই বা

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৬।২৩

যিনি ঈশ্বরে এবং গুরুতে পরাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন সেই মনীষী ব্যক্তিই এই উচ্চতত্ত্ব সমূহের উপদেশ-গ্রহণে সমর্থ।

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

—ছান্দোগ্য ৬।১৪।২

যিনি আচার্য্যকে আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ বিদ্যালাভে সমর্থ হন।

বলিস্ কি ? আমি সব বুঝি, তোর রকম-সকম দেখে আমি সব আন্দাজ ক'রে নিয়েছি।" ও হেসেই কুটপাট ! বাবাকে তেল মাখানোর সময় প্রায়ই এমন গল্প হ'তো। এমনতর গল্পের পর ও সারাদিন ফানুসবেগে চলতো, হাসতো, গাইতো, কত স্ফূর্ত্তি করতো—ওর ধাঁজই একদম বদলে গেল ! মাঝে-মাঝে বাবা বলতেন, "তোর জন্যে একটা মেয়ে আমি আঁচ ক'রেছি, হয়তো সকালেই তার খবর পাবো।"

কিছুদিন যাওয়ার পরই ও' অস্থির হ'য়ে উঠতো, বলতো, "কই কর্ত্তা, খবর-টবর তো আর কিছু পাওয়া গেল না।" যতই খবর পেতে দেরী হ'ত কিংবা নূতন কথার অবতারণা না করা যেতো, তার উদ্যম ঢের কমে আসতো, যেন নড়তেই পারতো না। একবার মেয়ে দেখবার প্রলোভনে সাজগোজ ক'রে বত্রিশ মাইল হেঁটে গিয়েছিল ; সকালে রওনা হ'য়ে রাত্রি ৮টার মধ্যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছিল। সেখানে বাবার এক কার্য্যকারক ছিল, তার কাছে উঠে তাকে বললে, "কর্ত্তা পাঠিয়েছেন আপনার কাছে, আপনি ব'লে কোথায় এক মেয়ে ঠিক করেছেন ?" যা' হোক, এমনি করতে-করতে কিছুদিন পরে তার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিল।

তবেই দেখুন, অনুরক্তি অমাদের ভেতরে আছেই। বৃত্তি-উপভোগের প্রবৃত্তি সম্মুখে নানারকমে আমাদের এতই প্রবল হ'য়ে দাঁড়ায়, তাতে এমন-কি আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির কথা,—যাকে অবলম্বন ক'রে আমাদের বৃত্তিগুলি নানাতে, নানা প্রবৃত্তিতে ধুঁকে-ধুঁকে বেড়াচ্ছে, তার কথা অনেক চাপা প'ড়ে যায় ; এমন-কি উপভোগ অবশ বা উপভোগ হতাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সে-কথা সাধারণতঃ স্মরণেই আসে না।

এই যে আমাদের ভেতর আমাদের অস্তিত্ব-প্রকাশী চেতনতা-মাখা আদিম অনুরক্তি ভেতরে ঠাসা রয়েছে, প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে, বৃত্তির ভেতর দিয়ে তা' উপচে উঠে প্রবৃত্তি হ'য়ে, উপভোগ-সন্ধানে নানাভাবে নানাসময়ে, নানারকমে বুভুক্ষিতের মতন ঢুঁড়ছে ; তার ফলে বিভ্রান্ত অস্তিত্ব অস্তি-বৃদ্ধি-বুদ্ধিহারা হ'য়ে ঠকছি, তবুও বেহদ্দের মতন নাছোড় সম্বেগে চ'লে-চ'লে জীবনটাকে পোষণে বর্দ্ধন-হারা ক'রে সাবাড়ের উপকূলে নিয়ে ফেলছি অযথা আমার

করতে, আমার ভাবতে, আর তা' নানা কায়দায় বুঝতে ; আর, এই বেহাল বুঝায় অনবরত না-বুঝার সম্পদ বাড়িয়ে, স্বতঃ অজ্ঞ ও মন্দদর্শী হ'য়ে জীবনটাকে নাকাল ও অবসন্ন ক'রে প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকে তার প্রতিষ্ঠা ক'রে পরম সর্ব্বনাশকে আমন্ত্রণ করছি—তা' নিজের ও অন্যের। এগুলি সব কী দিয়ে?

যদি আমাদের আসক্তি বা অনুরক্তি না থাকতো, তবে কি আর এরকম হ'তে পারতো? এই আসক্তি বা অনুরক্তি যদি বিধিমাফিক—যা' জীবন ও বৃদ্ধিদ—তার উপরে যুক্ত হয়, তবে আর আমাদের পায় কে? আর যা' আছে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন তো নয়ই বরং স্বায়ত্ত, তৃপ্তিদ ও আনন্দেরই। আমরা যদি শুধু ভাবি, ঐ বৃত্তি-ভোগের ভাবনা যেমনতর ক'রে ভেবে থাকি তেমনতর ক'রে—

হে আমার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির পরম সোহাগ! তোমায় আমি ভালবাসি—তুমি আমার, আমি তোমার! অনন্ত জীবন নিয়ে আমি তোমায় উপভোগ করবো! আমার যা'-কিছু সব নিয়ে তৃপ্ত ক'রে তৃপ্ত হব। আমি তোমায় চিরদিন অনুসরণ করবো—তুমি আমাকে নিয়ে বাঁধন-হারা হ'য়ে অনন্ত জীবনের পথে চলবে! তোমায় উপভোগ করতে-করতে, তোমার অনুসরণ করতে-করতে আমিও অনন্ত চলায় অনন্ত হ'য়ে উঠবো! তোমায় দেখবো, তোমায় ভাববো, তোমাকেই কইবো—তোমাকে জড়িয়ে ধ'রে আবেগ-চুম্বনে নিঝুম চেতনায়, চেতন-তোমাকে নিয়ে, তোমারই চেতন-সাড়ায় আমার সব যা'-কিছু খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি নিয়ে, আমার জগতের তোমারই জন্য পাঁতি-পাঁতি খোঁজা সব আহরণ সহিত আমার প্রাণে যা' চেতন হ'য়ে উঠেছে শুধু তোমাকেই দেব ব'লে, একদম সব নিয়ে আমি তোমার দিকে তাকিয়ে অঢেল চেতনায় চলবো—তোমারই উপভোগে!

আর, এই ভাবনা-অনুযায়ী আমাদের করাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করি, কিংবা ভালবাসলে মানুষ যা'-যা' করে তাই-তাই করি, আর করা-অনুপাতিক যদি বলি, আর বলা ও কওয়া মাফিক—আর তা' যাতে আরো পুষ্ট হ'তে পারে—এমনতর ভাবা ভাবি, তবে দেখতে-দেখতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বোধ করতে পাওয়া যাবে,—অনুরক্তি কী বিরাট ফণায় কর্ম্মগর্জ্জনের মুখর রি-রি-করা ফোঁস-ফোঁসানিতে একটা চমকপ্রদ সাড়ায় দাঁড়িয়ে উঠবে! এ এত সহজ,

মানুষ তাই হয়তো অবহেলায় করতে চায় না ; আর, বললেও জীবনের সাথে যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে মিলিয়ে দেখতে পারে, তথাপি তা' ধরতে চায় না। আচ্ছা, এ কেমন বেঘোর অবস্থা ? শুধু হয়তো যে বেজায় বোদ্ধা, সে হয়তো একটা বুঝে রাখার বিজ্ঞ মাথা ঝোলা দিয়ে হাত নেড়ে চ'লে গেল ; তারপর যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। হয়তো ভাবলে, দশজনা যখন করে না, আমি কেন করতে গিয়ে—একটা ছেলে-মান্‌ষেমি রটবে মানুষের কাছে—খাটো হ'তে যাব ?

কিন্তু সাগর-পারের পাঁচজন সত সমুদ্র তের নদীর পারে ব'সে নাটকের পাগলামি ক'রে হয়তো চুমুক মেরে নিলে জীবনের সব দুধটুকু—শালা, তোমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

কক্ষণও ছেলে-মান্‌ষেমি করতে যেও না ; তোমরা যদি ছেলে-মান্‌ষেমি করতে যাও, তাহ'লে তোমাদের হাড়-রক্ত-মাংসের সদ্ব্যবহার কি ক'রে হবে ?

৩

রবিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৪২, সন্ধ্যার পর পদ্মাতীরস্থ তাঁবুতে অনেকে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বসিয়াছেন। পূর্ব্ব দিনের লেখা তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইলে পর আবার প্রশ্ন করা হইল। তিনি তাঁহার স্বভাবসুলভ স্মিতহাস্যে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। শুনতে পাই, নাম-ধ্যান ইত্যাদি করতে-করতে অনুরক্তি আসে—তা' হয় কেমন ক'রে? আপনি তো সে-সব কিছুই বললেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাতে অনুরক্ত হ'য়ে নাম-ধ্যান করা যায়, তাতেই অনুরক্তি বেড়ে যায়। নামে আমাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কোষগুলি আরো সাড়া-প্রবণ হ'তে থাকে, * আর, যাতে আমার অনুরক্তি থাকে তারই চিন্তা লেগে থাকে; আর এই লেগে-থাকার দরুন, সাথে-সাথে নাম করার দরুন তার চিন্তা আরও বাড়তে-বাড়তে যায়। আর, এই বাড়াটা শেষে মস্তিষ্ক উপচিয়ে স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে স্রোতের মতন সমস্ত রক্ত-মাংসপেশীকে উত্তেজিত ক'রে সেই মাফিক অর্থাৎ তা' পরিপূরণ হ'তে পারে তেমনতর কর্ম্মে বেশ জোরে ও চাপে নিয়োজিত করে। এই হ'চ্ছে নাম ও চিন্তার মরকোচ।

তুমি যদি তোমার আরাধ্য বনামে চুরির চিন্তা কর, কি মেয়েমানুষ চিন্তা কর, তবে তোমার ঐ আসক্তি তাতে লেগে-থাকার দরুন, নাম করার উত্তেজনা প'ড়ে, মস্তিষ্ক উপচে স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে রক্ত-মাংসপেশীকে উত্তেজিত ক'রে

---

* "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" —পাতঞ্জল যোগসূত্র, সমাধিপাদ
বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী। —ঐ ঐ

ঐ চুরি কিংবা মেয়েমানুষ-বাগানোর কর্ম্মে তোমাকে নিয়োজিত করবে। আর, তাতেই তোমাকে পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে কায়দা-কলাম খুঁজতে-খুঁজতে তার পরিপূরণ-সম্ভারের আহরণের ভেতর-দিয়ে চালাতে থাকবে। হবে তুমি চোর, হবে তুমি লম্পট। এই হ'চ্ছে আসক্তি-যোগে নামের মহিমা।

ও বাবা স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষে ফল ; যেমন পাত্রে তোমার আসক্তি বা অনুরক্তি থাকবে, নাম দিয়ে যদি তাকে উত্তেজিত কর, ওই তাই-ই, যেমন ক'রে বললাম, তেমনতর ক'রে বেড়েই যাবে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, নাম করলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অমনতর উত্তেজনা হবে কেন ? আর আসক্তির সঙ্গে নাম করার সঙ্গে একটা সহজ সম্পর্ক কোথায়, তাও তো বোঝা যায় না !

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের ভেতর যে একটা আদিম আসক্তি আছে, যার দরুন সে সব সময় কিছু-না-কিছু আঁকড়ে ধ'রে ঐ আসক্তি দিয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকতে চায় ; আর সে যে সজাগ থাকে, আর অন্যের ভেতর থেকে নিজেকে আলাদা ভাবতে পারে, তার কারণই হ'চ্ছে ঐ আসক্তি। কারণ, সে যখন কোন-কিছুর সাথে ঐ আসক্তি দিয়ে যুক্ত হ'য়ে নিজেকে বোধ করে, এই বোধের সাথে-সাথে যাতে সে যুক্ত তাকে উপভোগ করে। হয় সে তাই হ'য়ে যেতে চায় বা থাকে, নয় তাকে নিজের ক'রে ফেলতে চায় বা থাকে। তখনই আবার অন্য প্রত্যেক বিষয়, সে আসক্তিটাকে ভেঙ্গে তাকে আবার তারা সেইদিকে টানতে চায়। এই রকম ব্যাপারে তার বোধ হয়,—কেমন ক'রে সে অন্য হ'তে আলাদা, সে কী, আর সে কী-ই বা চায় !

এই টানকে স্বরত বলা যেতে পারে। * এটা জীবের অস্তিত্বের যেন একটা চুম্বক (magnetic) অভিব্যক্তি। মানুষ যাতে আসক্ত হয়, তার মস্তিষ্কে স্বভাবতঃ স্বতঃই তারই চিন্তা লেগে থাকে। আর, যখন এমনতর চিন্তা তার

* সু—রম্ (আসক্ত, অনুরক্ত হওয়া) + ত (ভাবে) করিয়া স্বরত কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহা দ্বারা আসক্ত বা অনুরক্ত হয়।

মস্তিষ্কে লেগে থাকে, তখন অন্য বস্তু তার ইন্দ্রিয়ের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সেই যুক্ত আসক্তিটাকে ভেঙ্গে তাকে চুরি ক'রে নিতে চায় বা জোর ক'রে নিতে চায়। তখনই আসে তার বস্তু-বিষয়ক পর্য্যালোচনা। আর, এই পর্য্যালোচনার ভেতর দিয়ে, সে যাতে যুক্ত তার পরিপূরণের সম্ভার খুঁজতে থাকে। তার থেকে তার আসে জানা বা অনুভূতি। এই জানা দিয়ে সে ঠিক ক'রে নেয়—কী তার প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল, আর কীই বা প্রতিকূল! আবার এই অনুরক্তি যে-বস্তুতে যুক্ত থাকে, সমস্ত মস্তিষ্কের কোষগুলিরই যেন সেই দিকে একটা হেলানো সম্বেগ রয়েই যায়। এই অনুরক্তির বেগ যতই বেশী হয়, ততই তাকে, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিবারে—ঐ হেলানো বেগ থাকা সত্ত্বেও, তার ভেতর-দিয়েই নূতন ক'রে পেতে চায়। মানুষের এই স্বতঃ-উৎসারিত অনুরক্তি বা আসক্তি তখন যাতে সে আসক্ত, তার নামকে তারই প্রতীক ক'রে নিতে থাকে। এই নাম যত সে ঘন-ঘন মনের ভেতর আলোড়ন করতে থাকে, ঐ হেলানো ঝোঁকটা তত ঘন-ঘন ভাঙ্গতে থাকে আর জুড়তে থাকে। এর ফলেই, ক্রমশঃ ঐ চেতানো সংঘাতে মস্তিষ্কের স্নায়ুর এমন-কি শারীরিক বিধানের সমস্ত কোষগুলি এমনতর-ভাবে আরো সাড়াপ্রবণ হ'তে থাকে। এই সাড়া-প্রবণতার ভেতর-দিয়ে, সে অনুরক্ত যাতে তাকে আরো-ক'রে সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতরভাবে অনুভব ও উপভোগ ক'রে চলতে থাকে। নামের ক্ষুধা মানুষের স্বতঃই এই থেকেই আরম্ভ!

এই নামগুলি হ'চ্ছে সাধারণতঃ অভীষ্টাত্মক বা ইষ্টাত্মক বা বর্ণাত্মক নাম। আবার এমনতর চলতে-চলতে যতই আমাদের কোষগুলি সাড়াপ্রবণ ও সাড়া-গ্রহণ-প্রবণ হ'য়ে ওঠে, ততই আমাদের বিধানের ভেতরে একটা তাপের উদ্বোধন হওয়ার দরুন, ক্রমে সাড়া-প্রবণতার ভেতর-দিয়ে নানারকম অনাহত শব্দ, জ্যোতিঃ ও দর্শন নজরে বা অনুভবে আসে। যেমনতর ওঁ শব্দ, রং শব্দ, হ্রীং শব্দ, ক্লীং শব্দ ইত্যাদি।*

---

* শৃণুয়াদ্দক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং।
প্রথমং ঝিঞ্ঝীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং॥

আবার, এর অনুপাতিক জ্যোতিঃ ও দর্শনেরও অনেক রকমারি আছে। কোন কেহ যখনই যে-অবস্থায় সমাসীন থাকার দরুন উক্ত ব্যাপারের ভেতর-দিয়ে চললে যে-শব্দ অনুভবে আসে, সেই শব্দ ও তদনুপাতিক দর্শনই মায় সবশুদ্ধ যা'-কিছু ঘটে, তার দ্রষ্টাই সেই ব্যক্তি। তাই শাস্ত্রে আছে, অমুক মন্ত্রের দ্রষ্টা অমুক ঋষি ইত্যাদি।*

মেঘঝর্ঝর-ভ্রমরীঘণ্টাকাংস্যন্ততঃ পরং।
তুরীভেরীমৃদঙ্গাদিনিনাদানকদুন্দুভিঃ॥
এবং নানাবিধো নাদো জায়তে নিত্যমভ্যসাৎ।
অনাহতস্য শব্দস্য তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ॥
ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ।
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

—ঘেরণ্ড সংহিতা। ৫।৭৮—৮১

আমূর্দ্ধং বর্ত্ততে নাদো বীণাদণ্ডবদুত্থিতঃ।
শঙ্খধ্বনিনিভস্ত্বাদৌ মধ্যে মেঘধ্বনির্যথা॥
ব্যোমরন্ধ্রগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণং যথা।
ব্যোমরন্ধ্রগতে বায়ৌ চিত্তে চাত্মনি সংস্থিতে॥
যোগিনস্ত্বপরে হ্যত্র বদন্তি শমচেতসঃ।
তদানন্দী ভবেদ্দেহী বায়ুস্তেন জিতো ভবেৎ॥

—যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্। ৬।৫৭—৫৯

মত্তভৃঙ্গবেণুবীণাসদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ।
এবমভ্যাসতঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বান্তনাশনং॥
ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।
ধ্বনৌ তস্মিন্ মনো দত্ত্বা যদা তিষ্ঠতি নির্ভরম্।
তদা সংজায়তে তস্য লয়স্য মম বল্লভে॥

—শিবসংহিতা। ৪৬—৪৮

* ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।

"ঋষ্ দর্শনে" ইহাই ঋষিনামের সার্থকতা। অর্থাৎ ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বা প্রচারক-প্রবর্ত্তক নহেন। এই বেদ বা বিদ্যা নিত্য। ইহা চিরদিনই আছে এবং থাকিবে। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা ইহা দর্শন করেন মাত্র।

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আবার, সেই শব্দ-জপ, আর দ্রষ্টার অনুরক্তি-যুক্ত চিন্তনে, ঐ ব্যাপারগুলি মানুষের আরও সহজে এবং শীঘ্র-শীঘ্র ঘটতে থাকে। ঐগুলিকে শাস্ত্রে বীজমন্ত্র ব'লে বলা হয়েছে। † মনে করুন, আমি যদি ওঁ শব্দ জপ করি, আমার আসক্তি যদি তদ্‌দ্রষ্টার উপর যুক্ত থাকে, তবেই ওঁ জপের সহিত তার অর্থ অর্থাৎ ঐ উহা যাহাতে গমন করে তিনি—মানে দ্রষ্টা—তাঁর চিন্তা, আমার চল্‌না-পথের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জিনিস। আর ঐ ওঁকারই সেই পুরুষের তাহার যাহা-কিছু সব লইয়া—যাহা সে অর্জ্জন করিয়াছে পথে, পর্য্যালোচনায়, অনুভূতির ভিতর-দিয়ে—তাঁহারই বাচক অর্থাৎ তাঁহাকেই তাই বলে বা তাঁহারই নাম তাই-ই। ‡

---

† বীজম্ কারণম্ ইত্যমরঃ। আর, মননাৎত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ইতি মৎস্যসূক্ত।

‡ তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

—পাতঞ্জল

তাঁর বাচক হইতেছে প্রণব অর্থাৎ ওঁকার। তাই আবার আছে "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" ওঁকার জপ এবং তাহার অর্থ অর্থাৎ যাঁহাতে উহা গমন করে বা যাঁহাতে ঐ ওঁকার সার্থক হইয়াছে তাঁহারই ভাবনা বা ধ্যান করণীয়—ইহাই যোগশাস্ত্রের বিধান।

বিন জল বুঁদ পড়ত জঁহ ভারী
নহিঁ মীঠা নহিঁ খারা॥
সুন্ন-মহল মে নৌবত বাজে,
মৃদঙ্গ বীন সেতারা।
বিনা বাদর জঁহ বিজলী চমকৈ,
বিন সূরজ উঁজিয়ারা॥
বিনা নৈন জঁহ মোতি পৌহেঁ
বিন শব্দ স্বর উচারা।
জো চল জার ব্রহ্ম জঁহ দরশৈ
আগে অগম অপারা॥

—কবীর

সেই শূন্য মহলে নহবত বাজে—সেখানে মৃদঙ্গ, বীণা, সেতার। মেঘ বিনা সেখানে বিদ্যুৎ চমকিত, সূর্য্য বিনা উদ্ভাসিত সেই ধাম। নয়ন বিনা সেখানে শুভ্র জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত, শব্দ বিনা সেখানে সঙ্গীত ধ্বনিত। যেখানেই দৃষ্টি চলে সেখানেই ব্রহ্মই দৃষ্ট হন, যিনি সকলের পুরোবর্ত্তী অগম্য, অপার।

প্রশ্ন। তাহ'লে যা' বুঝলাম, তাতে আমার ভাবা, অনুরক্তি বা আসক্তি ঠিকমত না ক'রে অর্থাৎ চিত্ত একান্ত না ক'রে বা শুদ্ধ না ক'রে নাম-টাম করাই তো মুশকিল—বেঘোরে সাবাড় হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অতি-নিশ্চিত! আর বোধ হয়, এমনি-ক'রেই সিদ্ধির প্রলোভনে দেশটার কর্ম্ম নিকেশ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর। দুনিয়াটা ঘুরে কখনও কি কাউকে দেখা গিয়েছে যে কেউ সাঁতার শিখে জলে নেমেছে ? উল্টা বুঝিলি রাম !

আমি বলি, ওরে শালা আহাম্মক, তোর তো আসক্তি আছে অস্তিত্বের সাথে তার বিকিরণের মতন; তুই তাকে পছন্দ-মতন যখন যার প্রতি-পারিপার্শ্বিকের সাড়ায়—যার প্রতি পছন্দে ঢ'লে পড়েছিস, তোর অনুরক্তিকে তাকে পাবার জন্য হরদম নিয়োজিত করেছিস তখনই তো আর যা'-কিছু, কতকগুলি তাকে সাহায্য করছে, আর কতকগুলি সেই অনুরক্তির বাধা সৃষ্টি করছে। যেগুলি বাধা ঘটাচ্ছে, মনে মনে পর্য্যালোচনা ক'রে কি-ক'রে তাকে কায়দায় এনে সুবিধাকে আরো-ক'রে তোলা যায়, ঠাওর ক'রে নিয়ে তেমনতরই ক'রে যাচ্ছিস। এমনি ক'রে চলছে তোর জীবন !

তোর এত প্রতিক্ষণে প্রতিরকমের চাহিদায় আসক্তিকে ধাওয়াচ্ছিস—তারই মধ্যে একটা তোর শ্রেষ্ঠে আপ্রাণতা, যা' নাকি তোকে সর্ব্বতো-ভাবে জীবনে চলনার উপায় বাতলাচ্ছে, বাড়িয়ে তোলার উপায় ব'লে দিচ্ছে। তাকে ভাব্ না একটু কায়দা-ফায়দা ক'রেই "সে তোর আপনার, তাকে তুই ভালবাসিস্"—আর তাই ক'রে যা। কিন্তু খবরদার, করাকে বাদ দিয়ে শুধু ভেবেই যাস নে; তাহ'লে হয়তো ভাবের ঘুঘুই হ'য়ে থাকবি—করাটা জীবনে হয়তো ক্রমশঃই অবশ হ'য়ে উঠবে। তারপর দেখতে পাবি, কী হয় !

কেবল হ'য়ে কখনও কি কেবল হওয়া যায়? কেবল হ'তে গেলেই কেবল হওয়া যেতে পারে। এই হ'তে গেলেই, তোর ভেতর যে আর পাঁচখানা আছে, সেগুলি যদি তোর ঐ কেবলতার অন্তরায়, তোর ঐ

অন্তর্নিহিত টানকে যতই অমনতর ক'রে ফাঁপিয়ে তুলবি, পর্য্যালোচনাও ততই তোর সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর হ'য়ে ঠিক ক'রে নেবে—কি-ক'রে সেগুলিকে তোর ঐ কেবলতায় ডুবিয়ে ফেলতে পারা যায়।

টানকে যদি তুই অমনতর ছোট্ট একটু কায়দা ক'রে তোর ইষ্টে যুক্ত করতে পারিস, তাহ'লে ঐ মনন, চিন্তা, ধ্যান ঐ টান-অনুপাতিক আপনা-আপনিই কিছু-কিছু চলবে। তার সাথে যদি কওয়া-করা দিয়ে তাকে বেশ ক'রে ফেনিয়ে, জপের মহড়ায় ফেলে দিতে পারিস্ তবে আর তোকে পায় কে? চলতে লাগলো তোর চলনা ইচ্ছা-মতন, তোর ইষ্টকে নিয়ম-মাফিক যেমনতর ভোগ করতে চাস্ তেমনি-ক'রেই ভোগ ক'রে যাস্। তোর ঠেকা তো হবেই না, তাছাড়া দেখিস্, তোর পারিপার্শ্বিকের পোকাটি পর্য্যন্ত তোর চলনার সম্বেগে উড়তে-উড়তে তোর জীবনীয় হওয়ার সঙ্গে পেছু নেবে।

আর, এসব না-ক'রে যদি তুই একটি-একটি ক'রে, প্রথমে সবগুলি ঠিক ক'রে, তোর ঈপ্সিতে অনুরক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্য করে ব্যস্ত হবি, যত ঠিক করবি—সেগুলি তত ভাঙবে। ভাঙবে কেন, বুঝলি তো? সেগুলি তুই কী-দিয়ে যুক্ত ক'রে রাখবি? এই যুক্ত করার একটা মাত্র সূত্র তো তোর শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট বা আদর্শ-অনুরক্তি! সেই অনুরক্তি-সূত্র বা তোর অনুরক্তি-সূত্র তাতে আটকে নিয়ে তা'-দিয়ে যেগুলি বা যাই জড়াবি, সে-সবই তোর ঐ ঈপ্সিতে জোড় খেয়ে বাঁধা পড়ে থাকবে। তখন তারা আর তোকে নানান দিকে ইতস্ততঃভাবে ছিটকে নিয়ে যেতে পারবে না। নেবে তোকে সর্ব্বতোভাবে কেবল সেইদিকে, যে-দিকে তোর ঈপ্সিত অমৃত-বিকিরণে, জীবন, যশ ও বৃদ্ধির আশীর্ব্বাদ নিয়ে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের আসনের উপর তোর জন্য আকুল উদগ্রীবতায় অপেক্ষা করছে।

ইষ্টপ্রাণতা নাই, অথচ সিদ্ধি চাই—সে-সিদ্ধি কার সিদ্ধি, বা কি সিদ্ধি? আর তা' হয়ই বা কি-ক'রে? ইষ্ট-প্রাণতায় বা ঈপ্সিত-প্রাণতায় মানুষের ইষ্ট বা ঈপ্সিত সিদ্ধি হয়। ও' না-থেকে নাম, ধ্যান, সাধনা-

টাধনা যাই করুক না কেন, সে-সাধনা তাই হয়, ফাঁকায় অনুরক্তি থেকে, যদি কেউ তাই নিয়ে মাখতা-মাখতি করে—তার যা' হওয়া সম্ভব। সিদ্ধি চাইতে গেলে তো একটা উপলব্ধি চাই—কী সিদ্ধি করবো? যা' সিদ্ধি করবো, তা' যেমন-ক'রে সিদ্ধি হয়, তা তো করতে হবে—না আর-কিছু? উপলক্ষ্য নাই, শুধু কতকগুলি সিদ্ধির মাতলামি নিয়ে যদি চলি তবে ঐ বেকুবি মাতলামি সিদ্ধি ছাড়া আর কী পাবো? আর, তাতে কেই-বা জাহান্নমে না যাবে!

প্রশ্ন। আচ্ছা, নাম করার কথা যে বললেন, শাস্ত্রে তো বহুরকম বীজমন্ত্র আছে—কোন্ নাম বা কী নাম জপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' যত-কিছুকে পরিপূরণ করে, তত'র কাছে তা' তত প্রয়োজনীয়। যেখানে দেখবি, তোর যত যা'-কিছু পরিপূরণ হ'য়ে উপ্‌চে অবাধ হচ্ছিস্, তোর কাছে তাই শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ। আর, এই দর্শন যা'-নাকি তোকে কিংবা দুনিয়াকে পরিপূরণ করতে পারে তা' যেখানে বা যাঁতে ঘটেছে—তাঁর যা' নাম, সেই নামের বাচক বা প্রকাশক হ'চ্ছেন তিনিই। সেই-তিনি তোর চলনার গন্তব্য। অনুরক্তি যদি তুই তাঁতেই নিয়োজিত করিস্, তাহ'লে তুই সর্ব্বতো-ভাবে তাঁতেই যেতে পারবি, যাঁকে দিয়ে তোর দুনিয়ার কিংবা ভর-দুনিয়ার যা'-কিছু হেকমতি আর তার মরকোচ চরিত্রগত ব্যাখ্যানে বিবৃত সামঞ্জস্য ও সমাধান হয়। তাঁর কাছেই দুনিয়াটা দর্শনের ভেতর-দিয়ে অমনি ক'রেই ফুটে উঠেছে। আর, এই সব যা'-কিছু যাঁর কাছে ফুটে উঠেছে, তিনি হ'চ্ছেন তার অর্থ; অর্থ কথার মানে হ'চ্ছে এই সবগুলি তাঁতে গমন করে, তা' বিবৃতির ভেতর-দিয়ে, সামঞ্জস্যের ভেতর-দিয়ে, সমাধানের ভেতর-দিয়ে মানুষের চলনার পথে, গন্তব্যের দিকে। তাই, তিনিই সে-সবের প্রতীক বা বাচক। আর সেই অস্তিত্ব, যা'-দিয়ে তিনি প্রতীক-শরীরী, তা' তাঁর যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই হ'চ্ছে তাঁর ধ্বন্যাত্মক নাম, যা' তাঁর জীবনের সংশ্লিষ্ট দুনিয়ায় স্বতঃ-দ্যুতির অনাহত নাদে অন্তরে ধ্বনিত হ'চ্ছে—চেতন-উৎসারতায়।

প্রশ্ন। যা' বললেন, তা' তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' যত-প্রত্যেককে, যত-রকমে, বিভিন্ন অবস্থায় যত-

বিশেষভাবে পরিপূরণ করে, তত'র কাছে তা' তত-রকমে তত-বেশী প্রয়োজনীয়—এটা তো বোঝা গেল? আর যেখানেই দেখা যায়, কারও মায় তার দুনিয়াটা নিয়ে অর্থাৎ দুনিয়াটার কাছে যত রকমে তার সংশ্রব আছে সবশুদ্ধ নিয়ে, যত-রকমের যত-অবস্থায় যেমন-ক'রে যত-ভাবে পরিপূরণ করে—আর এই পরিপূরণটা এমনতর হয়, যে যেমনতর অবস্থায় এখন আছে, আর যা'-কিছু সব নিয়ে, তা' তো উপ্‌চে যায়ই—তা' ছাড়া যা'-কিছু তার হ'তে পারে, চক্ষুর সম্মুখে তা' সব খুলে দিয়ে, একটা বিরাট চলার দম দিয়ে অসীমের দিকে চালু ক'রে তোলে—তাই তার কাছে সব চাইতে শ্রেয়ঃ, প্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয়। এটা তো বোঝা গেল?

তারপর হ'চ্ছে, যেমন একটা লোকের দয়া আছে, ভালবাসা তার অন্তরে অঢেল। সে সব মানুষকে আপনার ভাবে; আর আপনার ভাবলে যেমন করা আসে, সে তাই করে—দুনিয়াতে তার জানা এন্তার। সে—সব জিনিস কখন কেমনতর হয়, কেমনতর ক'রে বা হ'য়েছে, কোন্ অবস্থায় কী কাজে লাগে, আর তা'-দিয়ে বা কী করা সম্ভব—এসব জানে, অর্থাৎ এগুলি সব তার পর্য্যালোচনা করা, ভাবা ও ব্যবহারের ভেতর-দিয়ে—তার ফলে ঐ-সব সম্বন্ধে হয়েছে তার একটা অনুভূতি, আর অনুভূতি বললাম এই জন্যে—জানার পরে বা এগুলি সব দেখার পরে যে-বোধে সে উপনীত হয়েছে। তাই, এই অনুভূতিগুলি হ'চ্ছে—ঐ নানারকমের ভেতর-দিয়ে, তার জগতের প্রত্যেক যা'-কিছুকে কত রকমে দেখার ফল।*

* It is not the exceptional individual in this world is to enjoy this supreme vision by means of some process of self-discipline or self-abnegation ; it is rather the sole principle in every individual that at all times possesses the universal knowledge, as that of a queen in her realm and that makes the mind and the senses in their respective lower planes to acquire a knowledge of both the macrocosm and the microcosm of the universe at large and of the smaller but equally perfect universe of its own body.

The delights which the body and soul are capable of enjoying together

ঐগুলিকে তাই ভদ্রলোকেরা দর্শন ব'লে থাকেন। † আচ্ছা, তাঁরা যদি এগুলিকে দর্শন ব'লে থাকেন, তা' কি তাঁদের অন্যায় হয়েছে ? কারণ, দর্শন মানে তো দেখা—আর এই দেখা তো অনেক রকমেই হ'তে পারে—আর, না দেখলেই বা জানা হয় কি-ক'রে ? অবশ্য এই জানাগুলির পর্য্যায়ে প্রত্যেকের সাথে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই—তাদের বিবৃতির ভেতর-দিয়ে ! আর, এই বিবৃতি ও জানাগুলি সামঞ্জস্যের ভেতর-দিয়ে, প্রত্যেক জানা যায় তার বিবৃতি ও সামঞ্জস্য শুদ্ধ একটা সমাধানে আসা চাই।

এই বিবৃতি মানে কী—বোঝা গেল তো ? বিবৃতি হ'চ্ছে বিস্তারিতভাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি নিয়ে যা' আমাদের ধারণায় থাকে—আমরা, তা' তেমন ক'রে ধারণায় থাকলে কোন বিষয়ে বিষয়-বিস্তার ক'রে বলতে পারি। আর, সামঞ্জস্য মানে এই বুঝি—এই বিস্তারভাবে যা' আমাদের ধারণায় থাকে কোন

---

are not genuine and true unless they have some further connection and terminate in the veneration and love of God ; that is, unless they have reference to this love and ultimate end, in a connection with which the sense of delight most necessarily consists.

—Swedenborg

Swedenborg's transition from the attitude of the rigidly mechanical physicist and the speculative philosopher to that of the illumined seer and the exponent of a philosophy no longer human only, but angelic—constitutes an experience unique in the annals of human thought. The principle in his philosophy of discrete degrees was to claim for Swedenborg, the author of these sublime researches, who had bodily aspired to open all doors and forces an access to the soul itself—through the avenues of natural experimental knowledge.

—Swedenborg and the Sapienta Angelica

† ঋষিরা সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিতেন বলিয়া ইহাকে দর্শন বলা হইয়া থাকে।

বিষয়ের বিষয়—তার প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকের একটা ক্রমাগত মিল থাকা বা সম্বন্ধ থাকার বিচার-শুদ্ধ ধারণা ; যা' থাকলে আমরা, যার বিষয় বিস্তার ক'রে বলছি, তার প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটার মিল দেখিয়ে বলতে পারি। আর, সমাধান হ'চ্ছে তাই, যা' বিবৃতি ক'রে বললাম, বিবৃতি ক'রে বলার সাথে-সাথে বা ব'লে, আমার ভেতর যে ধারণা থাকার দরুন সেই বিষয়ের প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকের মিল দেখালেন, এইরকম মিল দেখিয়ে যে বোধ—মায় প্রত্যেকটি নিয়ে সবশুদ্ধ আমার হ'ল, তাই হ'চ্ছে সেই বিষয়-সম্বন্ধে আমার একটা সমাধান। এই সমাধান এলেই, মানুষের একটা হ'তে আর একটা কি-ক'রে তফাৎ, কেন তফাৎ ইত্যাদির বোধ গজিয়ে ওঠে। কেমন, এখন বোঝা গেল তো ?

এই রকমে জানা নিজের জগতের প্রতি প্রত্যেকটি নিয়ে পরস্পরের ভেতর-দিয়ে বিস্তারভাবে পর্য্যবেক্ষণে অনুভব ও ব্যবহার নিয়ে, বিবৃতি ও সামঞ্জস্যের ভেতর-দিয়ে, সমাধানে উপনীত হ'তে হ'লেই চাই,—কাহাতেও আমার প্রাণের টানের দরুন তাকে পরিপূরণের প্রয়োজন। আর, এ প্রয়োজনের থেকেই আসে ঐরকম অনুধাবন, পর্য্যবেক্ষণ—যার ফলে তার বিস্তীর্ণ জগৎ সামঞ্জস্যের সাজগোজ প'রে, সমাধানের উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়, তার ঐ টানের বস্তুকে অর্ঘ্য দিতে, পূজা দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত দেখে সেই তৃপ্তির প্রসাদে নিজে আরও ফুটন্ত হ'বার প্রলোভনে।

তাহ'লেই এই যে জানা, এই যে দয়া, এই যে ভালবাসা—এগুলি দুনিয়ায় বস্তুর মত প'ড়ে আছে, না কাউতে আছে ? এগুলি দুনিয়ায় পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজলেও কিছুতেই পাওয়া যাবে না। এগুলি থাকে ব্যক্তিতে—আর ঐ ব্যক্তির শরীর ও চরিত্রই হ'ল তাহ'লে বাস্তবিক এগুলির বাচক। বাচক মানে প্রকাশক —যা'-দিয়ে ঐ তাকে বোঝা যায় বা অনুভব করা যায়। আর, ঐ ব্যক্তিকে যে-নামে ডাকলে তার কথা সব মনে পড়ে বা অনুভবে আসে, সেই নাম হ'চ্ছে আবার তারই বাচক ! এই তো বোঝা গেল ?

তাহ'লে কে কত প্রয়োজনীয় তা' বোধ হয় বোঝা গেল ? আবার আরও হ'চ্ছে—এই সব জানা বা দর্শন মায় বিবৃতি, সামঞ্জস্য ও সমাধান নিয়ে উপস্থিত হ'তে হ'লে, ঐ ব্যক্তির শারীরিক বিধানকে যেমনতর সাড়াপ্রবণ, সহানুভূতিপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হ'তে হয়েছে,—এই হ'তে গিয়ে

তার ভেতরে শরীরের বিধানের পরিবর্ত্তন দরুন যে-তাপের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে তার ভেতরে যথাক্রমে যে শব্দ, দর্শন ও জ্যোতিঃর অভিব্যক্তি হয়েছিল, তাই হ'চ্ছে তার মস্তিষ্কের বা স্নায়ু-প্রবাহের উপযুক্ততার অর্থাৎ ঐগুলি বোধ করবার ও ধরবার, ধ'রে পর্য্যবেক্ষণ করবার—সংহত শক্তির বা সম্মিলিত শক্তির বা জমাট শক্তির মাপকাঠি। কারণ, এদিক দিয়ে দেখলে, আমরা যদি কোন-রকমে শরীর-বিধানে ও স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে অমনতর অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি, যাতে নাকি তারা অমনতর সাড়াপ্রবণ, সহানুভূতিপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হয়, তবে আমাদের বোধ, দর্শন ও জানাও তেমনতর হ'য়ে উঠতে হবেই আমার জগতের ভেতর। আর ঐ শব্দ, যাকে লোকে অনাহত নাদ বলে—এবং তার আনুপাতিক ও আনুষঙ্গিক জ্যোতিঃ ও দর্শন ইত্যাদিও তেমনতর হবে।

অনাহত নাদ*—যা' মানুষের প্রাণের টানের তোড়ে, যার প্রতি টান আমার যুক্ত, তাকে নানারকমে পরিপূরণে উপভোগ করিয়ে, উপভোগ করার ধাক্কায় শরীর-বিধানের ভেতর যে একটা তাপের সৃষ্টি হয়, তদ্দরুন যে আভ্যন্তরিক স্পন্দন শব্দরূপে—তা' তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল পর্য্যায়ে—ভেতরকার কানে শোনা যায়।

তাহ'লেই সেই শারীরিক বিধানের ভেতর, তার অনুভূত যে বিশিষ্ট শব্দ, মায় জ্যোতিঃ ও দর্শন হ'চ্ছে—তা' সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির অস্তিগত—এক-কথায় বীজাত্মক নাম।

তাহ'লেই আবার, আমি নামের কথা যেমন ক'রে বলেছি, সেই নিয়মেই ঐ নাম আবার হ'ল সেই ব্যক্তি—তার সবটা নিয়ে, তার বাচক বা প্রতীক। তাই

---

* সুনতা নহী ধুম কি খবর
অনহদকা বাজা বাজতা।

—কবীর

বিন সরহদ অনহদ জঁহ বাজে
কৌন সুরজঁহ গাবসরে। ঐ

হ'চ্ছে, আমি যেমনতর নামই করি না কেন, যদি আমার, তার বাচক যা'—তার উপর টান না থাকে অর্থাৎ ঐ নামের অর্থ যদি সেই না হয়, তাহ'লে সে-নাম কার কতদূর কী করতে পারে কে বলবে ?

তাহ'লে এখন হয়তো সবটা বোঝা গেছে, আমি ভাবতে পারি !

প্রশ্ন। আচ্ছা, ঐ যে বললেন, অনাহত শব্দ শোনা যায় বা নানারকম দর্শন হয়, জ্যোতিঃর অনুভূতি হয়—এইগুলিই কি জ্ঞানের যন্ত্র (organ) না এইগুলিই দর্শন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ঐ যে আগেই বললাম, আমাদের বিধান, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষগুলি যখন যেমনতর সাড়াপ্রবণ, সাড়াগ্রহণ ও ধারণক্ষম হয়, বস্তু ও বৃত্তিকেও আমরা স্থূলতর বা সূক্ষ্মতরভাবে বোধ করতে পারি ; তাই, আমাদের বিধান অর্থাৎ এই শরীরের বিশেষতঃ মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ভেতরের কোষগুলি যতই অমনতর রকমে সূক্ষ্ম সাড়াপ্রবণ ও সাড়াগ্রহণ ও ধারণক্ষম হবে, বস্তু ও বৃত্তিকেও স্থূল-সূক্ষ্মাদি হিসাবে তত বিস্তৃত ও বিশদভাবে আমরা বোধ করতে পারবো।

তাহ'লেই হ'চ্ছে, আমাদের এ শরীরবিধান-যন্ত্রকে যত ঐ রকমে উন্নত ক'রে তুলতে পারবো—আমাদের চারিদিকের জগতের প্রত্যেক বস্তু ও বৃত্তি-বিষয়ক বোধ ও অনুভবও তেমনতরভাবেই হ'তে থাকবে। আর, আগে যে টানের কথা বলেছি, ঐ টান ঈপ্সিতের দিকে যত তীব্র, তরতরে ও পরিস্রুত অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া চাহিদার আর কিছু থাকে না এমনতর হয়—চারিদিকের জগৎখানার জানাও তেমনতর স্থূলতর হ'তে সূক্ষ্মতরতায়—তার বিবৃতি, সামঞ্জস্য ও সমাধান নিয়ে, আমাদের জানার পাল্লায় আটক হ'য়ে থাকে। তাই ও' লক্ষণগুলি মানেই হ'চ্ছে এই, যা'-দিয়ে আমরা জানি, সেই যন্ত্র বা যন্ত্রগুলিকে ঐ রকম জানার ক্ষমতায় উন্নত করা।

তাহ'লেই এবার বোধ হয় বোঝা গেল, ও'-ও যদিও একটা দর্শন, তা' হ'চ্ছে এই শরীর-নিহিত যন্ত্র বা যন্ত্রগুলির, যা' নাকি অর্থাৎ যে লক্ষণগুলি নাকি একটা মাপকাঠি তারই, যাতে বোঝা যায় ঐ যন্ত্রগুলি কেমনতর দর্শনের উপযোগী হ'য়ে কেমনভাবে উঠেছে !

প্রশ্ন। আচ্ছা, এই-জাতীয় দর্শন শারীরিক বিধানের কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিয়ে যায়, না সাময়িকভাবে ঐ অবস্থায় উন্নীত করে মাত্র ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রথমে, যে-রকমের ব্যাপারের কথা প্রথমে বলেছি, ঐ ব্যাপারের ভেতর-দিয়ে হঠাৎ হ'য়ে থাকে তখন একটা চমকের মতন কেমনতর অর্থাৎ ঐ রকম হ'লে ছুনিয়াটাকে যেমন বোধ করা যায়, তেমনতর বোধ হয়—আবার স্বপন ভাঙ্গার মতন পূর্ব্বাবস্থায় চ'লে আসে। এমনতর হ'তে-হ'তে ক্রমে ঐ হঠাৎ ভাবই একটু ঘন-ঘন হ'তে থাকে। তারপর এই হঠাৎগুলি এত কাছাকাছি হয়, মনে হয়—ক্রমাগতই হ'চ্ছে। তারপর মনে হয়, আমি বুঝি এমনতরই।

প্রশ্ন। এই যে অনুভূতি অর্থাৎ শব্দ ও জ্যোতিঃ-দর্শনের কথায় বললেন যে, এই সব হঠাৎ হয়, আবার মাঝে-মাঝে মোটেই টের পাওয়া যায় না—এরূপ হওয়ার কারণ কী ? একটা পর্য্যায় তো থাকা চাই! একবার যা' হঠাৎ হ'ল কিছুদিন বাদে আবার সেইটাই—সেই শব্দ ও জ্যোতিঃ দর্শন হবে, না অন্যরকম হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কড়াইয়ে কখনও কি জল চাপিয়ে নিজে হাতে তা' জ্বাল দিয়েছিলেন ? যদি দিয়ে থাকেন, জল যখন ক্রমে গরম হ'তে যাচ্ছে, তখন যেমন ক'রে তার ফোট কাটে অনেকটা তেমনতর। প্রথমে একটা ফোট উঠলো, জলের উপরে উঠে মিলিয়ে গেল, তারপর আর একটা ফোট উঠলো, মিলিয়ে গেল, তারপর আর একটা উঠলো, মিলিয়ে গেল। তারপর জায়গা-জায়গা থেকে উঠতে থাকে ; তারপর কড়াইয়ের জল যত গরম হ'তে থাকে—তখন ফোটগুলি অল্পের থেকে ক্রমে ঝাঁকে-ঝাঁকে উঠতে আরম্ভ হয়। তারপর আরও গরম হ'লে পরে ক্রমশঃই ঝাঁক বাড়তে থাকে। তখন ফোট ওঠে, আর নিভে যায় না—ক্রমে জলের উপরেও একটু-একটু টগবগানি আরম্ভ হয়। আরও গরম হ'লে আর তো কথাই নাই, তখন সব কড়াই ফোটে ভ'রে যায় ; তখন সে-জলে হাত দেওয়া —সে বড় সহজ কথা নয় ; যে বাবাজী হাত দেবেন, লাগলেই সাথে-সাথে ঐ ফোটার ফোস্কা ; সারা গায়ে ছিটিয়ে দাও, ঐ ছিটানো জল যেমনভাবে

লাগবে যেখানে—সেইখানে তেমন ফোস্কা ! তাতে যদি ঠাণ্ডা জল-ফল লাগাও, কিছুদিনের জন্যে তো সে স্থায়িত্বই লাভ ক'রে নিলে। ব্যাপার এই রকম আর কি !

প্রশ্ন। আচ্ছা, এ-সব তো বুঝলাম, কিন্তু অনুভূতিটা এর ভেতর কোথায় হ'ল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। শালা! সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা রামের পিসী। বোধ ও পর্য্যালোচনার ফলে যে জানা দাঁড়ায় তাকেই অনুভূতি বলে। অনুভূতি হ'লে, সেই সম্বন্ধে যতটুকু বোধ ও পর্য্যালোচনা হয়েছে, সবটা নিয়ে জানা দাঁড়ায়—তা' দিয়ে সেই সম্বন্ধে বুঝটা ততটুকু পর্য্যন্ত শক্ত হয়। এখন বোঝা গেল তো ?

প্রশ্ন। আচ্ছা, বিভূতি কা'কে বলে ? নাম, ধ্যান ইত্যাদি করলে নাকি বিভূতি লাভ হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিশেষ ক'রে পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে ব্যবহার ও অনুধাবনে, বিশেষভাবে মানুষের যে-জানাটা দাঁড়ায় তাকেই বিভূতি বলা যায়। বিভূতি কথার অর্থ—বিশেষরূপে হওয়ার ভাব—যা' দ্বারা মানুষ বিশেষরূপে পারদর্শী হয়। তা', সাধনা করতে-করতে যখন তার চারিদিকের জগৎখানার প্রত্যেকটি সম্মুখে এসে দাঁড়ায়, সে তার ইষ্টের বা অভীষ্টের পূজায় তৃপ্তি করার মানসে তন্নতন্ন ক'রে পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ক'রে যা' আহরণ করে, তা' বোধের ভিতর-দিয়ে জানা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্মে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায় আয়ত্তে এসে সম্পদ হ'য়ে মজুত থাকে—এই হ'চ্ছে বিভূতি।

আর, এই বিভূতি সম্যক্ যার ভেতর স্বতঃ হ'য়ে আছে, তিনি হ'চ্ছেন বিভূ ! তাই, অণিমাত্ব অর্থাৎ খুব সূক্ষ্ম হওয়ার বোধ ; লঘিমা—লঘু বা পাতলা হওয়ার বোধ ; ব্যাপ্তি—ছড়িয়ে যাওয়ার বোধ ; প্রাকাম্য—কামনাগুলি বেশ ক'রে বশীভূত হ'লে যে একটা স্বচ্ছন্দতা আসে তাই ; মহিমা—যেমনতর দেখলে পূজা করতে ইচ্ছা করে, এমনতর মহীয়ানত্বের ভাব ; ঈশিত্ব—জানাটা এমনতর বাস্তব, যা'-দিয়ে নাকি স্বতঃ ও সহজ হয় এমনতর ; বশিত্ব—জানার দখল ও তার

ব্যবহার এমনতরই যাতে যা'-কিছু থাকে তা' বশ না-হ'য়েই পারে না; কামাবশায়িতা—কামগুলিকে অর্থাৎ যা' চাহিদা আছে, তা' কি-ক'রে সফল করতে হয়, সে-স্বচ্ছন্দতা; তাই বিভুতে এগুলি খুব ভাল ক'রে নিহিত আছে।

আর, ঐগুলি হ'চ্ছে—সব-রকম হওয়াগুলিকে অত-রকমে বিভেদ ক'রে প্রত্যেকটিকে বিভূতি বলা হয়েছে। আবার, সাধনা ক'রে অভীষ্টের দিকে যেতে হ'লে, রাস্তায় এগুলি আপনা-আপনি অনেকরকম হ'তে থাকে। কিন্তু এগুলি উদ্দেশ্য ক'রে যদি কেউ সাধনা করতে যায়, তার পক্ষে এগুলি পাওয়া খুব দুষ্কর হ'য়েই থাকে।

প্রশ্ন। সাধনার কালে নানাপ্রকার আসন ও মুদ্রার ব্যবস্থা আছে—এসব কী? প্রকৃত সাধনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন কাজ করতে গেলে, কেমনতরভাবে শরীরকে রাখলে তা' করার পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তাই হ'চ্ছে আসন। * যা' করতে যেমন ক'রে শরীর রাখলে সুবিধা হয়, তাই করার পক্ষে সেই আসনই সমীচীন। আবার, সাধারণতঃ সেই কাজ করার ঝোঁকই শরীরকে যেমন ক'রে রাখলে তা' ভালভাবে হয়, সেটা স্বভাবতঃই ক'রে নেয়।

আর মুদ্রা হ'চ্ছে তাই, যা' শরীরকে যেমন ভঙ্গে ও কায়দায় ধরলে তা' সুচারুরূপে করা যায়, আর এই সুচারুরূপে করবার প্রবৃত্তিও তার উপচে ওঠে। সহজতঃ শারীরিক ভঙ্গী যেমন করা যায়, প্রবৃত্তিরও গতি তেমনতর হয় অর্থাৎ মনও সেই রকমের ভাব ধারণ করে—এই হ'চ্ছে মুদ্রার বৈশিষ্ট্য। †

* "আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।"

—ঘেরণ্ড সংহিতা।

† মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব।

—ঘেরণ্ড সংহিতা।

প্রশ্ন। এ-জাতীয় আসন-মুদ্রাদির অভ্যাসের ফলে ভক্তি, ভালবাসা আনবার কোনও সুবিধা হয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণতঃ টান যদি থাকে, তবে এগুলি তার অনেক সুবিধা ক'রে দিতে পারে। আবার, মনে ভক্তি বা টানের কোন অন্তরায় না রেখে যদি বলা ও করার ভঙ্গী, ভক্তি ও টান থাকলে যেমনতর হয়, যদি তেমনতর করা যায়, তবে ক্রমে-ক্রমে ভক্তি বা টান বাড়তে থাকে এবং বোধও প্রবল হয়। কিন্তু ভেতরে গলদ রেখে এইরকম ভাব-ভঙ্গী যদি লাখ কর, কখনও কিছু হবে না।

প্রশ্ন। সিদ্ধিলাভ কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের কোনও কিছু করার অভ্যাস যখন তার প্রকৃতিগত হ'য়ে পড়ে অর্থাৎ এমনতর হ'য়ে পড়ে যেমন চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি—তখনই তাকে সিদ্ধি বলা যায়। কিন্তু মানুষ তার ঈপ্সিতের প্রতি আবেগভরা টানে, তাঁকে পরিপূরণের কৃতার্থতার নেশায়, পারা-না-পারা-বুদ্ধিহারা হ'য়ে, যাতে তার অভীষ্ট তৃপ্ত হন, সুখী হন, তা' না-ক'রেই পারে না, সিদ্ধি তখন ফেরে বাঁদীর মত তার পিছনে—দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা তার যেন সহধর্ম্মিণী হ'য়ে দাঁড়ায়।

এমনতর হ'য়েও সে কিন্তু বুঝতে পারে না যে এত কেমন ক'রে পারে সে! মানুষ তাকে হিসেব-নিকেশ ক'রে বলতে বাধ্য হয়, ও' যেন তার জন্মগত—ভেবে কোনও হদিসই পায় না, এ জন্মগত ব্যাপারের মূলে কী আছে—এ পারাটা তার কেন?

ঠাহরবান্ মানুষ কিন্তু তার চাউনি দেখে ধ'রে ফেলবে যে তার এ-সব পারার মূলে, সাপের মত ফণা ধ'রে মাথা-তোলা দিয়ে আছে, একটা লেলিহান—যা' সবারই ভিতরে বৃত্তিশায়ী হ'য়ে আনাচে-কানাচে নানারকমে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেই আদিম আসক্তি। ও-সব কিছু দেখলে না, মানুষ প্রাণপণে নাক-মুখ সিটকে সে

মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতব্যা কুলেশ্বরী। —কুলার্ণবতন্ত্র। ১৭।৫৭

যা' করে, তাই করতে স্বরু ক'রে দিলে—তার পারার বহর দেখে, আশার সোনালী নেশায় ; তা'-কি হয় বাবা ? আবিশ-ডাবিশ যতই কর না কেন, যা'-দিয়ে সব-করা নিয়ন্ত্রিত হয়, সব করার মূলে যে একটা দগ্‌দগানি বুক নিয়ে হরদম জেগে থাকে—কী ক'রে কি করবে তারই এৎফাঁক নিয়ে, অন্ধি-সন্ধি সবদিকে খোঁজ করা চাওনি নিয়ে, নানারকমের ফন্দি-ফিকিরের আবোল-তাবোল বিবেচনা ও বিচার নিয়ে, কেমন ক'রে তার অভীষ্টের চাহিদাকে সে পরিপূরণ করবে তারই একটা গাঁজিল নেশা নিয়ে, দিগ্বিদিক আত্মস্বার্থ-বেঁহুশ হ'য়ে—তা' কে জানে ?

কিন্তু যে ধরতে পারে, সে সব ঠাহর ক'রে নিয়ে ঐ তাই খুলে নেয়, যা'-দিয়ে তার করাগুলি হঠাৎ ক'রে হওয়ায় পরিণত হ'য়ে তাকে অমনতর ক'রে তুলেছে সেই আদিম আসক্তি—যা' তার অভীষ্টকে সবরকমে পরিপূরণ করবার স্বার্থে, বেহদ্দ চলনে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ এৎফাঁক নিয়ে যে-ই লেগে গিয়েছে, কিস্তিমাতের পথে সে-ও চললে। আর, যারা এৎফাঁক ক'রে কথার আওড়ানি আওড়াতে-আওড়াতে নাজেহাল হ'তে লাগলো, কেউ হয়তো কিছু পেল, কেউ হয়তো ভেবা-গঙ্গারামের মত গালে হাত দিয়ে ভগবানকে লাখ দোষারোপের পূজায় অপদার্থ ক'রে তুললে ; ব'লে বেড়ালে,—ও-সব কিছু না বাবা ! আমাদের মত তোমরা আর ঠ'কো-ট'কো না ! আমায় দেখে তোমরা শেখ—ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছু নেইকো ! খাও-দাও, স্ফূর্ত্তি করো, বৃত্তিভোগের বহর যত পার খুলে দাও, বরং জীবন-মরণের মাঝখানে যেটুকু সময় পাও, যতটুকু পার এক চুমুকে নিকেশ করতে চেষ্টা কর ! এই তো গেল ব্যাপার। *

তাই বলি, সিদ্ধি যদি চাও,—অভীষ্টকে তোমার ঐ ভেতরকার—যা'-দিয়ে তোমার বৃত্তিশালারা এত স্ফূর্ত্তির লোটনে লুটছে, দিনের মধ্যে লক্ষবার তোমায় কত-রকম ক'রে, কত নাজেহাল লেলিহান সুখের আবেশের ফক্কিকারী টানে নিয়ে

* As it has been said by Brihaspati—

While life remains let a man live happily, let him feed on ghee even though he runs in debt.

বেড়াচ্ছে, তোমার অন্তরখানা একটা টাকার গুদোম ক'রে ফেলেছে—

সেই আদিম আসক্তিটাকে অভীষ্টে বেঁধে ফেলে এমন অটুট ও আপ্রাণভাবে যুক্ত হও, যাতে লাখ বজ্র, অনন্ত স্বর্গ, অসীম নরকের পূতিগন্ধ, তোমাকে একচুলও নড়াতে না পারে। দেখে নিও, সিদ্ধি দাসী হ'য়ে তোমাকে কেমন সেবায় সমৃদ্ধ ক'রে তোলে! আবার, অহং-এর জ্বালাময়ী উত্তেজনা থেকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে আত্মপ্রসাদের অমৃত-সিঞ্চনে কেমন অমরত্বে নিয়ে যায়—ব্যস!

প্রশ্ন। শুনতে পাই, কত লোকই আমাদের দেশে সিদ্ধ হয়েছেন; কিন্তু তাতে তাদেরই বা কী হ'ল, আর আমাদেরই বা কী হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা যেমন সিদ্ধ হয়েছিলেন, সে অভীষ্ট, যা'-ক'রে, তাদের তেমনতরই হয়েছিল। সে-সব সিদ্ধি দিয়ে আমাদের জীবনের চলনায় যা' হ'তে পারে, তা' হয়েছে, এখনও হয়তো হ'চ্ছে।

কিন্তু শোনা যায়, সিদ্ধার্থ নাকি সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেদিন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও নাকি সিদ্ধ হয়েছিলেন। গুরু নানক, কবীর—এঁরাও সিদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের সিদ্ধির নমুনা এখনও জীবন্ত হ'য়ে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাঁদের আশার বাণী এখনও কত প্রাণকে কত বেদনার হাহাকার থেকে কেমন

When once the body becomes ashes, how can it ever return again?

If any one were so timid as to forsake a visible pleasure, he would indeed be foolish like a beast, as has been said by the poet—

The pleasure which arises to men from contact with sensible objects.

Is to be relinquished as accompanied by pain—such is the reasoning of fools;

The berries of paddy, rich with the finest grains, what man, seeking his true interest, would fling away because covered with busk and dust?

—From Sarva-Darsana-Samgraha,
translated by Cowel & Gough

ক'রে তুলে ধরছে, তা' দেখলে—দেখলে কেন, একটু ভাবলেও বুকখানা কেমনতর একটা জীবনের স্পন্দনে ফুলে উন্নত হ'য়ে ওঠে।

আবার, ঐ বৃত্তিমুখো আদিম আসক্তি কত লোককে কত রকমে সিদ্ধি দান করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো কেউ হয়েছে পাকা ঠগ, নাজেহাল-করা বেদম চোর-বদমাইস, কেউ হয়েছে খুনী, কেউ হয়েছে ডাকাত, আরও ভালমন্দ কতরকমের কী, তার কি লেখা-জোখা আছে? ফল কথা, যার অভীষ্ট যেমন, সে বৃত্তিই হউক বা ইষ্ট, আদর্শ, ভগবান্ যা-ই হউক—ঐ আদিম আসক্তি বা স্থরত যাতেই যুক্ত হ'য়ে মানুষের করাকে হওয়ায় পরিণত করেছে, সে-একটা মানুষের, চোখ-ঝলসানো, কিছু-না-কিছু হয়েইছে। এর ভেতর রঘু ডাকাত, মোহর খাঁ ইত্যাদিও বাদ নাই কিন্তু—বুঝলেন তো?*

প্রশ্ন। নিত্যসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ কা'কে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা ইষ্ট বা অভীষ্টের টানে হিসেব-নিকেশ-হারা, অভীষ্টকে পরিপূরণের 'করায়' আপ্রাণ, নিজের কী হবে এমনতর কোন লেহাজই তাদের নাই, ইষ্টই যাদের একমাত্র স্বার্থ, এ স্বার্থ-সম্পাদনে যাদের নিজের স্থখ-দুঃখের জাবেদা হিসাব একদম বেভুল পথেই চলছে, পছন্দও করে না যে একটা খতিয়ান রেখে নিজেকে একটু নিকেশের আমলে নিয়ে আসে, ইষ্টস্বার্থ হওয়াই যেন তার জন্মগত সংস্কার, সে বিষয়ে কোন স্বার্থই তাকে কাবেজ করতে পারে না,—এই

---

* Prof. William James says—"As a rule men habitually use only a small part of the powers which they actually possess and which they might use under appropriate conditions."

........."Turning from more chronic to acuter proofs of human nature's reserves of power, we find that the stimuli that carry us over the usually effective dam are most often the classic emotional ones--love etc."

এরাই হ'চ্ছে নিত্য-সিদ্ধের থাক।* আর, সাধন-সিদ্ধ তারাই যাদের টানও আছে, অথচ নিজের হিসেব-নিকেশও অনেকটা আছে, অভীষ্টের পরিপূরণে তার আপ্রাণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তার কর্ম্মে নিয়োজিত হ'য়েও, আত্ম-প্রশ্নহারা একদম যে হবে, বিবেচনা তেমনতর তাকে ক'রে দিতেও পারছে না, অথচ অভীষ্টের প্রতি টান এই আত্মবুদ্ধির চেয়ে এমনতর বেশী, ঐ ইষ্টস্বার্থ হওয়ার প্রলোভন এগুলিকে অনেকটা ছাপিয়েই চলেছে, আত্মবেকুবী স্বার্থ ঐ টানকে ভেঙ্গে দিতেও পারছে না; যারা এমনতর, তারাই বৃত্তিমুখতা ও ইষ্টমুখতার সংঘর্ষে হিসেব-নিকেশী সাধারণতঃ হ'তে বাধ্য হয়। আর, ঐ ক'রে-ক'রেই বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে অভীষ্টের—ইষ্টের ফোঁড়ে সবগুলিকে বিন্যস্ত ও অর্থযুক্ত ক'রে ক্রমসিদ্ধিতে উপনীত হয়,—এরাই হ'চ্ছে সাধন-সিদ্ধ। †

আর, কৃপাসিদ্ধ যারা তারা প্রায়ই বৃত্তিমুখী হ'য়েই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু অন্তরে কি-যেন একটা অভাবের দগ্‌দগানির কাঁদন লেগেই থাকে, বুঝতে পারে না—এ কাঁদন কেন ও কিসের? হঠাৎ হয়তো একদিন এমনতর কোন অভীষ্টের সম্মুখে ঘুরতে-ঘুরতে হাজির হ'য়ে পড়লো—তাকে দেখে তার কথা শুনে তার বুকের ঐ দগ্‌দগানি এমনতর উপচে উঠলো যে, তাতে নিজেকে আহুতি না দিয়েই পারলো না—সে তখন এক লহমার ভেতরে এমন-কি নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমনতর ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ হ'য়েই উঠলো,—এমন হ'ল, যেন তা' তার না-হ'য়েই

---

* নিত্যসিদ্ধ যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর ব'সে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরি-রস পান করে, বিষয়-রসের দিকে যায় না।

এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না, একটু বয়স হ'লেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চ'লে যায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১ম ভাগ।

† সাধারণ লোক সাধন করে; ঈশ্বরে ভক্তিও করে। আবার সংসারেও আসক্ত হয়, কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হয়। মাছি যেমন ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, আবার বিষ্ঠাতেও বসে।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

যেন উপায় নেই—এরাই হ'চ্ছে কৃপাসিদ্ধ। কারণ, তখন থেকেই—অর্থাৎ যে-মুহূর্ত্ত থেকে তার বুকখানার গভীর টান ঐ ইষ্ট বা অভীষ্টকে আপ্রাণ জড়িয়ে ধরলো—করাগুলি তার ইষ্টের তৃপ্তিমুখর হ'য়ে হিসেব-নিকেশ-হারা হ'য়ে বেদম দমে ছুটতে লাগলো,—পাওয়ার খতিয়ান যদিও সে রাখলো না—পাওয়া কিন্তু তার পোঁদে-পোঁদেই ছুটতে লাগলো! সেই পাওয়াগুলি কুড়িয়ে নিয়ে, নৈবেদ্য সাজিয়ে সে তার অভীষ্ট-পূজার মহান আমোদে ক্রমশঃই কেবলই মেতে উঠতে লাগলো ;—ক'রে-পাওয়া যদিও তার হিসেব-নিকেশ-হারা—করার-পাওয়া কারুর কখনই ছাড়ে নাই কিন্তু।

কৃপাসিদ্ধ মানে বুঝে থাকে, করা-টরা কিছু নেই, সিদ্ধি এসে অমনি হাজির! বিধি কিন্তু বিধি ছাড়া কখনই চলে না—এ বিধি তার অচল, অটল। যে কৃপাসিদ্ধ, অভীষ্ট পাওয়ার পূর্ব্বে 'কি চাই, কি চাই'-এর সম্বেগে বৃত্তি-মাতাল হ'য়ে পাগলের মতন কি-যে করতো তার ঠিক-ঠিকানা নেইকো ; সে হয়তো অজামিল, বিল্বমঙ্গলের মতন ছিল, না হয়তো চোর, জুয়াচোর, ঠগই ছিল ; আর যাই সে থাকুক, বিশ্বাসঘাতকতা তার জীবনে কখনও স্থান পায়নি।

কিন্তু ও' থাকলে তাদিগের সিদ্ধি-ফিদ্ধি সব কোথায় পালিয়ে যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ ভাবলে—ও শালা অমনতর,—আর সে হঠাৎ একদিনে এমনতর হ'য়ে উঠলো!—এ নিশ্চয়ই কৃপাসিদ্ধ—কিছু না-ক'রেই এত সব পেয়েছে বা হয়েছে! এই দেখে সব ব্যাটারাই ভাবলে—ভগবানকে কোনরকমে ভয় দেখিয়েই হউক—'তোমার নাম আর কেউ লবে না' এই কথা ব'লেই হউক, ঐ কৃপাসিদ্ধের দলে ঢোকা যায় কিনা, তারই এৎফাঁক দেখতে লাগলো। সাধু-মহাপুরুষ দেখলে ঐরকম বুলি আওড়ায়!

এই এমনতর কৃপাসিদ্ধ, যা' পূর্ব্বে বললাম, অনেক সময় এমন-কি, অভীষ্টের কথা শুনেও হ'তে পারে—এমন-কি স্বপ্ন পেয়েও হ'তে পারে। যেমন ক'রেই হউক, গোড়ার খবর কিন্তু যা' বললাম তাই।

প্রশ্ন। সিদ্ধ যা' বললেন তা' তো বুঝলাম, কিন্তু অবতার ব'লে তো কথা শুনতে পাই, —ভগবান্ নাকি অবতার-রূপে জন্মগ্রহণ করেন? এই অবতার পুরুষ কী? এই অবতার আর সিদ্ধ পুরুষে প্রভেদ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই মানুষের ধর্ম্ম ব'লে যা' ছিল, সেগুলি বৃত্তি-পরায়ণতার হেল্লায় প'ড়ে মোচড়ানির ঠেলায় কদর্থে পরিণত হ'য়ে জীবন ও বৃদ্ধিকে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে মরণে ইঙ্গিত করতে থাকে,—বাঁচার বিকট আর্ত্তনাদ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, সমস্ত প্রাণকে আলোড়ন ক'রে, হতাশের দগ্‌দগানি, খ'সে যাবার, ঝ'রে যাবার শঙ্কা—সব প্রাণটাকে শিথিল ও শুষ্ক ক'রে, চাপা আগুনের আঁচের মতন—বাতাস কাঁপিয়ে অসীমের পথে মূক বা মুখর হ'য়ে ছুটতে থাকে—প্রত্যেক প্রাণে ঐ চাহিদার ডাকে, তখন এই আমাদেরই মতন—অতি সহজ—সব বেদনার দাগের সহজ ও সাড়াবাহী চেতনা নিয়ে, জানা যায় না—বোঝা যায় না—সবার সাথে মিল খায় অথচ যেন সব ছাপিয়ে থাকে—এমনতর যে, মানুষের কাঁদনে কাঁদন মিলিয়ে, এই মানুষেরই মায়ের কোলে আবির্ভূত হয়—আর্য্যরা, আর্য্য কেন সবাই, তাকে সেই পরম-কারুণিক তাঁরই অবতার ব'লে অর্থাৎ নেমে আসে ব'লে ঠাওর করে। *

আর, তা' করতে তাদের ইচ্ছা করে। কারণ, সব নিয়ে অমনতর জুড়ানো আর কোথায় জুড়াবে? এই জুড়ানো কিন্তু কাউকে নিনড় ক'রে তোলে না, বরং প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন জীবন ও বৃদ্ধির আগুন-রাগে রঙ্গিয়ে তোলে—তা' প্রত্যেক অস্তিত্ব-জড়িত বিক্ষিপ্ত বৃত্তি-সম্ভারকে এক বেহিসাবী বিন্যস্ততায়

---

* অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষদেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্

স্বলীলাকীর্ত্তি-বিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রাকট্যে হেতুরুত্তমঃ ॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যত্তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্ ॥
চেদত্রাপি দিদৃক্ষেরন্ উৎকণ্ঠার্ত্তা নিজ-প্রিয়াঃ।
তাং তাং লীলা ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥

—শ্রীলঘু ভাগবতামৃত।

ন্যস্ত করার ভেতর-দিয়ে—প্রত্যেক বৃত্তিগুলি যেন অল্পই হউক, বিস্তরই হউক, প্রত্যেক মানুষ-হিসাবে সেই সার্থকতার স্বার্থে রঙ্গিয়ে উঠতে চায়; যে মানুষটা এমনতর কেমন-যেন একটা কি গানের পোঁ ধরে, যে পোঁ প্রত্যেক নিন্দাতেই হউক আর স্তুতিতেই হউক, তাতে কান না দিয়ে কেন যেন লোকে পেরেই ওঠে না,—অল্প-বিস্তর হিসাবে প্রত্যেকেই—যে যেমনতর সেই হিসাবেই—কেবল সেই-ই তার পারিপার্শ্বিকের প্রত্যেক প্যাঁচে-প্যাঁচে ক্রমে বাড়তে-বাড়তে একমাত্র আলোচনার বস্তু বা বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়—আর প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সেই যেন নানান্ ধাঁজে, নানান ইঙ্গিতে, বাঁচা-বাড়ার আশায় গেয়ে ওঠে—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

সেই আসা-মানুষের বা নেমে-আসা-মানুষের এই আদিম টান বা স্বরত এত সহজ ও স্বতঃ যে তাকে কারুরও আর উসকে দিতে হয় না—তার মাথা দুনিয়াকে যখন থেকেই গ্রহণ করা সুরু করে, তখন থেকেই সবার ভিতর-দিয়ে, একটা জীবনীয় এৎফাঁক নিয়ে মেতে থাকে—মানুষগুলিকে এত বিভেদ দেখেও প্রত্যেকটিকে, যেন সে নিজেই প্রত্যেকটি, এমনতর একটা সহজ নজর ও চিন্তায় বেমালুমভাবে তার চলনাটা চলতে থাকে,—অভীষ্ট বা ইষ্ট তার সাধারণতঃ তিনিই হ'য়ে থাকেন, যিনি যুগের ভাল-মন্দের আবহাওয়ার দিগন্তের পারে দাঁড়িয়ে অজানা সূচনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন;—সে হয়তো কারুর নজরে আসেনি, আর সাধারণতঃ আসেও না। কারণ, ঐ রকমের যিনি, মানুষের বৃত্তি-কোলাহলকে শান্ত না করলেও, তাই দেখার আর দেখে বিবেচনার আবেগে সবার ভেতর

The incarnation is a particular manifestation of Infinite Being on the plane of matter and the demonstration of the divine as essentially personal.

—Swedenborg

A genuine self is constituted only by the coming to life of the infinite spiritual world in an independent concentration in the individual.

—Eucken's 'Philosophy of Life'

থেকেও একটা অগণ্য বা নগণ্য অবস্থা বা স্থান আঁকড়ে ঐ যুগের দিগ্‌বলয়ের সীমায় দাঁড়িয়ে থাকেন। *

আর বেদনায় আৰ্ত্ত, আশায় উদ্দীপ্ত, জীবন ও বৃদ্ধি-কল্পনায় গভীর, অথচ সৌর-চাকচিক্যে ভরা তথাগত যিনি—তাঁর যে মোহিনী প্রকৃতি-যুক্ত সেই আদিম আসক্তি বা স্বরত—অবহেলায় স্বতঃ অহমিকার মাথায় পদাঘাত ক'রেও—ঐ সেই নগণ্য বা অগণ্য দিগ্‌বলয়ে দাঁড়িয়ে যে মীমাংসায় মুহ্যমান—দেখেই চিনে তাঁকে আঁকড়ে ধরে ;—আর তাঁতেই দাঁড়িয়ে জীবন ও বৃদ্ধি-গাথায় বাঁশীর স্বরে প্রত্যেকের মতন ক'রে—তার যা' যত পারিপার্শ্বিক প্রত্যেককে টেনে ধরেন।

তাহ'লেই ঐ সিদ্ধ যারা তাদের আর এর ভিতর তফাৎ হ'চ্ছে—একজনের স্বরত বা আদিম আসক্তিকে কারুরও উসকে দিতে হয় না, আর, অন্যের তা' উসকানি খেয়ে জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে। তা'-ছাড়া একজনের বৈশিষ্ট্য এতই বেমালুম —অথচ সবাইকে ছাপিয়ে থাকে—আর, এই থেকেও তাকে ঠাওর করা যায় না—এমন-কি, তার বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারের ভেতর-দিয়েও সেই সময়ে অন্যকে তা' যায়—এই সব আর কি!

প্রশ্ন। আচ্ছা, অবতার-পুরুষ যদি এমনতরই হন, তবে তাঁদের অনেকে এত নিন্দা করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বৃত্তি যাদের অহংকে হামবড়াইয়ে আহাম্মক ক'রে রেখেছে, ঐ বৃত্তি-আহাম্মকেরাই অতৃপ্ত-চাহিদা-ক্লিষ্ট হ'য়ে বৃত্তি-গোলকধাঁধায় যারা

---

* Art thou that prophet? And he answered, No. —V. 21

He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. —V. 23

John answered them saying, I baptize with water; but there standeth one among you, whom ye know not. —V. 26

He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose. —V. 27

This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me. —V. 30

বৃত্তিঘুরে হ'য়ে বেড়াচ্ছে—তাদের উপর ছড়িদারী ক'রে নিজের বাহবা আদায় ক'রে একরকম চলছিল মন্দ না; কিন্তু ঐ মানুষটা যখনই এসে তাদের যতই আগলে ধরতে চাইলে—ততই তারা নিজেকে তাকিয়ে দেখা স্বুরু করলে—হরদম নিজে বিবেকের কাছে ধরা পড়া স্বুরু করলে। এই ধরা প'ড়ে ছোট হওয়ার যন্ত্রণায় তাদের অহং আর সইতে পারলে না—অস্থির হ'য়ে উঠলো! আর এই যন্ত্রণার জ্বলুনির আগুন সইতে না পেরে ভাবলে, তাদের মন দিয়ে দেখতে লাগলে—"ও ব্যাটা যতই ভাল করুক আর যতই ভাল বলুক—এ নিশ্চয় ভাল নয়,—যেমন ক'রে পার সাবাড় কর।"

বৃত্তি-ধাঁধায় যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা যেই তার কাছে দাঁড়িয়ে পুষ্টির টানে তাদের ঐ বৃত্তি বা বৃত্তিগুলি এমনতরভাবে তাঁতে আটকে রইল, যাতে বোধ করতে পারলে তারা একটা প্রাণারাম পোষণীয় জীবন ও বৃদ্ধিদানকারী তৃপ্তি, আর তারই ফলে অমনি ছোট্ট যারা—তার অর্থাৎ সেই আসা-মানুষটার জয়গান স্বুরু ক'রে দিলে। কিন্তু ছোট হাড়ে যাদের বড় মাংস গজিয়ে উঠেছিল—বৃত্তি-দুঃস্থ ও ক্লেশার্ত্ত ধন্ধদের রক্ত খেয়ে, সে-রক্তে পোষ্টাই না পেয়ে ঐ ছোট অহং হাড়ের কাঠামে মাংসল প্রাণী যারা—ক্ষেপে উঠলো, ঐ তাকে খাওয়ার লোলজিহ্বা নিয়ে—তখনই তাদের কেরামতিতেই তাদের করা গাইতে স্বুরু ক'রে দিলে ঐ শত্রুতার তাপক্লিষ্ট অহমিকার অন্তরালের অস্তিত্বের মুখে—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

প্রশ্ন। কেন নিন্দা হয়, এ তো ভাল বোঝা গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। মনে করুন, গাঁয়েতে কতকগুলি ভদ্রলোক বাস করত, তাদের খুব প্রবল প্রতাপ, বর্দ্ধিষ্ণু ব'লে খ্যাত, তারা তাদের চাইতে যারা ছোট, সেই গাঁয়ে এমনতর যারা তাদের উপর খুব ছড়িদারী ক'রে, নানারকমে পীড়ন ক'রে, কাউকে বড়, কাউকে ছোট ক'রে—কতকগুলি লোক তাদের দলে ভিড়িয়ে, খুব একটা জবর চালে জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল,—হয়তো এমন

একদিন এল, ঐ গরীবদের ভেতর-থেকেই হউক বা তাদের আপন ঘরের থেকেই হউক, একজন বা কেউ ঐ সবগুলিকে দোষারোপ ক'রে—লোকদের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে—ভাল কথা কইতে সুরু ক'রে দিলে,—তার ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই—যারা আজীবন অমনতর পীড়িত ও নির্য্যাতিত হ'য়ে আসছিল, তারা ঐ ছেলে বা সেই মানুষটার প্রতি একটা বুভুক্ষু আর্ত্ত আলিঙ্গনে অবনত হ'য়ে সহজ টানে অনুরক্ত হ'তে সুরু ক'রে দিলে। যা'ই এমনতর ঘটলো, তখন প্রতাপী বর্দ্ধিষ্ঠরা কী করতে সুরু ক'রে দিলে?—সেই মানুষটার প্রতি যারা অনুরক্ত, তাদিগকে নানা কায়দায় তার বিরুদ্ধে নানারকম ভাঙ্গচি দিতে সুরু করলে না? হয়তো কারও-কারও প্রতি নানারকমে খোলাখুলি বা অনেকের চক্ষুর অন্তরালে অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিলে।

সে-মানুষটাও তখন প্রাণপণে লেগে গেল তাদিগকে তাদের হাত হ'তে বাঁচাতে; আর এম্‌নি যতই হ'তে লাগলো অন্ততঃ ঐ গরীব লোকেরা—যাদের 'পর অত্যাচার ক'রে ঐ প্রতিপত্তিশালী বর্দ্ধিষ্ঠেরা মসগুল হামবড়াই-চালে চলছিল—তারা নানারকমে ছত্রভঙ্গ হ'য়েও ঐ সেই লোকটার দিকে ক্রমশঃ গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'তে লাগলো না—আরও প্রাণপণে কি তাঁকে অনুসরণ করতে নিনড় হ'য়ে উঠলো না?

শেষে কী দাঁড়ায়? যতই এমন্‌তর হ'তে লাগলো, প্রতিপত্তিশালী বর্দ্ধিষ্ঠেরা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো, কী কায়দায় সেই জনগণ-বন্ধু লোকটাকে সাবাড় করা যায়, প্রাণপণে প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের ভেতর বিষ ছড়িয়ে—যে-বিষে সে লোকটা নিপাত যায়। নানারকমে নানান্ কায়দায় বলতে লাগলো, "অমনতর ভণ্ড কি আর কেউ আছে? তোমরা বেকুব, ওর ঐ ভণ্ড কওয়া ও করা দেখে একদম বেকুব হ'য়ে গেছ, আমি জানি, স্বচক্ষে দেখেছি, ব্যাটা মেস্‌মেরিজম প্রাক্‌টিশ করতো—অনেক রকম বশীকরণ-বিদ্যা জানে, ঐ সব খাটিয়ে যা'-তা' ক'রে বেড়াচ্ছে; নতুবা তোমরা বেকুব, এত দেখে-শুনেও এমনতর জ্ঞানহারা হবে কেন? মাসী, পিসী, বৌ, ছেলে, পিলে, মা, বাপ, ভাই এ-সব নিয়ে তাকে উপঢৌকন দিয়ে ঐ ব্যাটার ক্যারদানিকে আরও কঠোর ক'রে তুলবে কেন?

আমিও বাবা দু'চার পাতা পড়েছিলাম, এক-আধটু হিসাব-নিকাশ আমিও রাখি—দেখতে পাচ্ছো না, আমি বা আমাদের মতন ভদ্রলোক কেউ ও' শালার ছায়া স্পর্শ করে! যত শালার ছোটলোক আর মেয়েমানুষের হুড় ঐ শালার কাছে? তোমাদের জন্য তো কিছু ক'রে উঠতে পারি না—তোমাদের নিতান্তই ভালবাসি, তাই যাতে তোমাদের হিত হয় তাই বলি; নতুবা কবে শালাকে সাবাড় ক'রে ফেলতুম! শালাকে দেখলে মনে হয়, টগ্‌বগানি গরম তেলের ফোয়ারা এসে গায়ে লাগছে! এখনও বলি সাবধান হও—আত্মসম্মান, জাত, ইজ্জত এ-সব আর খুইও না!" কেমন এমনতর নয়?

তাহ'লেই দেখুন, বৃত্তিভাঙ্গীরা কখনও—যতদিন পর্য্যন্ত তাতে যারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পরিত্রাণের বুভুক্ষায় আর্ত্ত হ'য়ে না উঠছে ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই—সে মানুষকে পছন্দ করতে পারে না—যে-নাকি অস্তিকে চেতনায় উদ্দীপ্ত ক'রে বৃদ্ধির সিংহাসনে অটুট ও অমোঘ ক'রে তুলতে চায়; তাঁকে তারাই ভালবাসে, সব রকমে যারা ওঁতে ভারাক্রান্ত হ'য়ে সন্তপ্ত প্রাণের আকুল উদ্বেগে জীবনের আশায় পরিত্রাহি চীৎকারে—"ধ'রে তোল, কে আছ কোথায়"—ব'লে আঁকু-পাকু খুঁজে বেড়াচ্ছে—তা' নয় কি? *

---

* The impression of melancholy sensibility which the mind experiences after long periods of revolution, gave birth on all sides to un-limited hopes. The expectation was at its height. Holy persons passed their life about the temple, fasting and praying that it might please God not to take them from the world without having seen the fulfilment of their hopes. They felt a powerful presentiment; they were sensible of the approach of something unknown.

This confused mixture of clear views and dreams, this alternation of deceptions and hopes, these ceaseless aspirations, driven back by an odious reality found at last their interpretation in the incomparable man, to whom the universal conscience has decreed the title of son of God.

—Ernest Renan's 'The Life of Jesus'

৪

শুক্রবার ৩রা মাঘ, ১৩৪২, কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্দ্দি ও ফেরেঞ্জাইটীসের দরুন বিগত কয়েকদিন লেখা বা আলোচনা বন্ধ ছিল। আজ প্রাতের বিনতি ও প্রার্থনান্তে বেলা ৮টার সময় তিনি তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। পূর্ব্ব প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। দুনিয়ার চলতি যে ক্রমাভিব্যক্তি-বাদ আছে, তার সঙ্গে অবতার-পুরুষের কোনও সংস্রব আছে কি? সে-হিসাবে সবই তো অবতার!

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ নিশ্চয়ই—দুনিয়ার যা'-কিছু সব তো তাঁর অবতরণ বটেই! তবে কেউ চেতন, কেউ অল্প চেতন, আবার কেউ অল্পের হিসাবেও প্রায় অচেতন। দুনিয়ার প্রত্যেকে যখন জীবন ও বৃদ্ধির ছাতিফাটা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় পথহারা পাগলের মতন বিক্ষিপ্ত চলনে ঘুরে বেড়ায়—কেউ থাকে না—এমনতর যাঁকে দেখে তারা নিজের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—যাঁর অনুসরণে মৃত্যুর অবসাদ-মাখা মূক আকর্ষণকে এড়িয়ে অমৃতের চলনে জীবনকে চালাতে পারে—তখন তাদের ঐ বুভুক্ষিত আকাঙ্ক্ষা একটা দীপ্ত অশরীরী প্রেরণা ক্ষুধার্ত্তের ব্যাকুলতার মতন দিগন্তের পথে বাঁধনহারা উদ্দামতায় ইতস্ততঃ নিক্ষেপ ক'রে থাকে;—তেমন সময় হয়তো কোন শুভ মুহূর্ত্তে ঐ দুঃস্থদের মায়েরই কোলে এমন-একটা জ্যান্ত প্রাণের প্রতীক আবির্ভূত হ'ল—বুকভরা আলিঙ্গনের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারের বীজ নিয়ে,—ঐ প্রেরণাগুলি যে প্রত্যেকের প্রাণফাটা চাহিদা উপচে দিগন্তের পথে দিশেহারা চলনে ছুটছিল—স্থান পেয়ে

আঁকড়ে ধরলো ঐ দুঃস্থ-মায়ের কোল শঙ্কাকুল আনন্দে উজল-করা শিশুকে। তার জ্ঞানের উন্মেষের সাথে-সাথেই সে হয়তো গাইতে শুরু করলে ঐ বুকফাটা চাহিদার ক্ষুধাতৃষ্ণার অমৃত-সেচনী তৃপ্তি-করা বাণী—আর এই থেকে হয়তো অমনতর মানুষকে প্রেরিত পুরুষ বলা হ'য়ে থাকে। আর, ঐ চাহিদার খিঁচুনিতে অবশ-করা সঙ্কুচিত জীবনদের তিনি হ'য়ে দাঁড়ালেন ক্রম-বিবর্ত্তনের—আরো জীবনের—প্রথম পুরুষ ; * —জগতের ক্রম-জীবনের ধারাই এমনতর! চণ্ডীতে আছে, অসুরের অত্যাচারে দেবতারা তেত্রিশ কোটি বিধ্বস্ত হ'য়ে বাঁচার আকুল

---

* The conceiving of the law is a spontaneous variation in the strictest sense of the term. It flashes out of one brain and no other, because the instability of that brain is such as to tip and upset itself in just that particular direction.

And the personal tone of such mind, which makes it more alive to certain classes of experience than others, more attentive to certian impressions, more open to certain reasons, is equally the result of that invisible and unimaginable play of forces of growth within the nervous system which irresponsibly to the environment, makes the brain peculiarly apt to function in a certain way.

The adopted bent becomes a ferment in the community and alters its tone.

Originally all the things and all other institutions were flashes of genius in an individual head, of which the outer environment showed no sign.

Every prophet is a creation of his own times ; the creation of the past of his race ; he, himself, is the Creator of the future. The cause of to-day is the effect of the past and the cause for the future. In this position stands the Messenger. In him is embodied all that is best and greatest in his own race ; the meaning the life, for which that race has struggled for ages ; and he, himself, is the impetus for the future, not only to his own race but to unnumbered other races of the world.

—Swami Vivekananda

আবেগে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের ধারে সবাই প্রার্থনা করতে থাকলেন, আর তাঁদের ভেতরকার ঐ আকুলতা-নিক্ষিপ্ত তেজগুলি বিকীর্ণ হ'য়ে দেবীর শরীরী আবির্ভাবের সূচনা ক'রে দিল। প্রত্যেকটি দেবতার তেজে দেবীর শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং বিধানের যাবতীয় যা'-কিছু মূর্ত্ত হ'ল—দেবী অভয় দিলেন, দেবতারা আনন্দে জয়গান করতে-করতে ফিরে গেলেন; দেবী অসুর দমন ক'রে তাদের জীবনের অমৃত চলাকে আরো উদ্দীপ্ত ক'রে দিলেন। * এও তো একরকম ঐ রকমই! তাহ'লে ক্রম-বিবর্ত্তনে ঐ প্রেরিত বা অবতার-পুরুষের স্থান কোথায় চিন্তা ক'রে দেখুন দেখি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তবে গীতায় যে আছে—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

—এ কেমন অবজ্ঞা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখন পুরুষোত্তম মানুষ আসেন—পুরুষোত্তম বলছি এই জন্য, মানুষ যতটুকু তখন যেমনভাবে যাদের থেকে পরিপূরণ পেতো, যা'

---

* ততোঽতিকোপ-পূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ন্ত্বিষা॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২. ১০-১৩

শক্রাদয়ঃ সুরগণা নিহতেঽতিবীর্য্যে।
তস্মিন্ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা॥
তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতিনম্র-শিরোধরাংসা।
বাগ্‌ভিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্গমচারুদেহাঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।২

পেয়ে জীবনকে তারা চালিয়ে নিয়ে যেত,—তাকে আরো ক'রে একটা মহান পরিপূরণের পোষণে আরোতর উদ্দীপ্তিতে ও বৃদ্ধিতে পুষ্টতর চলনের অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে তিনি জীবনকে চলায় সন্দীপ্ত ক'রে তোলেন—অর্থাৎ মহান পূরণ যিনি দেন—তিনি যখন আসেন, তখন মানুষ দেখতে পায় তাঁকে তাদেরই মতন তাঁর সব—তাঁর চলা, ফেরা, খাওয়া, দাওয়া, কথাবার্ত্তা, বৃত্তি, বোধ,—যা'-কিছু,—এই সব দেখে, এই সব ভেবে বেকুব যারা—যখন তাঁর বৈশিষ্ট্য-বাণী, বিশেষ চলা ইত্যাদিকে আর দেখতে চায় না, কারণ, কারণহীন আজগুবি কিছু পায় না—পেলেও হয়তো তাঁর তা' কেমন ক'রে সম্ভব সে-সব হদিস জানবারও চেষ্টা হ'তে বিরত থাকে, তাদের বৃত্তি-মুগ্ধ জানা দিয়ে যা'-হোক একটা ঠিক ক'রে এই এমনতর যারা—তারাই, এই আমাদের মতন সেও একটা মানুষ এই ভেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করতে থাকে ; তাঁকে ছাপিয়ে—তাঁর ঐ মনুষ্যশরীরোচিত যা'-কিছু তা' ছাপিয়ে যে-বোধ যে সমস্ত ভাবসম্ভারের, ঐ শরীরী তাঁকেই যে তার প্রতীক ক'রে তুলেছে—তা' তাঁতে উপযুক্ত প্রকারে যুক্ত হ'লে তো—যে যুক্ত হয় যা'-দিয়ে সে বোধ করতে পারে তা' আরো তীক্ষ্ণতা লাভ ক'রে—তবে তো সেই বোধগুলি একটা বুঝের অবস্থায় নিয়ে আসবে। ততই আমাদের মতন মানুষ ভেবে যদি তাঁতে তেমন-ভাবে যুক্ত না হয়, তবে তিনি যে-সমস্ত পর-ভাব যা'-নাকি সাধারণ মানুষে নেই বা জানে না, তা' কি-ক'রে ফুটে উঠবে ?

তাই, যারা অমনতর ক'রে অর্থাৎ আমাদের মতন মানুষ ভেবে ঐ পর-ভাব—যার জন্য তিনি ঐ মহান পূরণকারী পুরুষোত্তম, তাঁকে অবজ্ঞা করে—তারা কি ক'রে বুঝবে ? আর, ঐ হিসাবেই মানুষের সহানুভূতিসম্পন্ন সমবেদনায় আপসোসের ভাষায়ই গীতার উক্তিতে তিনি বলেছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

প্রশ্ন। শুনতে পাই তাঁরা যখন আসেন তখন তাঁরা তাঁদের লীলা-সহচররূপে নিত্য-সিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে সঙ্গে ল'য়ে আসেন, এ-কথা কি ঠিক ? তা' কি ক'রে বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। নিত্য-সিদ্ধ মানে হ'চ্ছে সিদ্ধ স্বরত যা'দের—তার মানে, তাঁকে দেখে বা তাঁকে পেয়ে যাদের অনুরক্তির টান এমনতর সহজ ও অটুট হ'য়ে তাঁতে বেঁধে ফেলেছে যে তিনি ছাড়া তার আর গতি নেই, তার যা'-কিছু বৃত্তি সবগুলিই তাঁর স্বার্থ নিয়েই উদ্দীপ্ত, অবাধ ও উন্নত—তাদের সহজ কর্ম্ম-সম্ভারই হ'য়ে দাঁড়ায়, তাঁকে প্রত্যেকের ভেতর প্রতিষ্ঠা করা—প্রত্যেককে তাঁর স্বার্থে উদ্দীপ্ত ক'রে স্বার্থবান ক'রে তোলা—আর এই এমনিতর তরতরে স্বরত বা টান বা আসক্তি থাকার দরুন তারা সহজভাবে দক্ষ ও ক্ষিপ্র।

তরতরে স্বরত, অনুরক্তি বা আসক্তির প্রধান লক্ষণই হ'চ্ছে ঐ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা—আর সেইজন্যই তারা সাধারণ মানুষ থেকে অশেষ রকমে পটু; এই পটুত্ব কিন্তু তারা নিজে প্রায়ই টের পায় না—টের পায় তাদের প্রত্যেক পারি-পার্শ্বিক—যারা নাকি তেমনতর নয়। মানুষের মাথায় তাদের খেয়াল যেমন ওঠে, ডোবে, আবার ভাসে, তাদের মাথায় তেমনি ঐ তাঁরই স্বার্থ, তাঁরই প্রতিষ্ঠা, তাঁরই কর্ম্ম ইত্যাদির খেয়াল ওঠে, ভাসে—অমোঘ সম্পাদনার সহিত চলতে থাকে বিরাট বাস্তবতায় পরিণত করতে করতে একটা উন্মাদ চলনে;—এইগুলি হ'চ্ছে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিত্য-সিদ্ধের লক্ষণ। তারা কিন্তু সিদ্ধাই-টিদ্ধাই কায়দা-কলম নিজের জন্য যা'-কিছু এ-সব নিয়ে মাথাই ঘামায় না। কতদূর উন্নত, কতখানি সিদ্ধ হয়েছে, এ-সব তার জীবনে অত্যন্ত তিক্ত ব'লেই মনে হয়। তাই সিদ্ধি তার হস্তামলকবৎ—যা' করতে যায়, একটা ভীষণ প্রাণের তাড়নায় ঈপ্সিতের রঙে রঙিয়ে তা' ক'রে ফেলা চাই-ই; নতুবা যেন তার নিস্তার নেই। তাই বাধা তা'দিগকে পোষণ ও বৃদ্ধিতে বিরাট সম্পদশালীই ক'রে তোলে। তাই তারা অমোঘ, অবাধ, অজেয় চিরকালই মানুষের কাছে, যদিও এই হিসাবের অবসর তাদের নিজের অন্তরে স্থান পায় না। তাই, তাঁর সম-সাময়িক তাঁরই আশে-পাশে তাঁতে একান্ত অনুরক্ত এমনতর যারা জন্মগ্রহণ করে, তারাই তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ব'লে আখ্যাত হয়, আর এমনতর আসাকেই তিনি নিয়ে আসেন এমন ক'রে বলতে কি আপত্তি আছে?

প্রশ্ন। আচ্ছা, অবতার-পুরুষেরা যখন আসেন—তখন তাঁদের আশেপাশের অখ্যাতনামা কয়েকজনই তো তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ হন—সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ লোক তো থাকেন ; কই, তাঁরা তো সেই মহান পূরণকারী অবতার পুরুষের সাথী হন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সময়ের মহান শ্রেষ্ঠ অনেকে থাকতে পারেন, তাঁরা পূর্ব্বতনের ভেতর-দিয়ে হয়তো মহান হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু ঐ অখ্যাত-নামার সাথে যে অখ্যাতনামাগুলি গজিয়ে উঠলো, তারা পুরাতনকে আরো নবীনের হাওয়ার উদ্বোধনে জাগিয়ে তুলতেই এলো, তাতেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে ; —যা' আছে তাকে আরো চলনে চালিয়ে নেওয়াই হ'চ্ছে তাদের উপভোগ ও আনন্দ! তাই তারা যে পুরাতনের কোলে লালিত-পালিত হ'য়ে পুরাণকে নবীন রং-এ নবীন প্রাণে আরো নবীন ক'রে প্রত্যেকের প্রাণকে স্পর্শ করাবার উদ্দীপনার উদ্দীপ্ত আনন্দে চেতন মাতাল হ'য়ে প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেক রকমের কত রকমে ছুটতে লাগলো—পুরাতন প্রবীণ কি আর তা পারে ? সে-সম্বেগ তারা পাবে কোথায় ? তাদের যা' ছিল সে-সবগুলি তো প্রবীণতায়ই প্রলীন। তাই, ঐ মানুষের নবীন পার্ষদরা হামেসাই অখ্যাতনামা নূতনই থাকেন, খ্যাতি তাদের চলনে-বলনে মুগ্ধ হ'য়ে নতজানু সম্বর্দ্ধনে বর্দ্ধিত হয়—ধন্য হয় মাত্র!

প্রশ্ন। কিন্তু প্রায়ই তো দেখতে পাওয়া যায় ঐ তাদের ভেতর আবার অনেকেই সেই অবতার-পুরুষকে তেমনতর আপ্রাণ হ'য়ে গ্রহণ করতে পারে না ; এমন-কি অনেকে তাঁর সাথী হ'য়ে তাঁকে অস্বীকারও করেন—যেমন যীশুর হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আরে শালারা, বিয়ের বাসরে যারা বরযাত্রী যায়, তারা সবই বুঝি বরযাত্রী ! বরযাত্রীর পোযাক প'রে, বরযাত্রীর পরিচয় দিয়ে কত শালার চোরের যে আবির্ভাব হয়, তার কি ইয়ত্তা আছে ?

বিয়ে হ'লো, বর-কনে ঘরে উঠলো, সে- সভায় যারা ছিল, উঠে যেই যেতে চাইলে তাদের নির্দ্দিষ্ট জায়গায়, দেখতে পেলে, যতদূর হিসেব-নিকেশের আমলে এলো, হয়তো বত্রিশ জোড়া জুতোই নেই। আবার ঘরে গিয়ে হয়তো দেখতে

পেলে, কারও ঘড়ি নেই, কারও চাদর নেই, আয়না-চিরুণী রেখে গিয়েছিল, কোথায় উড়ে গিয়েছে। চোরযাত্রী বরযাত্রীয় তক্‌মায় যারা গিয়েছিল তাদের বুদ্ধি তো আর বরকে উপভোগ করা নয়। ওর ভেতর-দিয়ে তারা চায় বৃত্তি-বুভুক্ষার পরিতৃপ্তি ; তাই হরদম যখন বরযাত্রীরা বরের আনন্দের উপভোগে মত্ত, তখনই হয়—কোন ফাঁকে, কোন রকমে, যাতে তারা প্রলুব্ধ হ'য়ে আছে—তার আহরণ অর্থাৎ চুরি ; দু'চার জন ধরা প'ল, অমনি হেসে ব'লে উঠলো, "দূর শালা, তাড়াতাড়ি ভুল ক'রে প'রে ফেলেছি।" কেউ হয়তো যদি ব'লে উঠলো, "ছেঁড়া জুতো ফেলে একেবারে নূতন দামী জোড়াতে ভুল করলে।" টক ক'রে সন্দেহ এলেও ধরবার উপায় নেই,—হয়তো নামজাদা মানুষেরই ছেলে ; সিঁতি, জামা, সিল্কের চাদর, ঘড়ি-চেন, গায়ে সবই আছে, সে-সব তার কি কার, সে তো কেউ আর হঠাৎ হিসেব করে না—ব'লে জব্দ হওয়ার চাইতে চুপ ক'রে থাকাই ভাল ; কারণ, ঐ ভুল-করা মানুষটিকে হয়তো বেশীর ভাগ লোকই সমর্থন করবে, উল্টে হয়তো সেই সবার কাছে বদমায়েস ব'লে প্রতিপন্ন হবে।

আবার, তার ভেতর যে আরও চালাক, বুদ্ধিমান—সে হয়তো একটু নজর ক'রে একে-একে প্রমাণগুলিকে বের ক'রে মানুষের সম্মুখে ধরে, অবশেষে সবাই যখন তাকে চোর ব'লে প্রতিপন্ন করলে, তখন হয়তো একটা সহানুভূতির স্বরে ব'লে উঠলো, "এটা যদিও চুরিই হয়েছে তথাপি এ যে বুঝের দোষ সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নাই ; যা' হউক, ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে—এ নিয়ে আর তোলপাড় করার দরকার কী ? তুমি কিন্তু ভাই ভবিষ্যতে সাবধান হ'য়ো, এমনতর বুঝের দোষ ভবিষ্যতে আর যাতে না হয় তার প্রতি বিশেষ নজর রেখো"—ইত্যাদি ব'লে একটা রফা-টফা ক'রে সব মিটিয়ে দিলে ; মানুষের কাছে—আর ঐ দুষ্ট বুঝমান ভদ্রলোকের ছেলের কাছেও কিন্তু—ধন্যবাদের পাত্র হ'ল সে।

তাই, যেমন নিত্য-শুদ্ধ মহান জীবনও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি ঐ নামের তকমায় নিত্য-সিদ্ধ শয়তানও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ হ'য়েই দাঁড়ায়—নিজের-নিজের এৎফাঁকি বুদ্ধি নিয়ে চলতে থাকে ; ফলে, শেষমেস

কিন্তু দাঁড়ায়ে থাকে ঐ সিদ্ধ সাঙ্গোপাঙ্গ যারা ;—আর শয়তান ঘর-ছাড়া বিতাড়িত হ'য়ে বিক্ষিপ্ত চলনে, সন্ত্রস্ত হৃদয়ে দুনিয়ায় ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় —দাঁড়াবার সুবিধা খুঁজতে-খুঁজতে।

প্রশ্ন। যারা এমন বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের গতি কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যতক্ষণ বা যতদিন তাদের ঐ বৃত্তি-বুভুক্ষার টান তা'দিগকে প্রলুব্ধ ক'রে তা'রই আহরণে উন্মুখ ক'রে রাখে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা খুঁজতে থাকে, কোথায় সেই উপকরণ পেয়ে তারা সিদ্ধকাম হ'তে পারে ; তাই ঐ-রকম চোখ নিয়ে দুনিয়ায় তারা ঘুরে বেড়ায়, আর তাঁর চাহিদার অন্তরায়-গুলিকে ব্যবস্থা-মতন অর্থাৎ ঐ অন্তরায়গুলি যাতে তার বাধা সৃষ্টি না করতে পারে, নানান ভড়ং-এ তাই বলতে-বলতে, করতে-করতে একটা দল সৃষ্টি করার তালে—বা ক'রেই চলতে থাকে। তারপর কোন শুভক্ষণে হয়তো কোন অবস্থায় প'ড়ে সেই বিষাক্ত চাহিদার বিষের বিষাণির তোড়ে যখন অস্থির হ'য়ে 'ত্রাহি মাং ত্রাহি মাং' ব'লে গোংরানি অবাক বুকফাটা চীৎকারে আর্ত্ত হ'য়ে—"ধ'রে তোল"—ব'লে নির্ব্বিচারে যাকে দেখে তার কাছেই হাত বাড়াতে থাকে, তখনই সেই অস্তি-বৃদ্ধির নিয়ামক সনাতন পুরুষোত্তমের সাড়া তাকে আগলে ধ'রে আকুল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেয়। চুরি তখন তার চুরমার হ'য়ে খান-খান হ'য়ে ধূলির মতন কোথায় উড়ে যায় তার ঠিকানা নেই। ময়লা-কাটা আদত রং-এর মানুষ সে তখন ফুটে ওঠে—সে পুরুষোত্তমের জয়গানে তাঁরই স্বার্থ-সম্পাদনে বিভোর ও আপ্রাণ হ'য়ে জীবনকে অমৃতের দিকে বাড়াতে-বাড়াতে চলতে থাকে! নরকের দূত বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতা তখন তার কাছেও থাকে না, কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিরাগে রঙিন হ'য়ে ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতার আঁধার-হারা আলোকে দুর্নিরীক্ষ্য যা', তা'ও তার দর্শনে এনে, আরোর বেগে অমৃত-নিষ্যন্দী ক্রমস্বর্গে ক্রমাগত চলতে থাকে। *

---

* বৃত্তি-বুভুক্ষার টানে প্রলুব্ধ কত-কত মহাপরাধী যে এইরূপে মহতের সংস্পর্শে আসিয়া পবিত্র জীবন লাভ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জগাই-মাধাই, বিল্বমঙ্গল, বেশ্যা আম্রপালি, মেরী ম্যাগ্‌ডেলিন, গিরীশ ঘোষ প্রমুখ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এই রকম বিক্ষিপ্ত অকৃতজ্ঞের চুরি কখন খান-খান হ'য়ে চুরমার হ'য়ে গেল বুঝতে পারব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যখনই দেখা যায় কেউ ইষ্টবাক্যে, ইষ্ট-কর্ম্মে, আপ্রাণ হ'য়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বেদনার ঔষধের মতন উদ্‌গ্রীবতায় বৃত্তি-স্বার্থহারা বেহিসাবীর মত সোডাওয়াটারের বোতল-ভাঙ্গা ফেনিল উপ্‌চানিতে আত্মকর্ম্মের মর্ম্মবেদনাময়ী উক্তির সহিত প্রেষ্ঠের অঢেল কৃপার কথা বলতে থাকে, অনুতাপ আনন্দে যখন তরতরে হ'য়ে এমনতরভাবে বইতে থাকে যাতে তার প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিক তার ভেতর-দিয়ে আকৃষ্ট যেন না হ'য়েই পারে না,—সেবা, সহানুভূতি, সাহায্য ও সম্বর্দ্ধনা জ্যান্ত হ'য়ে জীবন-চলনায় অজানা সহজের মতন যখন চলতে থাকে—ইষ্টপ্রতিষ্ঠা একটা মহান প্রাণারাম তৃপ্তির মত তাকে আদর করতে থাকে—অথচ, সঙ্গে চলে তার ঐ কৃত-কর্ম্মের বেদন-বাণী—এই হ'চ্ছে সত্যিকার প্রকৃষ্টভাবে তার ঐ বৃত্তি-চৌর্য্যের অপলাপের নেহাৎ লক্ষণ। তার মহান শত্রুও তার এই চলনার সমবেদনশীল না হ'য়েই পারে না।

প্রশ্ন। অবতার-পুরুষ তো মহান পূরণকারী, তিনি তো আমাদের সমস্ত বৃত্তিরই পূরণ করেন, তত্রাচ আমরা অকৃতজ্ঞ হই কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অতখানি কি সয় রে বাপু ? মানুষের আসক্তি যখন বিশেষ কোনও বৃত্তির ভেতর-দিয়ে বইতে থাকে, তখন তার অন্য সব বুদ্ধি নজরেই আসে না ;—সে কেবল খুঁজতে থাকে, কি ক'রে ঐ বৃত্তি-ক্ষুধার আহার সংগ্রহ করা যায়। তখন তার ইষ্ট-পুরুষের উপর টানও ঐ বৃত্তি-ক্ষুধার অজুহাতেই হ'য়ে থাকে,—যিনি মহান-পূরণকারী তিনি কখন কেমন ক'রে আমার তা' পরিপূরণ করবেন—তাঁতে আস্থাও তেমনতরই থাকে। সে ভাবে, যদি এখনই তা' পেয়ে যাই তবে ইষ্ট-ফিষ্ট কি মহাপূরণকারী ও-সব কথার দরকার কী ? যখন পেয়েছি তখন ছাড়া আর কোনমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়কো।

এই সব ভেবে বাজিমাৎ করবার চেষ্টায় লাফিয়ে পড়ে, আর প্রতিদ্বন্দ্বী যা'-কিছু হওয়া সম্ভব মনে করে—জ্ঞান-বুদ্ধি বলে যতদূর আসে তা' সাবাড় করতে চেষ্টা পায় ;—ফলে যা' হয় তা' তোবু ঝতেই পারছেন।

যারা তাঁকে মহাপূরণকারী ব'লেই জানে, তারা কি আর ঐ বৃত্তি-ক্ষুধার বালাই নিয়ে চলতে পারে? না চলতেই চায়?* তাদের বৃত্তিই হ'য়ে দাঁড়ায় ঐ মহাপূরণকারীকেই সর্ব্বতোভাবে পূরণ করা—প্রতিষ্ঠা করা—পোষণ ও বর্দ্ধনে তাঁকে পুষ্ট করা—আর সেই বৃত্তিকেই তার সব বৃত্তি অনুসরণ করে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, মহাপূরণকারী যিনি, তিনি সবই তো পারেন, সব জানেন, তিনি ইচ্ছা করলেই তো আমার বৃত্তির মোড়টাও ঘুরিয়ে দিতে পারেন—তা' দেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভগবান্ই যখন দুনিয়ার যা'-কিছু প্রত্যেকটি স্ব-বৃত্তির অভিধ্যান দ্বারা হয়েছেন, আমরা প্রত্যেকটি—মায় তিনি-শুদ্ধ এক-একটা বৃত্তি—তবে শালা তুমভি মিলিটারী হামভি মিলিটারী—কে কা'কে কী করবে?

তবে কেউ যদি কারও অভিধ্যান হয়, অর্থাৎ কেউ যদি কা'তে আসক্ত হয়, সেই আসক্তি বা অনুরক্তির পথে নেমে তিনি বা কেউ কারো প্রয়োজনানুরূপ কাউকে করতে পারে। তাই তিনি তো সব করতে পারেনই—কিন্তু তখনই পারেন, যখনই তুমি তাঁতে ঐ অমনতরভাবে এতখানি অনুরক্ত, যাতে তাঁর করা বা তাঁর ইচ্ছা তোমাকে স্বতঃই তেমনতর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর, তা' যদি না হয়, তোমার কর্ম্মই বিশ্বের বিধি-অনুযায়ী একদিন আপনা-আপনিই নিয়ন্ত্রণ করবে সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন। তাহ'লে একদিন আমি নিয়ন্ত্রিত হবই; তবে আমার ইষ্টানুরক্তিরই বা দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইষ্ট-অনুরক্ত তুমি কি হও সাধে? যখন বৃত্তি তোমাকে

---

* আমরা তাহাদিগকে উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারি না, আর ইহাদিগকে আমরা উপাসনা করিতে বাধ্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Not to serve him is avarice and sin. —W. James

ভবঘুরে ক'রে নিয়ে প্রতি ঘাটে-ঘাটে জুতোনির চোটে অস্থির ক'রে তোমার অস্তিটাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে, বাঁচা আর বাড়ার তাড়নায় তুমি অস্থির হ'য়ে ওঠ—এই গেলাম এই গেলাম আশঙ্কায় তোমার দিন কাটে না, ক্ষণ কাটে না—তখন তোমার ঐ টানেই তুমি আপনা-আপনি চলতে থাক সেখানে, যেখানে গেলে বাঁচতে পার।

ইষ্টে অনুরক্ত হও বললেই কি তুমি ইষ্টে অনুরক্ত হও? যদি তোমার বাঁচবার ও বৃদ্ধি পাবার ক্ষুধা থাকে, আর দেখতে পাও কোথাও তোমার বাঁচবার, বৃদ্ধি পাবার খোরাক অঢেল ও উন্নতভাবে সাজান রয়েছে,—ক্ষুধার তোড়ে তুমি যে শালা কত ভণিতা করতে-করতে আপনা-আপনি সেখানে গিয়ে ঘর করতে বস,—আর ডাকলে তো কথাই নেই!

তাহ'লে বোঝ, যে-বিধি অমনতর করছে সে-বিধিই যে তোমাকে এমনতর করছে না তারই বা ঠিক কি? যদি সহজ প্রেরণায় তুমি ইষ্টে অনুরক্ত হ'তে, তাহ'লে বোঝা যেত যে—বিধিই বেতিয়ে বাঁচার আকুতি সৃষ্টি ক'রে তোমাকে ইষ্টানুরক্ত ক'রে তুলেছে, অনেক আগেই সে-বিধি তোমার হয়তো করায়ত্ত হ'য়েই আছে—তখন তোমার কাছে কি আর ও-সব প্রশ্নের স্থান থাকে?—এই আর কি!

প্রশ্ন। আপনি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলছেন। আমরা তো বেঁচে থাকি আর ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাই। তাহ'লে আপনার বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষত্ব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বাজারে গেলাম, দেখতে পেলাম,—হালুইকর লোভ-মাতান বাহারের মিঠাই তৈরী করছে। ভাবলাম, এ' ছাড়া কিছুতেই উচিত নয়—এ শালা যে ছাড়ে, সে কি আর মানুষ? ভেবে দেখলাম হাতে পয়সাও নেই—উপায় কী করা যায়? ভাবলাম, শালাকে ফাঁকি দিয়ে খাওয়া যাক। মনে-মনে চটেও গেলাম—মিঠাই তৈরী ক'রে শালা একদম নিপাত হোল`না কেন? যা'হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

একটা বুদ্ধি ঠাওর ক'রে নিয়ে তাকে বললাম—ওহে, আমি অমুক জমিদারের

বাড়ী থেকে এসেছি ; তার ছেলের অন্নপ্রাশন—মিঠাই তৈরী করতে হবে। তিনি ঐ বাড়ীতে আছেন, তোমাকে ডাকলেন, এক্ষুনি যাও, নতুবা অনেক হালুইকর এসেছে, হয়তো এখনই কাজটা বাগিয়ে নেবে। অর্থলোভী শালা হালুইকর ভাবলে—বোধ হয় ঠিকই। বললে, মশাই, আপনি একটু দাঁড়ান—আমি দৌড়ে আসছি—আমার গ্রাহক এলে বলবেন—এই আমি এলাম আর কি ? যেই যাওয়া, আমি আমার কর্ম্ম আরম্ভ করে দিলাম, হালুইকর যেয়ে দেখলো ফক্কিকারী ; তৎক্ষণাৎ আমার উপর একটা বিরাট সন্দেহ উথলে উঠলো ! আমাকে ধরবে এই বুদ্ধি নিয়েই সন্তর্পণে তীব্র বেগে ছুটতে লাগলো। রসগোল্লা তো আমাকে আটকেই রেখেছে। আমার আর এ-বুদ্ধি হোল না—ছু' একটা যা' পেয়েছি তাই নিয়েই চম্পট দেওয়া।

ধরা প'লাম। শালা বেদম মার লাগাতে লাগলে ; মারের চোটে রসগোল্লা তো বমি হ'য়ে উঠলোই—ছুই-এক ঝলক যে রক্তও বেরল না এমনতর নয়। তখনই বিধি বুঝিয়ে দিল—অস্তির ক্ষুধাই বেশী, না রসগোল্লার ক্ষুধাই বেশী।

দিন-রাত ভাবি, কি সুন্দর মেয়েমানুষ ল্যাচৎ-প্যাচৎ ক'রে কেমনতর মিঠে বুলি ব'লে, কেমন চাউনি চেয়ে ঘুরে বেড়ায়। নিত্য বিয়ে হয়—কত সব টুকটুকে মাল ! এক শালীও, আমি যে এমনতর একটা পুরুষ আছি, তার দিকে ফিরেও চায় না। আচ্ছা, পয়সাই সুন্দর, না মানুষই সুন্দর ? মানুষই তো পয়সার সৃষ্টি করে ! কোন শালী যদি আমার দিকে নেক নজর করতো, আমিও কি পয়সা সৃষ্টি করতে পারতাম না ? ছুনিয়ায় এ বিবাহ-প্রথার সৃষ্টি কোন্ শয়তানে করেছে ? সে-শালা নিশ্চয়ই পয়সার মানুষ ছিল। আমি হরদম আয়না ধরে দেখি, আমার মতন সুপুরুষ কেউ আছে ?—এ তো বাবা চোখে পড়ে না। কত হতচ্ছাড়া উল্লুকের মত চেহারা পয়সার জোরে কি রকম মাল বাগালে, দেখলে অবাক হতে হয় ! কল্পনা, বিচার-বিতর্ক হরদম চলতে লাগলো, হাত নেড়ে বলা-কওয়াও কিছু কম হ'ল না, বন্ধুও জুটে গেল ২।৪ জন, শেষে সাব্যস্ত হলো—"চল ভাই, পাড়ায় যেয়ে একবার স্ফূর্ত্তি ক'রে আসা যাক। শালী মাগী যদি পয়সা চায় তখন একটা এৎফাঁক বের করা যাবে।"

কাম-দেবতা নেহাৎই অনুগ্রহ করেছেন—উপায় তো আর নেই। বন্ধুদের সহিত পাড়ায় যেতেই হলো, বুদ্ধি বিচার ক'রে ঠিক করা হলো—যদি বেঘোরেই প'ড়ে যাই, অন্ততঃ গায়ের কাপড়-চাদর দিয়েও রেহাই নিয়ে আসতে পারি—এমনতর একটা কম দামী জায়গায় যেতে হবে। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দেবতার অনুগ্রহে মিললও তাই। তারপর ফিরে আসার সময় হয়তো—যাঁহা পেচ্ছাব যাওয়া—ও বাবা কি জ্বলুনি! এ যে প্রাণ যায়!

তারপর মাগী এসে দু'এক জনের কাছা চেপে ধরলে—কোথায় যাও, পয়সা দিয়ে যাও—চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিল। ক্রমে লোক জড়। এদিকে জ্বলুনি হরদম সাড়া দিয়ে মাথাটা দর্শন-বিদ্যা থেকে ছিনিয়ে আনছে, কাপড়-চাদর দিয়ে মারধর খেয়ে এসেই কি রেহাই পাবার উপায় আছে? দেবতার দয়া তো আর কিছুতেই ছাড়ে না। চীৎকার, কেবল চীৎকার—প্রাণ যায়! ওরে কাকা, দাদা, মামা, কোথায় কে আছ—এবার বাঁচাও! আকুল নেত্রে ঐ সেই গানের মতন,—বাঁচার ক্ষুধার ছটফটানির তোড়ে—"চকিতে চেয়ে থাকি পথ পানে" ঐ বুঝি বদ্যি এল! এই বুঝি দেবতার আশীর্ব্বাদের হাত থেকে হয়তো এখনই রেহাই পাবো—ইত্যাদি। তখন বুঝিয়ে দিল এ-সব ব্যাপারের ভেতর-দিয়ে অবস্থাটা—অস্তি কাকে বলে, আর বৃত্তিই বা কাকে বলে, আর উপভোগই বা কেমনতর হওয়া উচিত।

কেমন, বোঝা গেল তো? না, আর কিছু বলতে হবে? তা-হ'লেই বুঝুন আমার বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার বিশেষত্ব কোথায়! ঐ যে অস্তি, যা'টের পাওয়া গেল, যা' বাঁচবার জন্যে আপ্রাণ হ'য়ে চীৎকারে দিগন্ত ফাটান হচ্ছিল, তাকে অটুট ও অক্ষত রেখে, পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে উপযুক্ত পরিপোষণে জানাকে অধিগমন ক'রে ক্রম-বৃদ্ধিতে উন্নত হ'তে-হ'তে অসীম অমৃত-উপভোগের ভেতর-দিয়ে উপভোগ করতে-করতে ইষ্ট-অধিষ্ঠানে চলা। কেমন, বোঝা গেল?

প্রশ্ন। আচ্ছা, এরূপ ঘটার সময় তো এ-রকম সৎবুদ্ধি অনেকেরই হয়, কিন্তু বিপদ কেটে গেলেই তো আবার যে কে সেই; মানুষের অস্তিটাই বড়, না বৃত্তিটাই বড়? বাঁচাটাই বড়, না বৃত্তি-উপভোগই বড়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, তা' হয় বৈ কি। যখন অবস্থাটা কেটে যায়, ভাবে হয়তো কেমনতর একটা বেকায়দায় প'ড়ে গিয়েছিলাম—তাই ও-রকম ঘটেছিল ; এবার দেখা যাক কী দাঁড়ায় ! বেশ এৎফাঁক ক'রে যতদূর বুদ্ধি আসে বিধিটাকে একটু কায়দা ক'রে নিয়ে আবার ঝাঁপ ! ঝাঁপে বিধিটার দোর যেই ভাঙ্গা অমনি আবার আগুন ! আবার বাপরে বাপ ! —তখন হয়তো কিরে করলাম, এ কাণ্ড যদি আবার করি, তবে শালা আমি বাপেরই জন্মা না। আবার কবরেজ-মশায়ের পা ধরাধরি—আবার হয়তো কোনরকমে রেহাই—আবার এৎফাঁক করা, আবার ঝাঁপ—আবার বিধি-উল্লঙ্ঘন—আবার প্রাণ-ফাটা চীৎকার, ততই চারি-দিকের সহানুভূতি-শূন্যতা,—ভগবানের উপর আক্রোশ—কবরেজের পায় ধরাধরি —আবার ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা—হয়তো বাতে পরিত্রাণ ; হাত-পা নুলো—ঝাঁপানের আর ক্ষমতা নেই। তখন যদি বেঁচে থাকা সম্ভব হ'য়ে থাকে, যতটুকু থাকা যায়, বেঘোরে অস্ফুট নাকিস্বরে আশে-পাশে যাকে পাওয়া, বলা— বাঁবাঁ, এঁমন কাঁম আঁর কেঁউ কোঁরো না—খোঁদার উপর খোঁদকারী চঁলে নাঁ— ইত্যাদি আর কি ! কিন্তু শালা বিধি নাছোড়বান্দা !

তাহ'লেই দেখুন, তার ইয়াদে তখন কী আসে ! বাঁচাটাই বড়—না বৃত্তিটাই বড় ? সে-বাঁচার খাতিরে বৃত্তিটা বা বৃত্তিগুলি যা' তার বাঁচার বিরোধ সৃষ্টি করে,—তা, জলাঞ্জলি দিয়ে থাকে নাকি ? যে-ভোগ বাঁচাকে পরিপোষণ ও বর্দ্ধন করে সেই ভোগেই মানুষের প্রকৃত উপভোগ ! *

---

* সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মা ন ভুবম্ ভূয়াসমেবেতি।
ন চাঽননুভূত-মরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীঃ।

—ব্যাস

প্রাণিমাত্রেরই একটি নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার যেন মরি না ও থাকি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যত প্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণ-ত্রাস

তাহ'লে এই দাঁড়াচ্ছে—অস্তি-নিয়ন্ত্রিত বৃত্তি-উপভোগ যা' মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্দাম ও অবাধ ক'রে তোলে—তাই কি মানুষের কাম্য নয়?

অধিক বলবান ও অনিবার্য্য। মরণ-ত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণ-যাতনা অনুভব করে নাই, অন্যের মরণ দেখে নাই, শুনেও নাই, কোনও প্রকার মরণ-ত্রাস অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারক-বস্তুর দর্শনে ত্রাস জন্মে।